মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৩তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ২০১০

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১৩তম বর্ষঃ	৫ম সংখ্যা
ছফর-রবীউল আউয়াল	১৪৩১ হিঃ
মাঘ-ফাল্গুন	১৪১৬ বাং
ফেব্রুয়ারী	২০১০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম
সহকারী সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক, মোবাইলঃ ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ, মোবাইলঃ ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
ই-মেইলঃ tahreek@ymail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ সুলতান আব্দুছ ছামাদ মসজিদ, সেপাং, সেলেঙ্গর, মালয়েশিয়া।
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯

দেশে বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২৫০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১৩০/= টাকা।

● ॥ হাদিয়াঃ ১৬ টাকা মাত্র ॥ ●

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২

✡ **প্রবন্ধঃ**

❑ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(১৭তম কিস্তি)* ০৩
- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

❑ তওবা ১২
-আব্দুল ওয়াদূদ

❑ ইখলাছ মুক্তির পাথেয় *(২য় কিস্তি)* ১৭
-ফয়ছাল বিন আলী আল-বাদানী
-অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

❑ বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন : সাম্রাজ্যবাদের নতুন মন্ত্র! ২৪
-মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন তুহিন

❑ ধূমপানের ক্ষতিকর দিক ২৭
-হাফেয হাবীবুল্লাহ আল-কাসিম

✡ **সাময়িক প্রসঙ্গঃ** ২৯
◆ হাইতিতে ভূমিকম্প : বাংলাদেশের অশনি সংকেত
-ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ

✡ **কবিতাঃ** ৩২
◆ শীতের হাওয়া
◆ আলোয় ভরে মুখ
◆ আপোষহীন কাফেলা
◆ সন্ত্রাস ও দুর্নীতি

✡ **মহিলা পাতা ঃ** ৩৩
◆ সমাজে প্রচলিত কিছু শিরক
-নূরজাহান বিনতে আব্দুল মজীদ

✡ **সোনামণিদের পাতা** ৩৯

✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪০

✡ **মুসলিম জাহান** ৪৩

✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩

✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৪

✡ **প্রশ্নোত্তর** ৫০

সংস্কৃতি দর্শন

মানুষের ভিতরকার অনুশীলিত কৃষ্টির বাহ্যিক পরিশীলিত রূপকে বলা হয় 'সংস্কৃতি'। 'সংস্কৃতি' একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যা মানুষের সার্বিক জীবনাচারকে শামিল করে। কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তাই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সংস্কৃতিবান মানুষকে চেনা যায় তার বাহ্যিক ব্যবহারে, পোষাকে ও আচরণে এবং তার সার্বিক জীবনাচারে। প্রত্যেক মানুষেরই খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের চাহিদা রয়েছে। এগুলি সংস্কৃতির বিষয়ভুক্ত নয়। কিন্তু এই মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করার জন্য যে নিয়ম ও ধরন আমরা অনুসরণ করি এবং যে পন্থা ও পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করি, সেটাই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। একজন ব্যক্তি শূকর-বিড়াল, ইঁদুর-কুকুর, কুচে-কচ্ছপ, ব্যাঙ, তেলাপোকা পুড়িয়ে মজা করে খায় ও অতিথিকে খাওয়ায়। আরেকজন ব্যক্তি এগুলো নিষিদ্ধ মনে করে বিরত থাকে এবং তার বদলে মুরগী-পাখি, গরু-খাসি আল্লাহ্র নামে যবেহ করে তেল-মশলা দিয়ে রান্না করে খায়। দু'জনের রুচি ও সংস্কৃতি পৃথক। একজন ব্যক্তি নদীর ময়লা ও ঘোলা পানিকে পবিত্র মনে করে সেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একত্রে পুণ্যস্নান করে পাপমুক্ত হয়। অন্যজন এটাকে অনর্থক কাজ ভেবে দূরে থাকে। একজন লোক একটি ডুবন্ত মানব শিশুকে বা ক্ষুধায় মৃতপ্রায় মানুষকে বাঁচানোর চাইতে একটি দুর্লভ ছবি, মূর্তি বা ভাস্কর্যকে বাঁচানো বা খেলা ও খেলোয়াড়ের পিছনে খরচ করাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। আরেকজন তার বিপরীত। একজন লোক নারী-পুরুষের বেপর্দা চলাফেরা ও ফ্রি সেক্সকে স্বাভাবিক বিষয় মনে করে। আরেকজন তার বিপরীত। এগুলি সাংস্কৃতিক পার্থক্যের নমুনা হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। ফলে মানুষের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও আক্বীদা-বিশ্বাস, পারিবারিক ঐতিহ্য ও সামাজিক রসম-রেওয়াজ এবং রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান সবকিছুই সংস্কৃতির উপাদানে পরিণত হয়। সংস্কৃতি তাই একজন মানুষের, একটি পরিবারের ও সমাজের এবং একটি রাষ্ট্রের দর্পণ স্বরূপ।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, সংস্কৃতির দর্শন কী? জবাব : সংস্কৃতির দর্শন হ'ল মানুষের স্বভাবধর্মের সুষ্ঠু বিকাশ সাধন। যে দর্শন উক্ত স্বভাব ধর্মের যথার্থ বিকাশে বাধা দেয় বা পথভ্রষ্ট করে, তা প্রকৃত অর্থে কোন সংস্কৃতি নয়।

এরপর প্রশ্ন হ'ল মানুষের স্বভাবধর্ম কী? জবাব : মানুষের স্বভাবধর্ম হ'ল তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রতি নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ও তাঁর বিধানের প্রতি আনুগত্য করা। যেমন সন্তানের স্বভাবধর্ম হ'ল পিতা-মাতার প্রতি নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ও তাঁদের প্রতি অটুট আনুগত্য বজায় রাখা। বস্তুত এটাই মানুষের ফিতরৎ বা স্বভাবধর্ম। মানুষের জন্ম ও মৃত্যু, তার শৈশব-কৈশোর, যৌবন-বার্ধক্য, তার খাদ্য-পানীয়, রোগ-শোক, উন্নতি-অবনতি, শান্তি-অশান্তি সবই তার সৃষ্টিকর্তার অমোঘ বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নাসা-র প্রেরিত রকেট মহাশূন্যে গিয়ে কতদিন থাকবে, কোথায় কি কাজ করবে সবই যেমন পৃথিবীর প্রেরণ কেন্দ্র থেকে নির্ধারিত হয়, তেমনি অদৃশ্য জগত থেকে প্রেরিত রূহ দুনিয়াতে এসে মানব দেহে কতদিন অবস্থান করবে, কোথায় কি কি কাজ করবে, কতটুকু রূযী সে পাবে, সে সৌভাগ্যবান হবে না হতভাগা হবে অর্থাৎ সে জান্নাতী হবে না জাহান্নামী হবে, সবই অদৃশ্য আসমানী কেন্দ্র থেকে পূর্বেই নির্ধারিত হয়। কিন্তু মানুষ কোন যন্ত্র নয়, তাকে দেওয়া হয়েছে মূল্যবান জ্ঞান-সম্পদ। যা দিয়ে সে স্বাধীনভাবে চিন্তা-গবেষণা করে। তার সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিরহস্য অনুধাবন করে ও আল্লাহ্র অতুলনীয় সৃষ্টিরাজি থেকে কল্যাণ আহরণ করে। আল্লাহ দেখেন তাঁর প্রেরিত অহি-র বিধান অনুযায়ী কাজ করে বান্দা পৃথিবীকে আবাদ করছে, নাকি নিজের খেয়াল-খুশীর শয়তানী বিধান মেনে কাজ করতে গিয়ে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করছে। মূলতঃ এটাই হ'ল পৃথিবীতে বান্দার জন্য মূল পরীক্ষা। এই পরীক্ষা দিতে দিতে হঠাৎ এক সময় তার মৃত্যুঘণ্টা বেজে ওঠে। ফলে মুহূর্তের মধ্যেই তার রূহ দুনিয়ার পরীক্ষাগৃহ ছেড়ে সেখানে চলে যায়, যেখান থেকে সে প্রথম দুনিয়াতে এসেছিল মায়ের গর্ভে চার মাসের ছোট্ট দেহে। দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে আর ধরে রাখতে পারে না, যখন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র ডাক আসে। কেননা সে তাঁর হুকুম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এর মধ্যে মানবীয় দর্শনের তিনটি দিক ফুটে ওঠে। (১) মানুষের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন (২) মানুষের কল্যাণের জন্য দুনিয়াতে আল্লাহ্র বিধান প্রেরিত হয় এবং (৩) মৃত্যুর পরে মানুষকে ফিরে যেতে হয় তার পূর্বের ঠিকানায়। প্রথমটিকে বলা হয় 'তাওহীদ'। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা মাত্র একজন। যিনি পালনকর্তা, রূযীদাতা ও বিধানদাতা। দ্বিতীয়টিকে বলা হয় 'রিসালাত'। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর নির্বাচিত নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য বিধান সমূহ প্রেরণ করে থাকেন। তৃতীয়টিকে বলা হয় 'আখেরাত'। যেখানে বান্দার সারা জীবনের কাজ-কর্মের হিসাব নেওয়া হয় ও সেমতে তার জন্য জান্নাত অথবা জাহান্নাম নির্ধারিত হয়। যে ব্যক্তির সার্বিক জীবন উপরোক্ত মানবীয় দর্শন দ্বারা পরিচালিত হবে, তার জীবন হবে সুনিয়ন্ত্রিত এবং তিনি হবেন সত্যিকারের সংস্কৃতিবান মানুষ। পক্ষান্তরে যার জীবন উপরোক্ত দর্শনের বাইরে পরিচালিত হবে, তার জীবন হবে অনিয়ন্ত্রিত এবং তিনি হবেন পথচ্যুত।

প্রথমোক্ত দর্শনের আলোকে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তাকে বলা হয় ইসলামী সংস্কৃতি। যা বিশ্বমানবতাকে এক আল্লাহ্র সৃষ্টি ও এক আদমের সন্তান বলে গণ্য করে। ধর্ম-বর্ণ-ভাষা ও অঞ্চলের বৈষম্য তাকে মানবতার প্রতি উদার কর্তব্যবোধ থেকে বিরত রাখতে পারে না। এর বিনিময়ে সে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আখেরাতে মুক্তি কামনা করে। দুনিয়াকে সে আখেরাতের শস্যক্ষেত্র মনে করে।

অতঃপর শেষোক্ত দর্শনের আলোকে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিকে বলা হয় সেক্যুলার বা বস্তুবাদী সংস্কৃতি। যা আসলে কোন সংস্কৃতিই নয় বরং বিকৃতি। এখানে বস্তুই হয় প্রধান। যেকোন মূল্যে বস্তু অর্জন ও ভোগ করাই তার মূল লক্ষ্য হয়। মানুষ ও মানবতা তার নিকটে গৌণ হয়। বস্তু লুট ও ভোগের জন্য সে মানুষ ও মানবতাকে ধ্বংস করতে আদৌ পিছপা হয় না। বিগত শতাব্দীর দু'দু'টি বিশ্বযুদ্ধ এবং বর্তমান শতাব্দীর ইরাক, আফগানিস্তান ও অন্যান্য দেশে চালানো ধ্বংসযজ্ঞ এবং বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে অশুভ শক্তিগুলির একচেটিয়া কর্পোরেট পুঁজির শোষণ ও নির্যাতন উপরোক্ত বস্তুবাদী দর্শনেরই বাস্তব ফলশ্রুতি মাত্র। ভূগর্ভের তৈল ও অন্যান্য সম্পদ লুট করার জন্য তারা মাটির নীচে-উপরে বোমা মেরে অথবা কৃত্রিম সংকট সমূহ সৃষ্টি করে নির্দয়ভাবে মানুষ হত্যা করে। অথচ মুখে সর্বদা মানবাধিকারের কথা বলে। বাহ্যিকভাবে কোন ধর্মানুসারী ব্যক্তিও স্বার্থান্ধ হয়ে বস্তুবাদী হ'তে পারে। যুগে যুগে তাবৎ মুশরিক-ফাসিক-মুনাফিকরা এই কাতারে পড়ে। যারা ধর্মকে স্রেফ কিছু আনুষ্ঠানিকতা মনে করে। এরা প্রকৃত অর্থে মানবীয় সংস্কৃতির ধারক ও অনুসারী নয়। তাই সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র বিধানের সনিষ্ঠ অনুসারী ব্যক্তিই প্রকৃত অর্থে সংস্কৃতিবান। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!! *(স.স)*।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(১৭তম কিস্তি)

তীহ প্রান্তরে ৪০ বছরের বন্দীত্ব বরণঃ

মূসা (আঃ)-এর প্রতি অবাধ্যতা ও জিহাদ থেকে বিমুখ হওয়ার শাস্তি স্বরূপ বনু ইস্রাঈলগণকে মিসর ও শাম-এর মধ্যবর্তী একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে দীর্ঘ ৪০ বছরের জন্য বন্দী করা হয়। তাদের অবাধ্যতায় বিরক্ত ও হতাশ হয়ে নবী মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেন, قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ– ‘হে আমার পালনকর্তা! আমি কোন ক্ষমতা রাখি না কেবল আমার নিজের উপর ও আমার ভাইয়ের উপর ব্যতীত। অতএব আপনি আমাদের ও পাপাচারী কওমের মধ্যে পৃথক করে দিন’। জবাবে আল্লাহ বলেন, قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُوْنَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ– ‘এদেশটি (বায়তুল মুক্বাদ্দাস সহ শামদেশ) চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হ’ল। এ সময় তারা ভূপৃষ্ঠে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। অতএব তুমি অবাধ্য কওমের জন্য দুঃখ করো না’ *(মায়েদাহ ৫/২৫-২৬)*। تَاهَ يَتِيْهُ تِيْهًا অর্থ গর্ব করা, পথ হারিয়ে ঘোরা ইত্যাদি। এখান থেকেই উক্ত প্রান্তরের নাম হয়েছে ‘তীহ্’ (تِيْه)। বস্তুতঃ এই উন্মুক্ত কারাগারে না ছিল কোন প্রাচীর, না ছিল কোন কারারক্ষী। তারা প্রতিদিন সকালে উঠে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হ’ত। আর সারাদিন চলার পর রাতে আবার সেখানে এসেই উপস্থিত হ’ত, যেখান থেকে সকালে তারা রওয়ানা হয়েছিল। এভাবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত হতবুদ্ধি অবস্থায় দিগ্বিদিক ঘুরে এই হঠকারী অবাধ্য জাতি তাদের দুনিয়াবী শাস্তি ভোগ করতে থাকে। যেমন ইতিপূর্বে নূহ (আঃ)-এর অবাধ্য কওম দুনিয়াবী শাস্তি হিসাবে প্লাবণে ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। বস্তুতঃ চল্লিশ বছরের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মূসা ও হারূণ (আঃ)-এর মৃত্যু হয়। অতঃপর শাস্তির মেয়াদ শেষে পরবর্তী নবী ইউশা‘ বিন নূন-এর নেতৃত্বে জিহাদের মাধ্যমে তারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস জয়ে সমর্থ হয় এবং সেখানে প্রবেশ করে।

তীহ্ প্রান্তরের ঘটনাবলীঃ

নবীর সঙ্গে যে বেআদবী তারা করেছিল, তাতে আল্লাহ্র গযবে তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক হয়ত এ জাতিকে আরও পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন এবং আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহপুষ্ট একটি জাতি নিজেদের অবাধ্যতা ও হঠকারিতার ফলে কিভাবে আল্লাহ্র অভিসম্পাৎগ্রস্ত হয় এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার শিকার হয়, পৃথিবীর মানুষের নিকটে দৃষ্টান্ত হিসাবে তা পেশ করতে চেয়েছিলেন। ঠিক যেভাবে দৃষ্টান্ত হয়েছে ফেরাঊন একজন অবাধ্য ও অহংকারী নরপতি হিসাবে। আর তাই বনু ইস্রাঈলের পরীক্ষার মেয়াদ আরও বর্ধিত হ’ল। নিম্নে তাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের কিছু নিদর্শন বর্ণিত হ’ল।-

১. মেঘ দ্বারা ছায়া প্রদানঃ

ছায়াশূন্য তপ্ত বালুকা বিস্তৃত মরুভূমিতে কাঠফাটা রোদে সবচেয়ে প্রয়োজন যেসব বস্তুর, তন্মধ্যে ‘ছায়া’ হ’ল সর্বপ্রধান। হঠকারী উম্মতের অবাধ্যতায় ত্যক্ত-বিরক্ত মূসা (আঃ) দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ্র নিকটে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রার্থনা নিবেদন করেছেন। দয়ালু আল্লাহ তাঁর দো‘আ সমূহ কবুল করেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে তাঁর বিশেষ রহমত সমূহ নাযিল করেছেন। তন্মধ্যে একটি হ’ল উন্মুক্ত তীহ্ প্রান্তরের উপরে শামিয়ানা সদৃশ মেঘমালার মাধ্যমে শান্তিদায়ক ছায়া প্রদান করা। যেমন আল্লাহ এই অকৃতজ্ঞ জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, (وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ) ‘স্মরণ কর সে কথা, যখন আমরা তোমাদেরকে ছায়া দান করেছিলাম মেঘমালার মাধ্যমে’ *(বাক্বারাহ ২/৫৭)*।

২. ঝর্ণাধারার প্রবাহঃ

ছায়ার পরেই গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হ’ল পানি। যার অপর নাম জীবন। পানি বিহনে তৃষ্ণার্ত পিপাসার্ত উম্মতের আহাজারিতে দয়া বিগলিত নবী মূসা স্বীয় প্রভুর নিকটে কাতর কণ্ঠে পানি প্রার্থনা করলেন। কুরআনের ভাষায়,

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوْسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِن رِّزْقِ اللهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ–

‘আর মূসা যখন স্বীয় জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, তোমার লাঠি দিয়ে পাথরের উপরে আঘাত কর।

অতঃপর তা থেকে বেরিয়ে এলো (১২টি গোত্রের জন্য) ১২টি ঝর্ণাধারা। তাদের সব গোত্রই চিনে নিল (অর্থাৎ মূসার নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারণ করে নিল) নিজ নিজ ঘাট। (আমি বললাম,) তোমরা আল্লাহ্র দেওয়া রিযিক খাও আর পান কর। খবরদার যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/৬০)*।

বস্তুতঃ ইহুদী জাতি তখন থেকে এযাবত পৃথিবী ব্যাপী ফাসাদ সৃষ্টি করেই চলেছে। তারা কখনোই আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেনি।

৩. মান্না ও সালওয়া খাদ্য পরিবেশনঃ

মরুভূমির বুকে চাষবাসের সুযোগ নেই। নেই শস্য উৎপাদন ও বাইরে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ। কয়েকদিনের মধ্যেই মওজুদ খাদ্য শেষ হয়ে গেলে হাহাকার পড়ে গেল তাদের মধ্যে। নবী মূসা (আঃ) ফের দো'আ করলেন আল্লাহ্র কাছে। এবার তাদের জন্য আসমান থেকে নেমে এলো জান্নাতী খাদ্য 'মান্না ও সালওয়া'- যা পৃথিবীর আর কোন নবীর উম্মতের ভাগ্যে জুটেছে বলে জানা যায় না।

'মান্না' এক প্রকার খাদ্য যা আল্লাহ তা'আলা বণী ইসরাঈলদের জন্য আসমান থেকে অবতীর্ণ করতেন। আর তা ছিল দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। আর 'সালওয়া' হচ্ছে আসমান থেকে আগত এক প্রকার পাখি।[১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الكمأة من المن 'কামআহ হ'ল মান্ন-এর অন্তর্ভুক্ত'।[২] এতে বুঝা যায় 'মান্ন' কয়েক প্রকারের ছিল। ইংরেজীতে 'কামআহ' অর্থ করা হয়েছে 'মাশরুম' (Mashroom)। আধুনিক গবেষণায় বলা হয়েছে যে, মান্না একপ্রকার আঠা জাতীয় উপাদেয় খাদ্য। যা শুকিয়ে পিষে রুটি তৈরী করে তৃপ্তির সাথে আহার করা যায়। 'সালওয়া' একপ্রকার চড়ুই পাখি, যা ঐসময় সিনাই এলাকায় প্রচুর পাওয়া যেত। ব্যাঙের ছাতার মত সহজলভ্য ও কাই জাতীয় হওয়ায় সম্ভবত একে মাশরুম-এর সাথে তুলনীয় মনে করা হয়েছে। তবে মাশরুম ও ব্যাঙের ছাতা সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। কয়েক লাখ বনু ইসরাঈল কয়েক বছর ধরে মান্না ও সালওয়া খেয়ে বেঁচে ছিল। এতে বুঝা যায় যে, মান্ন ছিল চাউল বা গমের মত কার্বো-হাইড্রেট-এর উৎস এবং সালওয়া বা চড়ুই জাতীয় পাখির গোশত ছিল ভিটামিন ও চর্বির উৎস। সব মিলে তারা পরিপূর্ণ খাবার নিয়মিত খেয়ে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়েছিল। দক্ষিণ ইউরোপের সিসিলিতে, আরব উপদ্বীপের ইরাকে ও ইরানে, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষে মান্না জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয়।[৩] অবাধ্য বনু ইস্রাঈলরা এগুলো সিরিয়ার তীহ প্রান্তরে ৪০ বছরের বন্দী জীবনে বিপুলভাবে পেয়েছিল আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে। ঈসার সাথী হাওয়ারীগণ এটা চেয়েছিল *(মায়েদাহ ৫/১১২-১১৫)*। কিন্তু পেয়েছিল কি-না, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি।

দুনিয়ায় বসেই জান্নাতের খাবার, এ এক অকল্পনীয় অনির্বচনীয় আনন্দের বিষয়। কিন্তু এই হতভাগারা তাতেও খুব বেশীদিন খুশী থাকতে পারেনি। তারা গম, তরকারি, ডাল-পেঁয়াজ ইত্যাদি খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠলো। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ-

'আমরা তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি 'মান্না' ও 'সালওয়া'। (আমরা বললাম) এসব পবিত্র বস্তু তোমরা ভক্ষণ কর (কিন্তু ওরা শুনল না, কিছু দিনের মধ্যেই তা বাদ দেওয়ার জন্য ও অন্যান্য নিম্নমানের খাদ্য খাবার জন্য যিদ ধরলো)। বস্তুতঃ (এর ফলে) তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি, বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে' *(বাক্বারাহ ২/৫৭)*।

আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে বলেন,

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوْسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ أَدْنَى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ إِهْبِطُوْا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ-

'যখন তোমরা বললে, হে মূসা! আমরা একই ধরনের খাদ্যের উপরে কখনোই ধৈর্য ধারণ করতে পারব না। কাজেই তুমি তোমার প্রভুর নিকটে আমাদের পক্ষে প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদের জন্য এমন খাদ্য-শস্য দান করেন, যা জমিতে উৎপন্ন হয়; যেমন তরি-তরকারি, কাকুড়, গম, রসুন, ডাল, পেঁয়াজ ইত্যাদি। মূসা বললেন, তোমরা উত্তম খাদ্যের বদলে এমন খাদ্য পেতে চাও যা নিম্নস্তরের? তাহ'লে তোমরা অন্য কোন শহরে চলে যাও। সেখানে

১. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা বাক্বারাহ ৫৭ আয়াতের ব্যাখ্যা।*
২. *তিরমিযী, হাদীছ হাসান; মিশকাত হা/৪৫৬৯ 'চিকিৎসা ও মন্ত্র' অধ্যায়।*
৩. *বিস্তারিত দ্রঃ ডঃ ইকতেদার হোসেন ফারুকী, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে কুরআনে বর্ণিত উদ্ভিদ ই.ফা.বা ২০০৮, পৃঃ ১৩-২০।*

তোমরা তোমাদের চাহিদা মোতাবেক সবকিছু পাবে' *(বাক্বারাহ ২/৬১)*।

৪. পার্শ্ববর্তী জনপদে যাওয়ার হুকুম ও আল্লাহ্র অবাধ্যতাঃ

বনু ইস্রাঈলগণ যখন জান্নাতী খাদ্য বাদ দিয়ে দুনিয়াবী খাদ্য খাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে যিদ ধরে বসলো, তখন আল্লাহ তাদের পার্শ্ববর্তী জনপদে যেতে বললেন। যেখানে তাদের চাহিদামত খাদ্য-শস্যাদি সর্বদা প্রাপ্ত হবে। কিন্তু উক্ত জনপদে প্রবেশের সময় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করার জন্য কতগুলি আদব ও শিষ্টাচার মান্য করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারা তাতে কর্ণপাত করল না। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هَـذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ–

'আর যখন আমরা বললাম, তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে এবং এতে যেখানে খুশী খেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ কর এবং নগরীর ফটক দিয়ে প্রবেশ করার সময় সিজদা কর ও বলতে থাক (হে আল্লাহ!) 'আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও'- তাহ'লে আমরা তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং সৎকর্মশীলদের আমরা সত্বর অতিরিক্তভাবে আরও দান করব' *(বাক্বারাহ ২/৫৮)*। কিন্তু এই অবাধ্য জাতি এতটুকু আনুগত্য প্রকাশ করতেও রাযী হয়নি। তাদেরকে শুকরিয়ার সিজদা করতে বলা হয়েছিল এবং আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা চেয়ে 'হিত্ত্বাহ' (حطة) অর্থাৎ احطط عنا ذنوبنا حطة 'আমাদের পাপসমূহ পুরোপুরি মোচন করুন' বলতে বলতে শহরে প্রবেশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বেআদবীর চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে তারা হিত্ত্বাহ-এর বদলে 'হিন্ত্বাহ' (حنطة) অর্থাৎ 'গমের দানা' বলতে বলতে এবং সিজদা বা মাথা নীচু করার পরিবর্তে পিছন দিকে পিঠ ফিরে প্রবেশ করল।[৪] এর মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে আল্লাহ পূজারীর বদলে পেটপূজারী বলে প্রমাণ করল।

এখানে هذه القرية বা 'এই নগরী' বলতে বায়তুল মুক্বাদ্দাস বুঝানো হয়েছে। যার ব্যাখ্যা মায়েদাহ ২১ আয়াতে এসেছে, الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ। বলে। তীহ প্রান্তরে ৪০ বছর বন্দী জীবন কাটানোর পর নবী ইউশা' বিন নূন-এর নেতৃত্বে জিহাদের মাধ্যমে তারা বিজয় লাভ করে ও নগরীতে প্রবেশ করে (ইবনু কাছীর)। অথচ যদি প্রথমেই তারা মূসার হুকুম মেনে নিয়ে জিহাদে অবতীর্ণ হ'ত, তাহ'লে তখনই তারা বিজয়ী হয়ে নগরীতে প্রবেশ করত। কিন্তু নবীর অবাধ্যতা করার কারণেই তাদের ৪০ বছর কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হ'ল। পরিশেষে তাদেরকে সেই জিহাদই করতে হ'ল, যা তারা প্রথমে করেনি ভারুতা ও কাপুরুষতার কারনে। বস্তুতঃ ভীরু ব্যক্তি ও জাতি কখনো সম্মানিত হয় না। উল্লেখ্য যে, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উক্ত প্রধান ফটককে আজও 'বাব হিত্ত্বাহ' (باب حطة) বলা হয়ে থাকে *(কুরতুবী)*।

আল্লাহ বলেন, فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزاً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ– 'অতঃপর যালেমরা সে কথা পাল্টে দিল, যা তাদেরকে বলতে বলা হয়েছিল। ফলে আমরা যালেমদের উপর তাদের পাপাচারের কারণে আসমান থেকে গযব নাযিল করলাম' *(বাক্বারাহ ২/৫৯)*। তবে সেটা যে কি ধরনের গযব ছিল, সে বিষয়ে কুরআন পরিষ্কার করে কিছু বলেনি। ইতিহাসও এ ব্যাপারে নীরব। তবে সাধারণতঃ এগুলি প্লেগ-মহামারি, বজ্রনিনাদ, ভূমিকম্প প্রভৃতি হয়ে থাকে। যা বিভিন্ন নবীর অবাধ্য উম্মতদের বেলায় ইতিপূর্বে হয়েছে।

শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

হিনত্ত্বাহ ও হিত্ত্বাহ বলার মাধ্যমে আল্লাহ বস্তুবাদী ও আদর্শবাদী দু'প্রকার মানুষের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। বস্তুবাদীরা বস্তু পাওয়ার লোভে মানবতাকে ও মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করে। পক্ষান্তরে ধার্মিক ও আদর্শবাদীরা তাদের ধর্ম ও আদর্শ রক্ষার জন্য বস্তুকে উৎসর্গ করে। ফলে মানবতা রক্ষা পায় ও মানব সভ্যতা স্থায়ী হয়। বাস্তবিক পক্ষে সে যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন নামে বস্তুবাদীগণ মানবতার ধ্বংসকারী হিসাবে নিজেদেরকে চিহ্নিত করেছে। ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধ এবং বর্তমানের ইরাক ও আফগানিস্তানে স্রেফ তেল লুটের জন্য ধর্ম নিরপেক্ষ বস্তুবাদী রাষ্ট্রগুলির নেতাদের হুকুমে বোমা মেরে লাখ লাখ নিরীহ বনু আদমকে হত্যা এরই প্রমাণ বহন করে। অথচ কেবলমাত্র ধর্মই মানবতাকে বাঁচিয়ে রাখে।

তওরাতের শব্দগত ও অর্থগত পরিবর্তনঃ

তাদের ঐশী কিতাব তওরাতের শাব্দিক পরিবর্তন নবী মূসা (আঃ)-এর জীবদ্দশায় যেমন তারা করেছিল, অর্থগত পরিবর্তনও তারা করেছিল। যেমন মূসা (আঃ) যখন তাদের ৭০ জন নেতাকে সাথে নিয়ে তূর পাহাড়ে গেলেন। অতঃপর আল্লাহ্র গযবে মৃত্যুবরণ করে পুনরায় তাঁর রহমতে জীবিত হয়ে তারা ফিরে এল, তখনও এই গর্বিত জাতি তওরাত যে আল্লাহ্র নাযিলকৃত ঐশী গ্রন্থ এ সাক্ষ্য দেওয়ার সাথে সাথে একথাও জুড়ে দিল যে, আল্লাহ তা'আলা সবশেষে একথাও বলেছেন যে, তোমরা যতটুকু পার, আমল কর। আর যা না পার তা আমি ক্ষমা করে

৪. *বুখারী হা/৩৪০৩ 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়।*

দিব'। অথচ এটা ছিল সম্পূর্ণ বানোয়াট কথা। তাদের এই মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলে লোকেরা বলে দিল যে, তওরাতের বিধান সমূহ মেনে চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তখনই আল্লাহ্র হুকুমে ফেরেশতাগণ তূর পাহাড়ের একাংশ উপরে তুলে ধরে তাদের হুকুম দিলেন, হয় তোমরা তওরাত মেনে নাও, না হয় ধ্বংস হও। তখন নিরুপায় হয়ে তারা তওরাত মেনে নেয়।[৫]

মূসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পরেও তওরাত, যবূর ও ইঞ্জীল গ্রন্থগুলিতে তারা অসংখ্য শব্দগত ও অর্থগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ফলে এই কিতাবগুলি আসল রূপে কোথাও আর পৃথিবীতে অবশিষ্ট নেই। ইহুদীদের তওরাত পরিবর্তনের ধরন ছিল তিনটি। এক. অর্থ ও মর্মগত পরিবর্তন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। দুই. শব্দগত পরিবর্তন যেমন আল্লাহ বলেন, مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، 'ইহুদীদের মধ্যে একটা দল আছে, যারা আল্লাহ্র কালামকে (যেখানে শেষনবীর আগমন সংবাদ ও তাঁর গুণাবলী সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে) তার স্বস্থান হ'তে পরিবর্তন করে দেয়' *(নিসা ৪/৪৬; মায়েদাহ ৫/১৩, ৪১)*। এই পরিবর্তন তারা নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থে শাব্দিকভাবে এবং মর্মগতভাবে উভয়বিধ প্রকারে করত। 'এভাবে তারা কখনো শব্দে, কখনো অর্থে এবং কখনো তেলাওয়াতে (মুখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে) পরিবর্তন করত। পরিবর্তনের এ প্রকারগুলি কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আজকাল পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টানও একথা কিছু কিছু স্বীকার করে'।[৬]

ঐশী কিতাবের এইসব পরিবর্তন তাদের মধ্যকার আলেম ও যাজক শ্রেণীর লোকেরাই করত, সাধারণ মানুষ যাদেরকে অন্ধ ভক্তির চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيْلاً 'ধ্বংস ঐসব লোকদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে বলত, এটি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে অবতীর্ণ হয়েছে- যাতে এর বিনিময়ে তারা সামান্য অর্থ উপার্জন করতে পারে' *(বাক্বারাহ ২/৭৯)*।

আল্লাহ বলেন, 'এইসব লোকেরা মিথ্যা কথা শোনাতে এবং হারাম ভক্ষণে অভ্যস্ত' *(মায়েদাহ ৫/৪২)*। জনগণ তাদের কথাকেই সত্য ভাবত এবং এর বিপরীত কিছুই তারা শুনতে চাইত না। এভাবে তারা জনগণের রব-এর আসন দখল করেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللهِ 'তারা তাদের আলেম ও দরবেশগণকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছিল আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে' *(তওবাহ ৯/৩১)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, إِنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوْهُمْ أَنْ يَسْجُدُوْا لَهُمْ وَلَكِنْ أَمَرُوْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَأَطَاعُوْهُمْ فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَالِكَ أَرْبَاباً– 'তারা তাদেরকে সিজদা করতে বলত না বটে। কিন্তু মানুষকে তারা আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কাজের নির্দেশ দিত এবং তারা তা মেনে নিত। সেকারণ আল্লাহ তাদেরকে 'রব' বলে আখ্যায়িত করেন'। নিষেধের অন্ধ আনুগত্য করত। ফলে তারা কার্যত: 'রব'-এর আসন দখল করে'। খৃষ্টান পণ্ডিত 'আদী বিন হাতেম যখন বললেন যে, لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ 'আমরা আমাদের আলেম-দরবেশদের পূজা করি না'। তখন তার জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ وَ يُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّوْنَهُ 'তারা কি আল্লাহকৃত হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে না? আর তোমরাও কি সেটা মেনে নাও না? 'আদী বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ 'ব্যস! সেটাই তো ওদের ইবাদত হ'ল'।[৭]

গাভী কুরবানীর হুকুম ও হত্যাকারী চিহ্নিত করণ:

বনু ইস্রাঈলের জনৈক যুবক তার একমাত্র চাচাতো বোনকে বিয়ে করে তার চাচার অগাধ সম্পত্তির একক মালিক বনতে চায়। কিন্তু চাচা তাতে রাযী না হওয়ায় সে তাকে গোপনে হত্যা করে। পরের দিন বাহ্যিকভাবে কান্নাকাটি করে চাচার রক্তের দাবীদার সেজে কওমের নেতাদের কাছে বিচার দেয়। কিন্তু সাক্ষীর অভাবে আসামী শনাক্ত করা যাচ্ছিল না। ইতিমধ্যে মূসা (আঃ) অহী মারফত জেনে গিয়েছিলেন যে, বাদী স্বয়ং মূল আসামী এবং সেই একমাত্র হত্যাকারী। এমতাবস্থায় সম্প্রদায়ের নেতারা এসে বিষয়টি ফায়ছালার জন্য মূসা (আঃ)-কে অনুরোধ করল। মূসা (আঃ) তখন আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক যে ফায়ছালা দিলেন, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيْهَا وَاللهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ 'যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে দায়ী করছিলে। অথচ আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিলেন যা তোমরা গোপন করতে চাচ্ছিলে' *(বাক্বারাহ ২/৭২)*। কিভাবে আল্লাহ সেটা প্রকাশ করে দিলেন, তার বিবরণ নিম্নরূপ:

'যখন মূসা স্বীয় কওমকে বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে একটা গাভী যবেহ করতে বলেছেন। তারা বলল, আপনি কি আমাদের সাথে উপহাস করছেন? তিনি বললেন,

৫. *দ্রঃ বাক্বারাহ ২/৬৩, ৯৩; আ'রাফ ৭/১৭১।*
৬. *মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ৩১৭ গৃহীত: তাফসীরে ওসমানী।*
৭. *ছহীহ তিরমিযী হা/২৪৭১; আহমাদ, বায়হাক্বী, ইবনু জারীর প্রমুখ।*

জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। 'তারা বলল, তাহ'লে আপনি আপনার পালনকর্তার নিকটে আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, যেন তিনি বলে দেন, গাভীটি কেমন হবে? তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন গাভীটি এমন হবে, যা না বুড়ী না বকনা বরং দু'য়ের মাঝামাঝি বয়সের হবে। এখন তোমাদের যা আদেশ করা হয়েছে, তা সেরে ফেল'। 'তারা বলল, আপনার প্রভুর নিকটে আমাদের পক্ষ থেকে প্রার্থনা করুন যে, গাভীটির রং কেমন হবে। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, গাভীটি হবে চকচকে গাঢ় পীত বর্ণের, যা দর্শকদের চক্ষু শীতল করবে'। 'লোকেরা আবার বলল, আপনি আপনার প্রভুর নিকটে আমাদের পক্ষে প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি বলে দেন যে, গাভীটি কিরূপ হবে। কেননা একই রংয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ গাভী অনেক রয়েছে। আল্লাহ চাহে তো এবার আমরা অবশ্যই সঠিক দিশা পেয়ে যাব'। 'তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, সে গাভীটি এমন হবে, যে কখনো ভূমি কর্ষণ বা পানি সেচনের শ্রমে অভ্যস্ত নয়, সুঠামদেহী ও খুঁৎহীন'। 'তারা বলল, এতক্ষণে আপনি সঠিক তথ্য এনেছেন। অতঃপর তারা সেটা যবেহ করল। অথচ তারা (মনের থেকে) যবেহ করতে চাচ্ছিল না' *(বাক্বারাহ ২/৬৭-৭১)*।

আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর আমি বললাম, যবেহকৃত গরুর গোশতের একটি টুকরা দিয়ে মৃত ব্যক্তির লাশের গায়ে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করেন। যাতে তোমরা চিন্তা কর' *(বাক্বারাহ ২/৭৩)*।

বলা বাহুল্য, গোশতের টুকরা দিয়ে আঘাত করার সাথে সাথে মৃত লোকটি জীবিত হ'ল এবং তার হত্যাকারী ভাতিজার নাম বলে দিয়ে পুনরায় মারা গেল। ধারণা করা চলে যে, মূসা (আঃ) সেমতে শাস্তি বিধান করেন এবং হত্যাকারী ভাতিজাকে হত্যার মাধ্যমে 'ক্বিছাছ' আদায় করেন।

কিন্তু এতবড় একটা অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেও এই হঠকারী কওমের হৃদয় আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হয়নি। তাই দুঃখ করে আল্লাহ বলেন, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً 'অতঃপর তোমাদের হৃদয় শক্ত হয়ে গেল। যেন তা পাথর, এমনকি তার চেয়েও শক্ত... *(বাক্বারাহ ২/৭৪)*।

গাভী কুরবানীর ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় সমূহঃ

(১) এখানে প্রথম যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে, সেটি এই যে, আল্লাহ্র উপরে পূর্ণ তাওয়াক্কুল করলে অনেক সময় যুক্তি গ্রাহ্য বস্তুর বাইরের বিষয় দ্বারা সত্য প্রকাশিত হয়। যেমন এখানে গরুর গোশতের টুকরা মেরে মৃতকে জীবিত করার মাধ্যমে হত্যাকারী শনাক্ত করানোর ব্যবস্থা করা হ'ল। অথচ বিষয়টি ছিল যুক্তি ও স্বাভাবিক জ্ঞানের বিরোধী।

(২) মধ্যম বয়সী গাভী কুরবানীর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নৈতিকভাবে মৃত জাতিকে পুনর্জীবিত করতে হ'লে পূর্ণ নৈতিকতা সম্পন্ন ঈমানদার যুবশক্তির চূড়ান্ত ত্যাগ ও কুরবানী আবশ্যক।

(৩) নবী-রাসূলগণের আনুগত্য এবং তাঁদের প্রদত্ত শারঈ বিধান সহজভাবে মেনে নেওয়ার মধ্যেই জাতির মঙ্গল নিহিত। বিতর্কে লিপ্ত হ'লে বিধান কঠোর হয় এবং আল্লাহ্র গযব অবশ্যম্ভাবী হয়। যেমন বনু ইস্রাঈলগণ যদি প্রথম নির্দেশ অনুযায়ী যেকোন একটা গাভী যবেহ করত, তবে তাতেই যথেষ্ট হ'ত। কিন্তু তারা যত বেশী প্রশ্ন করেছে, তত বেশী বিধান কঠোর হয়েছে। এমনকি অবশেষে হত্যাকারী চিহ্নিত হ'লেও আল্লাহ্র ক্রোধে তাদের হৃদয়গুলো পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে।

(৪) এই গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় ঘটনাকে চির জাগরুক করে রাখার জন্য আল্লাহ পাক গাভীর নামে সূরা বাক্বারাহ নামকরণ করেন। এটিই কুরআনের ২৮৬টি আয়াত সমৃদ্ধ সবচেয়ে বড় ও বরকতমণ্ডিত সূরা। এই সূরার ফযীলত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের গৃহগুলিকে কবরে পরিণত করো না। নিশ্চয়ই শয়তান ঐ ঘর থেকে পালিয়ে যায়, যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়'।[৮] এ সূরার মধ্যে আয়াতুল কুরসী (২৫৫ নং আয়াত) রয়েছে, যাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'শ্রেষ্ঠতম' (اعظم) আয়াত বলে বর্ণনা করেছেন।[৯] ইবনুল 'আরাবী বলেন, আমি আমার জনৈক উস্তাদের নিকট শুনেছি যে, এ সূরায় এক হাযার আদেশ, এক হাযার নিষেধ, এক হাযার হিকমত এবং এক হাযার সংবাদ ও কাহিনী রয়েছে *(কুরতুবী)*।

চিরস্থায়ী গযবে পতিত হওয়াঃ

নবী মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে বারবার বেআদবী ও অবাধ্যতার পরিণামে এবং আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার ও পরবর্তীতে নবীগণকে অন্যায় ভাবে হত্যার কারণে আল্লাহ তাদের উপরে চিরস্থায়ী গযব ও অভিসম্পাৎ নাযিল করলেন। আল্লাহ বলেন, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ 'আর তাদের উপরে লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা আরোপিত হ'ল এবং তারা আল্লাহ্র রোষানলে পতিত হ'ল' *(বাক্বারাহ ২/৬১)*। ইবনু কাছীর বলেন, এ লাঞ্ছনা ও অবমাননার অর্থ হ'ল, ইহুদীরা সর্বদা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ

৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৯ 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়।*
৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/২১২২।*

থাকবে। এ মর্মে সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ বলেন, ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ 'তাদের উপরে লাঞ্ছনা আরোপিত হ'ল যেখানেই তারা অবস্থান করুক না কেন তবে আল্লাহ প্রদত্ত ও মানব প্রদত্ত মাধ্যম ব্যতীত' *(আলে ইমরান ৩/১১২)*। 'আল্লাহ প্রদত্ত মাধ্যম' বলতে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ নিজ চিরন্তন বিধান অনুযায়ী আশ্রয় ও অভয় দিয়েছেন। যেমন শিশু ও রমনীকুল এবং এমন সাধক ও উপাসকগণ, যারা যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে দূরে থাকেন। এরা নিরাপদে থাকবে। অতঃপর 'মানব প্রদত্ত মাধ্যম' হ'ল, অন্যের সাথে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করা, যা মুসলমান বা অন্য যেকোন জাতির সাথে হ'তে পারে। ইহুদীদের উপর চিরস্থায়ী গযব নাযিলের ব্যাপারে সূরা আ'রাফে আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَّسُوْمُهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

'স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন তোমার প্রভু জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয়ই তিনি তাদের (ইহুদীদের) উপরে প্রেরণ করতে থাকবেন ক্বিয়ামত পর্যন্ত এমন সব শাসক, যারা তাদের প্রতি পৌঁছাতে থাকবে কঠিন শাস্তিসমূহ' *(আ'রাফ ৭/১৬৭)*।

উপরোক্ত আয়াত সমূহের আলোকে আমরা ইহুদীদের উপরে বিগত ও বর্তমান যুগের লাঞ্ছনা ও অবমাননার দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করতে পারি। তবে এখানে এতটুকু বলা আবশ্যক যে, হাযার বছর ধরে বসবাসকারী ফিলিস্তীনের স্থায়ী মুসলিম নাগরিকদের তাড়িয়ে দিয়ে ১৯৪৮ সাল থেকে বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া প্রমুখ অশুভ শক্তি বলয়ের মাধ্যমে যবরদস্তিমূলকভাবে প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত 'ইস্রাঈল' নামক রাষ্ট্র মূলতঃ কোন রাষ্ট্রই নয়। বরং মধ্যপ্রাচ্যের তৈলভাণ্ডার নিজেদের করায়ত্তে রাখার জন্য বৃহৎ শক্তি বলয়ের বিশেষ করে আমেরিকা ও বৃটেনের ঘাঁটি বা অস্ত্রগুদাম মাত্র। বৃহৎ শক্তিগুলো হাত গুটিয়ে নিলে তারা একমাসও টিকতে পারবে কি-না সন্দেহ। এতেই কুরআনী সত্য حبل من الناس বা 'মানব প্রদত্ত মাধ্যম'-এর বাস্তব রূপ প্রকাশিত হয়। ইনশাআল্লাহ এ মাধ্যমও তাদের ছিন্ন হবে এবং তাদেরকে এই পবিত্র ভূমি মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে অথবা ইসলাম কবুল করে বসবাস করতে হবে।

মূসা ও খিযিরের কাহিনী:

এ ঘটনাটি বনু ইস্রাঈলের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। বরং ঘটনাটি ব্যক্তিগতভাবে মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে জড়িত। পিতা ইবরাহীম (আঃ) সহ বড় বড় নবী-রাসূলগণের জীবনে পদে পদে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। মূসা (আঃ)-এর জীবনে এটাও ছিল অনুরূপ একটি পরীক্ষা। যে পরীক্ষায় জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ রয়েছে। আনুষঙ্গিক বিবরণ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনাটি তীহ প্রান্তরের উন্মুক্ত বন্দীশালায় থাকাকালীন সময়ে ঘটেছিল। ঘটনাটি নিম্নরূপ:

ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) প্রমুখাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছ হ'তে[১০] এবং সূরা কাহফ ৬০ হ'তে ৮২ পর্যন্ত ২৩টি আয়াতে বর্ণিত বিবরণ থেকে যা জানা যায়, তার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে বিবৃত হ'ল-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, একদিন হযরত মূসা (আঃ) বনু ইস্রাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, লোকদের মধ্যে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী কেউ আছে কি? ঐ সময়ে যেহেতু মূসা ছিলেন শ্রেষ্ঠ নবী এবং তাঁর জানা মতে আর কেউ তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী ছিলেন না, তাই তিনি সরলভাবে 'না' সূচক জবাব দেন। জবাবটি আল্লাহ্‌র পসন্দ হয়নি। কেননা এতে কিছুটা অহংকার প্রকাশ পেয়েছিল। ফলে আল্লাহ তাঁকে পরীক্ষায় ফেললেন। তাঁর উচিৎ ছিল একথা বলা যে, 'আল্লাহই সর্বাধিক অবগত'। আল্লাহ তাঁকে বললেন, 'হে মূসা! দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আছে, যে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী'। একথা শুনে মূসা (আঃ) প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে ঠিকানা বলে দিন, যাতে আমি সেখানে গিয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারি'। আল্লাহ বললেন, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নাও এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের (সম্ভবতঃ লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরের মিলনস্থল) দিকে সফরে বেরিয়ে পড়। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি জীবিত হয়ে বেরিয়ে যাবে, সেখানেই আমার সেই বান্দার সাক্ষাৎ পাবে'। মূসা (আঃ) স্বীয় ভাগিনা ও শিষ্য (এবং পরবর্তীকালে নবী) ইউশা' বিন নূনকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পথিমধ্যে এক স্থানে সাগরতীরে পাথরের উপর মাথা রেখে দু'জন ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ সাগরের ঢেউয়ের ছিটা মাছের গায়ে লাগে এবং মাছটি থলের মধ্যে জীবিত হয়ে নড়েচড়ে ওঠে ও থলে থেকে বেরিয়ে সাগরে গিয়ে পড়ে। ইউশা' ঘুম থেকে উঠে এই বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু মূসা (আঃ) ঘুম থেকে উঠলে তাঁকে এই ঘটনা বলতে ভুলে গেলেন। অতঃপর তারা আবার পথ চলতে শুরু করলেন এবং একদিন একরাত চলার পর ক্লান্ত হয়ে এক স্থানে বিশ্রামের জন্য বসলেন। অতঃপর মূসা (আঃ) নাশতা দিতে বললেন। তখন তার মাছের কথা মনে পড়ল এবং ওযর পেশ করে আনুপূর্বিক সব ঘটনা মূসা (আঃ)-কে বললেন

১০. *বুখারী হা/৪৭২৫-২৭ প্রভৃতি; 'তাফসীর' অধ্যায় ও অন্যান্য; মুসলিম, হা/২৩৮০/১৭০ 'ফাযায়েল' অধ্যায় ৪৬ অনুচ্ছেদ।*

এবং বললেন যে, 'শয়তানই আমাকে একথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল' *(কাহফ ১৮/৬৩)*। তখন মূসা (আঃ) বললেন, ঐ স্থানটিই তো ছিল আমাদের গন্তব্য স্থল।

ফলে তাঁরা আবার সেপথে ফিরে চললেন। অতঃপর সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন যে, একজন লোক আপাদ-মস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। মূসা (আঃ) তাকে সালাম করলেন। লোকটি মুখ বের করে বললেন, এদেশে সালাম? কে আপনি? বললেন, আমি বনু ইস্রাঈলের মূসা। আপনার কাছ থেকে ঐ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ আপনাকে বিশেষভাবে দান করেছেন'।

খিযির (আঃ) বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না হে মূসা! আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা তিনি আপনাকে দেননি। পক্ষান্তরে তিনি আপনাকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা আমাকে দেননি'। মূসা বললেন, قَالَ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَآءَ اللهُ صَابِراً وَلاَ أَعْصِيْ لَكَ أَمْراً 'আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না' *(কাহফ ১৮/৬৯)*। খিযির (আঃ) বললেন, 'যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি'।

(১) অতঃপর তাঁরা চলতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে নদী পার হওয়ার জন্য একটা নৌকা পেলেন। অতঃপর নৌকা থেকে নামার সময় তাতে ছিদ্র করে দিলেন। শারঈ বিধানের অধিকারী নবী মূসা বিষয়টিকে মেনে নিতে পারলেন না। কেননা বিনা দোষে অন্যের নৌকা ছিদ্র করে দেওয়া স্পষ্টভাবে মানবাধিকারের লংঘন। তিনি বলেই ফেললেন, 'নিশ্চয়ই আপনি একটা গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন'। তখন খিযির বললেন, আমি কি পূর্বেই বলিনি যে, 'আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না'। মূসা ক্ষমা চাইলেন। ইতিমধ্যে একটা কালো চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। সে দিকে ইঙ্গিত করে খিযির মূসা (আঃ)-কে বললেন, ما علمي و علمك و علم الخلائق فى علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره 'আমার ও আপনার এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতের জ্ঞান মিলিতভাবে আল্লাহ্র জ্ঞানের মুকাবিলায় সমুদ্রের বুক থেকে পাখির চঞ্চুতে উঠানো এক ফোঁটা পানির সমতুল্য হবে না'।[১১]

(২) তারপর তাঁরা সমুদ্রের তীর বেয়ে চলতে থাকলেন। কিছু দূর গিয়ে তাঁরা সাগরপাড়ে খেলায় রত একদল বালককে দেখলেন। খিযির তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও বুদ্ধিমান ছেলেটিকে ধরে এনে নিজ হাতে তাকে হত্যা করলেন। এ দৃশ্য দেখে মূসা আৎকে উঠে বললেন, একি! একটা নিষ্পাপ শিশুকে আপনি হত্যা করলেন? এ যে মস্ত বড় গোনাহের কাজ। খিযির বললেন, আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না'। মূসা আবার ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন, 'এরপর যদি আমি কোন প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে আর সাথে রাখবেন না' *(কাহফ ১৮/৭৫)*।

(৩) 'অতঃপর তারা চলতে লাগলেন। অবশেষে যখন একটি জনপদে পৌঁছলেন, তখন তাদের কাছে খাবার চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তারা সেখানে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেয়ে সেটাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তখন মূসা বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন'। খিযির বললেন هَـذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْراً 'এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হ'ল। এখন যেসব বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি, আমি সেগুলির তাৎপর্য বলে দিচ্ছি' *(কাহফ ১৮/৭৮)*।

তাৎপর্য সমূহ :

প্রথমতঃ নৌকা ছিদ্র করার বিষয়। সেটা ছিল কয়েকজন মিসকীন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা এ দিয়ে সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি সেটিকে ছিদ্র করে দিলাম এজন্য যে, ঐ অঞ্চলে ছিল এক যালেম বাদশাহ। সে বলপ্রয়োগে লোকদের নৌকা ছিনিয়ে নিত'। নিশ্চয়ই ছিদ্র নৌকা সে নেবে না। ফলে দরিদ্র লোকগুলি নৌকার সামান্য ত্রুটি সেরে নিয়ে পরে তাদের কাজে লাগাতে পারবে।

দ্বিতীয়তঃ বালকটিকে হত্যার ব্যাপার। তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশংকা করলাম যে, সে বড় হয়ে অবাধ্য হবে ও কাফের হবে। যা তার বাপ-মায়ের জন্য ফিৎনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই আমি চাইলাম যে, দয়ালু আল্লাহ তার পিতা-মাতাকে এর বদলে উত্তম সন্তান দান করুন, যে হবে সৎকর্মশীল ও বিশুদ্ধ চরিত্রের অধিকারী। যে তার পিতা-মাতাকে শান্তি দান করবে'।

তৃতীয়তঃ পতনোন্মুখ প্রাচীর সোজা করে দেওয়ার ব্যাপার। উক্ত প্রাচীরের মালিক ছিল নগরীর দু'জন পিতৃহীন বালক। ঐ প্রাচীরের নীচে তাদের নেককার পিতার রক্ষিত গুপ্তধন ছিল। আল্লাহ চাইলেন যে, বালক দু'টি যুবক হওয়া পর্যন্ত প্রাচীরটি খাড়া থাক এবং তারা তাদের প্রাপ্য গুপ্তধন হস্তগত

১১. *বুখারী হা/৪৭২৭।*

করুক। (খিযির বলেন,) وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِىْ 'বস্তুতঃ আমি নিজ ইচ্ছায় এ সবের কিছুই করিনি' *(কাহফ ১৮/৮২)*।

শিক্ষণীয় বিষয় :

(১) বড় যুলুম থেকে বাঁচানোর জন্য কারু উপরে ছোট-খাট যুলুম করা যায়। যেমন নৌকা ছিদ্র করা থেকে এবং বালকটিকে হত্যা করা থেকে প্রমাণিত হয়। তবে শরী'আতে মুহাম্মাদীতে এগুলি সবই সামাজিক বিধি-বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিশেষ করে হত্যাকাণ্ডের মত বিষয় একমাত্র রাষ্ট্রানুমোদিত বিচার কর্তৃপক্ষ ব্যতীত কারু জন্য অনুমোদিত নয়। (২) পিতা-মাতার সৎকর্মের উপকার সন্তানরাও পেয়ে থাকে। যেমন সৎকর্মশীল পিতার রেখে যাওয়া গুপ্তধন তার সন্তানরা যাতে পায়, সেজন্য খিযির সাহায্য করলেন। তাছাড়া এ বিষয়েও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলেম ও সৎকর্মশীলগণের সন্তানদের প্রতি সকলেরই স্নেহ পরায়ণ হওয়া কর্তব্য। (৩) মানুষ অনেক সময় অনেক বিষয়কে ভাল মনে করে। কিন্তু সেটি তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, عَسَى أَن تَكْرَهُوْا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوْا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 'তোমরা অনেক বিষয়কে অপসন্দ কর। অথচ সেটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার অনেক বিষয় তোমরা ভাল মনে কর, কিন্তু সেটি তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। বস্তুতঃ আল্লাহই প্রকৃত অবস্থা জানেন, তোমরা জানো না' *(বাক্বারাহ ২/২১৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لايَقْضِى الله للمؤمن من قضاءٍ الا كان خيرًا له 'আল্লাহ তার মুমিন বান্দার জন্য যা ফায়ছালা করেন, তা কেবল তার মঙ্গলের জন্যই হয়ে থাকে'।[১২] (৪) অতঃপর আরেকটি মৌলিক বিষয় এখানে রয়েছে যে, মূসা ও খিযিরের এ শিহরণমূলক কাহিনীটি ছিল 'আগাগোড়া একটি বিশেষ প্রশিক্ষণের বহিঃপ্রকাশ'। থলের মধ্যেকার মরা মাছ জীবিত হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সাগরে চলে যাওয়া যেমন সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত বিষয়, তেমনি আল্লাহ পাক কোন ফেরেশতাকে খিযিরের রূপ ধারণ করে মূসাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যও পাঠিয়ে থাকতে পারেন। যাকে তিনি সাময়িকভাবে শরী'আতী ইলমের বাইরে অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞান দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, যা মূসার জ্ঞানের বাইরে ছিল। এর দ্বারা আল্লাহ মূসা সহ সকল মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। (৫) বান্দার জন্য অহংকার নিষিদ্ধ অত্র ঘটনায় এটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষনীয় বিষয়।

খিযির কে ছিলেন?

কুরআনে তাঁকে عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَا 'আমাদের বান্দাদের একজন' *(কাহফ ১৮/৬৫)* বলা হয়েছে। বুখারী শরীফে তাঁর নাম খিযির (خضر) বলে উল্লেখ করা হয়েছে'। সেখানে তাঁকে নবী বলা হয়নি। জনশ্রুতি মতে তিনি একজন ওলী ছিলেন এবং মৃত্যু হয়ে গেলেও এখনও মানুষের বেশ ধরে যেকোন সময় যেকোন মানুষের উপকার করেন। ফলে জঙ্গলে ও সাগর বক্ষে বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য আজও অনেকে খিযিরের অসীলা পাবার জন্য তার উদ্দেশ্যে মানত করে থাকে। এসব ধারণার প্রসার ঘটেছে মূলতঃ বড় বড় প্রাচীন মনীষীদের নামে বিভিন্ন তাফসীরের কেতাবে উল্লেখিত কিছু কিছু ভিত্তিহীন কল্পকথার উপরে ভিত্তি করে।

যারা তাকে নবী বলেন, তাদের দাবীর ভিত্তি হ'ল, খিযিরের বক্তব্য وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيْ 'আমি এসব নিজের মতে করিনি' *(কাহফ ১৮/৮২)*। অর্থাৎ সবকিছু আল্লাহ্র নির্দেশে করেছি। অলীগণের কাশ্‌ফ-ইলহাম শরী'আতের দলীল নয়। কিন্তু নবীগণের স্বপ্নও আল্লাহ্র অহী হয়ে থাকে। যেজন্য ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্রকে যবেহ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। অতএব বালক হত্যার মত ঘটনা কেবলমাত্র নবীর পক্ষেই সম্ভব, কোন অলীর পক্ষে আদৌ নয়। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, নবী কখনো শরী'আত বিরোধী কাজ করতে পারেন না। ঐ সময় শরী'আতধারী নবী ও রাসূল ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)। আর সে কারণেই খিযিরের শরী'আত বিরোধী কাজ দেখে তিনি বারবার প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিলেন। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, খিযির কোন কেতাবধারী রাসূল ছিলেন না, বা তাঁর কোন উম্মত ছিল না।

এখানে আমরা যদি বিষয়টিকে কুরআনের প্রকাশ্য অর্থের উপরে ছেড়ে দিই এবং তাঁকে 'আল্লাহ্র একজন বান্দা' হিসাবে গণ্য করি, যাঁকে আল্লাহ্র ভাষায় آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً 'আমরা আমাদের পক্ষ হ'তে বিশেষ রহমত দান করেছিলাম এবং আমাদের পক্ষ হ'তে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান' *(কাহফ ১৮/৬৫)*। তাহ'লে তিনি নবী ছিলেন কি অলী ছিলেন, তিনি এখনো বেঁচে আছেন, না মারা গেছেন এসব বিতর্কের আর কোন অবকাশ থাকে না। যেভাবে মূসার মায়ের নিকটে আল্লাহ অহী (অর্থাৎ ইলহাম) করেছিলেন এবং যার ফলে তিনি তার সদ্য প্রসূত সন্তান মূসাকে বাক্সে ভরে সাগরে নিক্ষেপ করতে সাহসী হয়েছিলেন *(ত্বোয়াহা ২০/৩৮-৩৯)* এবং যেভাবে জিব্রীল মানুষের রূপ ধরে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছাহাবীগণকে দ্বীনের প্রশিক্ষণ

১২. *আহমাদ হা/১২৯২৯ 'সনদ ছহীহ,-আরনাঊত্ব*।

দিয়েছিলেন[১৩] একই ধরনের ঘটনা মূসা ও খিযিরের ক্ষেত্রে হওয়াটাও বিস্ময়কর কিছু নয়।

মূসা ও ফেরাঊনের ঘটনার শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

১. আল্লাহ যালেম শাসক ও ব্যক্তিদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু তারা সংশোধিত না হ'লে সরাসরি আসমানী বা যমীনী গযব প্রেরণ করেন অথবা অন্য কোন মানুষকে দিয়ে তাকে শাস্তি দেন ও যুলুম দমন করেন। যেমন আল্লাহ উদ্ধত ফেরাঊনের কাছে প্রথমে মূসাকে পাঠান। ২০ বছরের বেশী সময় ধরে তাকে উপদেশ দেওয়ার পরেও এবং নানাবিধ গযব পাঠিয়েও তার ঔদ্ধত্য দমিত না হওয়ায় অবশেষে সাগরডুবির গযব পাঠিয়ে আল্লাহ তাদেরকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেন।

২. দুনিয়াদার সমাজ নেতারা সর্বদা যালেম শাসকদের সহযোগী থাকে। পক্ষান্তরে মযলূম দ্বীনদার ব্যক্তিগণ সর্বদা দ্বীনদার সমাজ সংস্কারক নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী থাকে।

৩. দুনিয়া লোভী আন্দোলন নিজেকে অপদস্থ ও সমাজকে ধ্বংস করে। পক্ষান্তরে আখেরাত পিয়াসী আন্দোলন নিজেকে সম্মানিত ও সমাজকে উন্নত করে। যেমন দুনিয়াদার শাসক ফেরাঊন নিজেকে ও নিজের সমাজকে ধ্বংস করেছে এবং নিজে এমনভাবে অপদস্থ হয়েছে যে, তার নামে কেউ নিজ সন্তানের নাম পর্যন্ত রাখতে চায় না। পক্ষান্তরে মূসা (আঃ)-এর দ্বীনী আন্দোলন তাঁকে ও তাঁর সম্প্রদায়কে বিশ্বমাঝে সম্মানিত করেছে।

৪. দুনিয়াতে যালেম ও মযলূম উভয়েরই পরীক্ষা হয়ে থাকে। যালেম তার যুলুমের চরম সীমায় পৌঁছে গেলে তাকে ধ্বংস করা হয়। অনুরূপভাবে মযলূম সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করলে নির্দিষ্ট সময়ে তাকে সাহায্য করা হয়। অধিকন্তু পরকালে সে জান্নাত লাভে ধন্য হয়।

৫. দ্বীনদার সংস্কারককে সর্বদা আল্লাহ্র সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল থাকতে হয় এবং কথায় ও আচরণে সামান্যতম অহংকার প্রকাশ করা হ'তে বিরত থাকতে হয়। মূসা ও খিযিরের ঘটনায় আল্লাহ এ প্রশিক্ষণ দিয়ে সবাইকে সেকথা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

৬. অহীর বিধানের অবাধ্যতা করলে আল্লাহ্র রহমতপ্রাপ্ত জাতিও চিরস্থায়ী গযবের শিকার হ'তে পারে। বনু ইস্রাঈলগণ তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। নবীগণের শিক্ষার বিরোধিতা করায় তাদের উপর থেকে আল্লাহ্র রহমত উঠে যায় এবং তারা চিরস্থায়ী গযব ও লাঞ্ছনার শিকার হয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এটি একইভাবে প্রযোজ্য। ইস্রাঈলী সাধক বাল'আম বা'উরার ঘটনা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৭. জিহাদ বিমুখ জাতি কখনোই সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে দুনিয়ায় বাঁচতে পারে না। আর সেকারণেই মিসরীয় জনগণের ১০ হ'তে ২০ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও বনু ইস্রাঈলগণকে রাতের অন্ধকারে সেদেশ ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়। অতঃপর জিহাদে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় তারা তাদের পিতৃভূমি বায়তুল মুক্বাদ্দাস অধিকারে ব্যর্থ হয়। যার শাস্তি স্বরূপ দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত তীহ প্রান্তরের উন্মুক্ত কারাগারে তারা বন্দীত্ব বরণে বাধ্য হয়। অবশেষে নবী ইউশা-র নেতৃত্বে জিহাদ করেই তাদের পিতৃভূমি দখল করতে হয়।

৮. সংস্কারককে জাতির নিকট থেকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। দুনিয়ায় তাঁর নিঃস্বার্থ সঙ্গী হাতে গণা কিছু লোক হয়ে থাকে। তাঁকে স্রেফ আল্লাহ্র উপরে ভরসা করেই চলতে হয়। বিনিময়ে তিনি আখেরাতে পুরস্কৃত হন ও পরবর্তী বংশধরের নিকটে যুগ যুগ ধরে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকেন। যেমন মূসার প্রকৃত সাথী ছিলেন তার ভাই হারূণ ও ভাগিনা ইউশা' বিন নূন। বাকী সবাই ছিল তাকে কষ্ট দানকারী ও স্বার্থবাদী। মূসা (আঃ) তাই দুঃখ করে তার কওমকে বলেন, لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَد تَّعْلَمُوْنَ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ 'তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও? অথচ তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের নিকটে আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল' *(ছফ ৬১/৫)*।

উপসংহার :

মূসা ও হারূণ (আলায়হিমাস সালাম)-এর দীর্ঘ কাহিনীর মাধ্যমে নবীগণের কাহিনীর একটি বিরাট অংশ সমাপ্ত হ'ল। হারূণ ও মূসার জীবনীতে ব্যক্তি মূসা ও গোষ্ঠী বনু ইস্রাঈলের উত্থান-পতনের যে ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে, তা রীতিমত বিস্ময়কর ও শিহরণ মূলক। একই সাথে তা মানবীয় চরিত্রের তিক্ত ও মধুর নানাবিধ বাস্তবতায় মুখর। সমাজ সংস্কারক ও সমাজ সচেতন যেকোন পাঠকের জন্য এ কাহিনী হবে খুবই শিক্ষণীয় ও তাৎপর্যমণ্ডিত। আমাদের উচিত হবে এর আলোকে গভীর ধৈর্যের সাথে আমাদের সমাজ ও জাতিকে গড়ে তোলা ও সঠিক পথ প্রদর্শন করা। আল্লাহ আমাদের সুপথ প্রদর্শন করুন- আমীন!

[চলবে]

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

১৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২।*

তওবা

*আব্দুল ওয়াদূদ**

(শেষ কিস্তি)

গোনাহ ক্ষমা করানোর পদ্ধতি ও আমল :

আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাঁর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষ আল্লাহ্র নির্দেশ ভুলে পার্থিব চাকচিক্য দেখে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে প্রতিটি মুহূর্তেই গোনাহের মধ্যে পতিত হচ্ছে। আল্লাহ অসীম দয়ালু হিসাবে মানুষের গোনাহ ক্ষমা করার জন্য অনেক পদ্ধতি ও বিশেষ আমল নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে মানুষ তাদের গোনাহ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। নিম্নে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে গোনাহ ক্ষমা করানোর কতগুলি আমল বর্ণনা করা হ'ল।-

(১) যথাযথভাবে ওযূ করা :

ওছমান বিন আফফান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ভালভাবে ও সুন্দর করে ওযূ করে তার শরীর থেকে সমস্ত গোনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নীচ থেকেও বের হয়ে যায়'।[১]

(২) ওযূর পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা :

ওছমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর ওযূর বিস্তারিত নিয়ম পেশ করার পর বলেন,

مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوْئِيْ هَذَا ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بِشَيْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

'যে ব্যক্তি আমার এই ওযূর ন্যায় ওযূ করে অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। আর এমতাবস্থায় সে আপন মনে আল্লাহ্র ভয়-ভীতি ছাড়া অন্য কিছু ভাববে না তার পূর্বেকার সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে'।[২] যায়েদ ইবনু খালেদ আল-জুহানী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لاَيَسْهُوْ فِيْهِمَا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

'যে ব্যক্তি কোন ভুল না করে মনোযোগ সহকারে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করল, তার অতীতের গোনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন'।[৩]

(৩) মসজিদে গমন করা ও ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা :

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের সে জিনিসটির খবর দেব না যার সাহায্যে আল্লাহ গোনাহ মুছে ফেলেন এবং যার মাধ্যমে তোমাদের মর্যাদা উন্নত হয়? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন,

إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَي الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ. فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ.

'কঠিন সময়ে পরিপূর্ণভাবে ওযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক গমন করা এবং এক ছালাতের পর আরেক ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা। এটাই তোমাদের প্রিয় জিনিস। এটাই তোমাদের প্রিয় জিনিস'।[৪]

(৪) আযান :

(ক) **আযান দেওয়া :** মুওয়াযযিনের আযান ধ্বনির শেষ সীমা পর্যন্ত সজীব ও নির্জীব সকল বস্তু তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সাক্ষ্য প্রদান করে। ঐ আযান শুনে যে ব্যক্তি ছালাতে যোগ দিবে সে ২৫ গুণ ছালাতের সম পরিমাণ নেকী পাবে। মুওয়াযযিনও উক্ত মুছল্লীর সমপরিমাণ নেকী পাবে এবং তার দুই আযানের মধ্যবর্তী সকল (ছগীরা) গোনাহ মাফ করা হবে'।[৫]

(খ) **আযানের জবাব দেওয়ার পর দো'আ পড়া :** সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً، وَبِالْإِسْلاَمِ دِيْناً غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ.

'যে ব্যক্তি মুওয়াযিযনের আযান শুনে বলে, 'আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওহদাহু লা-শারীকালাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, রাযীতু বিল্লাহি রাব্বান ওয়াবি মুহাম্মাদিন রাসূলান, ওয়া বিল ইসলামে দীনান'। 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রাসূল। আল্লাহকে রব বা প্রভু বলে মেনে নিতে, মুহাম্মাদকে রাসূল হিসাবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করতে আমি সম্মত হয়েছি। তার সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়'।[৬]

(৫) ছালাত পড়া : ওছমান বিন আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি,

مَا مِنِ امْرِيٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوْبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَا لَمْ تُؤْتِ كَبِيْرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

---

* তুলাগাঁও (নোয়াপাড়া), দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

১. মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৪; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০২৬।
২. বুখারী, মিশকাত হা/২৮৭, বাংলা মিশকাত হা/২৬৭।
৩. আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/৫৭৭।
৪. মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৩০; মিশকাত হা/২৮২।
৫. নাসাঈ, আহমাদ, মিশকাত হা/৬৬৭।
৬. মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৪০।

‘যদি কোন মুসলমান ফরয ছালাতের সময় হ’লেই ভাল করে ওযূ করে তারপর খুশূ ও খুযু (বিনম্রচিত্ত ও একাগ্রতা) সহকারে ছালাত আদায় করে, তাহ’লে এ ছালাত তার পূর্বের সমস্ত গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়। যে পর্যন্ত সে কবীরা গোনাহ থেকে দূরে থাকে। আর এ অবস্থা চলতে থাকে সমগ্র কালব্যাপী’।[৭]

অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ও এক জুম‘আ থেকে আরেক জুম‘আ পর্যন্ত পঠিত ছালাত এর মধ্যকার জন্য কাফফারা, যে পর্যন্ত না কবীরা গোনাহ করা হয়’।[৮]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘তোমরা ভেবে দেখ, তোমাদের কারো ঘরের দরজায় যদি একটি নদী প্রবাহিত হ’তে থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করতে থাকে, তাহ’লে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি? ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বললেন, না তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না। তিনি বললেন, এটিই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের দৃষ্টান্ত। এ ছালাতগুলির মাধ্যমে আল্লাহ গোনাহ নিঃশেষ করে দেন’।[৯]

(খ) **সূরা ফাতিহা শেষে আমীন বলা :** আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِيْنَ وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِيْنَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَي غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

‘যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে তখন আসমানের ফিরিশতারাও আমীন বলে থাকে। এক আমীন অন্য আমীনের সাথে পরস্পর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হ’লে আমীন উচ্চারণকারীর পূর্ববর্তী যাবতীয় পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হবে’।[১০]

অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন ইমাম (সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে) গায়রিল মাগযূবি আলায়হিম ওয়ালাযযাল্লীন বলবে তখন তোমরা বল আমীন। কেননা যার কথা ফেরেশতামণ্ডলীর কথার সাথে মিলে যাবে তার অতীতের পাপরাশি মার্জনা করে দেওয়া হবে’।[১১]

(ঘ) **রাতের ছালাত তথা তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করা :** আবূ উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ.

‘তোমাদের জন্য রাতে ছালাত আদায় করা উচিত। রাতে ইবাদত করা হচ্ছে তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের নিয়ম। তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের পন্থা, গোনাহ মাফের উপায় এবং অপরাধ, অশ্লীলতা হ’তে বিরত রাখার মাধ্যম’।[১২]

(ঙ) **সিজদা :** ছাওবান (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً.

‘তোমার বেশী বেশী সিজদা করা উচিত। কেননা তোমার জন্য একটা সিজদা করলেই তা দ্বারা আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে একটা উচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং তোমার গোনাহ ক্ষমা করে দেন’।[১৩]

(চ) **ভালভাবে ওযূ করে জুম‘আর ছালাতে আসা ও খুৎবা শুনা :**

عن أبي هريرة ﷺ قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَي فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযূ করে জুম‘আর ছালাতে আসে, খুৎবা শুনে ও নীরবে বসে থাকে, তার সেই জুম‘আ থেকে পরবর্তী জুম‘আ পর্যন্ত অতিরিক্ত আরো তিন দিনের (ছগীরা) গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়’।[১৪]

অন্য হাদীছে কবীরা গোনাহ থেকে দূরে থাকার শর্তে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম‘আ থেকে আরেক জুম‘আ এবং এক রামাযান থেকে আরেক রামাযান এই অন্তবর্তী কালের ছগীরা গোনাহগুলি মাফ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে’।[১৫]

(৬) আল্লাহর যিকর :

(ক) ফরয ছালাতের পর আল্লাহ্র যিকির : আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের পর সুবহা-নাল্লাহ ৩৩ বার, আল-হামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার পড়ে এবং ১০০ বার পূর্ণ করার জন্য একবার ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুল্কু ওলাহুল হাম্দু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর’ পড়ে, তার সব গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও তা সাগরের ফেনার সমান হয়’।[১৬]

---

৭. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৪৬; মিশকাত হা/২৮৬।*
৮. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৪৫; মিশকাত হা/৫৬৪।*
৯. *বুখারী হা/৫২৮; মুসলিম হা/৬৬৭; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৪২; মিশকাত হা/৫৬৫।*
১০. *বুখারী হা/৭৮১।*
১১. *বুখারী হা/৭৮২; মিশকাত হা/৮২৫।*
১২. *তিরমিযী হা/৩৫৪৯, হাদীছ হাসান ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১২২৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৫৯।*
১৩. *মুসলিম হা/৪৮৮; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৭।*
১৪. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১১৪৮; মিশকাত হা/১৩৮৩।*
১৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১১৪৯।*
১৬. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪১৯; মিশকাত হা/৯৬৭।*

(খ) **প্রতিদিন 'সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী' ১০০ বার পাঠ করা :** রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

'যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার 'সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী' বলবে, তার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। যদিও তা হয় সমুদ্রের ফেনার সমান'।[১৭]

(গ) 'সুবহা-নাল্লা-হ' ১০০ বার পড়া : সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে ছিলাম। এ সময় তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন এক হাযারটি নেকী অর্জন করতে পার না? উপস্থিত ছাহাবীদের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করলেন, কেমন করে সে এক হাযারটি নেকী অর্জন করবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জবাব দিলেন,

يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيْئَةٍ.

'সে একশ' বার সুবহা-নাল্লা-হ পড়বে। এতে তার নামে এক হাযারটি নেকী লেখা হবে অথবা তার এক হাযার গোনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে'।[১৮]

(ঘ) তাহলীল : আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ.

'যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার বলবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লী শাইইন ক্বাদীর'। অর্থঃ 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তার কোন শরীক নাই। সমস্ত রাজত্ব তার, সমস্ত প্রসংশা তার। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। সে ১০টি গোলাম আযাদ করার সমান ছওয়াব পাবে। আর তার নামে লেখা হবে ১০০টি নেকী এবং তার নাম থেকে ১০০ টি গোনাহ মুছে ফেলা হবে'।[১৯]

(ঙ) মজলিস শেষে আল্লাহ্র যিকির : আবু হুরাইরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে এবং তাতে যদি অনেক বেশী অপ্রয়োজনীয় ও বাজে কথা বলা হয়ে থাকে, তাহ'লে ওঠার আগে সে যেন বলে,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، إِلاَ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِيْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ.

'হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, প্রশংসা তোমারই জন্য আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আমি তোমার কাছে মাগফিরাত কামনা করছি এবং তোমার নিকটে তওবা করছি। ফলে ঐ মজলিসে যা কিছু করা হয়েছিল সব ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দেওয়া হবে'।[২০]

(৭) ছিয়াম পালন :

(ক) আরাফার দিনে ছিয়াম : যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখের দিনকে আরাফার দিন বলা হয়। ঐ দিন বিশ্বের লাখ লাখ হাজী আরাফার ময়দানে সমবেত হন। ঐ দিন ছিয়াম পালন করা গোনাহ মাফের একটি কারণ।

عن أبي قتادة ﷺ قال سُئِلَ رسول الله صلي الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ ؟ قَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ.

কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আরাফাতের ছিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বললেন, এতে বিগত এক বছরের ও আগামী বছরের গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়'।[২১]

(খ) আশুরার দিনের ছিয়াম : মুহাররমের ১০ তারিখের ছিয়ামকে আশুরার ছিয়াম বলা হয়। এই তারিখের ছিয়ামও গোনাহ মাফের কারণ।

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ ﷺ أن رسول الله صلي الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ.

কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আশুরার ছিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল। তিনি জবাবে বললেন, 'এতে বিগত বছরের গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়'।[২২]

(গ) রামাযানের ছিয়াম : আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

'যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে ও ছওয়াব লাভের আশায় রামাযানের ছিয়াম রাখে তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে'।[২৩]

(ঘ) লাইলাতুল কদরের রাত্রে ইবাদত করা : আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

১৭. *বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪১০।*
১৮. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪৩১; মিশকাত হা/২২৯৯।*
১৯. *বুখারী হা/৬৪০৩; মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪১০।*
২০. *তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৮৩২; মিশকাত হা/২৪৩৩, হাদীছ ছহীহ।*
২১. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১২৫০।*
২২. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১২৫২।*
২৩. *বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১২১৯, মিশকাত হা/১৯৫৮।*

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَاناً وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

'যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে ও ছওয়াব লাভের আশায় কদরের রাতে রাত্রি জাগরণ করবে তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে'।[২৪]

(ঙ) রামাযানে তারাবীর ছালাত আদায় করা : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

'যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে ও ছওয়াব লাভের আশায় রামাযানের কিয়াম করে তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে'।[২৫]

(৮) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ও শহীদ হওয়া : আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يَغْفِرُ اللهُ لِلشَّهِيْدِ كُلَّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ

'আল্লাহ ঋণ ছাড়া শহীদের সব গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন'।[২৬]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اَلْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْئٍ إِلاَّ الدَّيْنَ.

'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ সমস্ত গোনাহ মুছে দেয় ঋণ ব্যতীত'।[২৭]

(৯) হজ্জ ও ওমরা :

(ক) হজ্জ পালন করা : আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

'যে ব্যক্তি হজ্জ করে তার মধ্যে বাজে কথা বলে না এবং কোন গোনাহের কাজও করে না, সে নিজের গোনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত ও পাক পবিত্র হয়ে ফিরে যায়, যেন তার মা তাকে (এখনই) প্রসব করেছে'।[২৮]

(খ) ওমরা পালন করা :

عن أبي هريرة ﷺ أن النبي صلي الله عليه وسلم قال اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ওমরা থেকে অন্য ওমরা পর্যন্ত সময়টি অন্তর্বর্তীকালীন গোনাহের কাফফারা হয়। আর মাবরুর (মাকবুল) হজ্জের প্রতিদান হচ্ছে একমাত্র জান্নাত'।[২৯]

হজ্জে মাবরুর বা কবুল হজ্জ বলতে ঐ হজ্জকে বুঝায়, যে হজ্জে কোন গোনাহ করা হয়নি এবং যে হজ্জের আরকান-আহকাম সবকিছু (ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক) পরিপূর্ণভাবে আদায় করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর পূর্বের চেয়ে উত্তম হওয়া এবং পূর্বের গোনাহে পুনরায় লিপ্ত না হওয়া কবুল হজ্জের বাহ্যিক নিদর্শন'।[৩০]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা হজ্জ ও ওমরাহর মধ্যে পরম্পরা বজায় রাখো (অর্থাৎ সাথে সাথে করো)। কেননা এ দু'টি মুমিনের দরিদ্রতা ও গোনাহ সমূহ দূর করে দেয়'।[৩১]

(গ) হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ ও বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা: আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌র চারদিকে সাত পাক ঘুরবে এবং পূর্ণ করবে তার জন্য গোলাম আযাদের সমপরিমাণ নেকী হবে। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, কোন এক ব্যক্তি তাওয়াফের সময় যতবার পা উঠাবে বা নামাবে ততবার আল্লাহ একটি গোনাহ ক্ষমা করবেন ও একটি নেকী নির্ধারণ করবেন'।[৩২]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হাজরে আসওয়াদ যখন জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয় তখন দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা ছিল। পরে আদম সন্তানের গোনাহ তাকে কালো করে দিয়েছে'।[৩৩]

(১০) ছাদাক্বা : আল্লাহ্‌র রাস্তায় ছাদাক্বা করা ও গরীবের মাঝে ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিলেও গোনাহ ক্ষমা করা হয়। আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান খয়রাত কর, তবে তা কতইনা উত্তম। আর যদি গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কিছু গোনাহ দূর করে দিবেন। আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্মের খবর রাখেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭১)*।

(১১) মুছাফাহা : মুসলমান পরস্পর সালাম এবং মুছাফাহা করলেও আল্লাহ গোনাহ মাফ করে দেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ اِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا–

'যখন দু'জন মুসলমান সাক্ষাতে মুছাফাহা করে তখন তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই উভয়কে ক্ষমা করে দেওয়া হয়'।[৩৪]

---

২৪. *বুখারী হা/১৯০১; মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১১৮৯।*
২৫. *বুখারী হা/২০০৯, ২৭; মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১১৮৭; মিশকাত হা/১২৯৬।*
২৬. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৩১২।*
২৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৬; বাংলা মিশকাত হা/৩৬৩২।*
২৮. *বুখারী হা/১৮১৯, ১৫২১; মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১২৭৪; মিশকাত হা/২৫০৭।*
২৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৮; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১২৭৫।*
৩০. *ফাৎহুল বারী ৩/৪৪৬, হা/১৫১৯-এর ব্যাখ্যা।*
৩১. *ছহীহ নাসঈ হা/২৪৬৮; তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৫২৪।*
৩২. *তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী মিশকাত হা/২৫৮০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৬৫।*
৩৩. *তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২৫৭৭; বাংলা মিশকাত হা/২৪৬২।*
৩৪. *ছহীহ ইবনু মাজাহ, তাহক্বীক্ব আলবানী হা/৩০০৩; ছহীহ আবু দাঊদ হা/৫২১২; মিশকাত হা/৪৬৭৯।*

(১৩) ইসলাম, হিজরত ও হজ্জ : রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ইসলাম, হিজরত ও হজ্জ ব্যক্তির বিগত দিনের সকল গোনাহ শেষ করে দেয়'।[৩৫]

(১৪) যে কোন প্রাণীর সেবা করা : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'একটি ব্যভিচারী মহিলাকে মাফ করে দেয়া হয়। সে একটি কুয়ার পাড়ে অবস্থিত একটি কুকুরের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল যে, কুকুরটি হাপাচ্ছে এবং পিপাসায় মারা যাবার উপক্রম হয়েছে। এটা দেখে সে নিজের মাথা উড়নাতে বাঁধল এবং কুকুরটির জন্য পানি উঠাল। এর ফলে তাকে মাফ করে দেয়া হ'ল। এ সময় রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, পশুর সেবায়ও কি আমাদের জন্য ছওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন, فِىْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ 'প্রত্যেক প্রাণীর সেবায় ছওয়াব রয়েছে'।[৩৬]

(১৫) দুনিয়ার বিপদ আপদ ও রোগসমূহ : পৃথিবীতে মুমিনদের উপর বিপদ আপদ এসে থাকে। বিপদ-আপদসমূহও গোনাহ মাফের অন্যতম কারণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمُ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حَزَنٍ وَلاَ اَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا اِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.

'মুমিনের জীবনে কোন বিপদ, কোন রোগ, কোন ভাবনা, কোন দুশ্চিন্তা, কোন কষ্ট, কোন দুঃখ, এমনকি তার দেহে কোন কাঁটাও বিদ্ধ হয় না, যা দ্বারা আল্লাহ তার গোনাহ সমূহ ক্ষমা করেন না'।[৩৭] তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে,

فَمَا زَالَ كَذَالِكَ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَي الْأَرْضِ مَالَهُ ذَنْبٌ

'এভাবে তার উপর বিপদাপদ হ'তেই থাকে, শেষ পর্যন্ত সে পৃথিবীতে চলাফেরা করে এমন অবস্থায় যে, তার কোন গোনাহ থাকে না'।[৩৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

حَتَّى يَلْقَي اللهَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيْئَةٍ

'শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে এমন অবস্থায় যে, তার উপর কোন গোনাহ থাকে না'।[৩৯]

জাবির (রাঃ) বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ) উম্মু সায়েবের নিকট গেলেন এবং বললেন, তোমার কি হয়েছে, কাঁদছ কেন? সে বলল, জ্বর, আল্লাহ জ্বরের মঙ্গল না করুন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لاَ تَسُبِّي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِيْ آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ.

'জ্বরকে গালি দিও না। কারণ জ্বর আদম সন্তানের গোনাহ সমূহ দূর করে, যেভাবে কর্মকারের হাপর লোহার মরিচা দূর করে'।[৪০]

(১৬) চুল পাকা : আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) স্বীয় পিতার মধ্যস্থতায় তাঁর দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পাকা চুল তুলে ফেলো না। কেননা পাকা চুল হচ্ছে মুসলমানদের জ্যোতি। কোন মুসলমানের একটি চুল পেকে গেলে আল্লাহ তার জন্য একটি নেকী লিখেন, একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি পাপ মোচন করেন'।[৪১]

(১৭) রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা : রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ-

'যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তার উপরে দশটি রহমত বা নেকী দান করেন, তার আমলনামা হ'তে দশটি গোনাহ ঝরে পড়ে ও তার সম্মানের স্তর আল্লাহ্র নিকটে দশগুণ বৃদ্ধি পায়'।[৪২]

(১৮) শেষ রাত্রে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা : আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক রাতেই এই নিকটবর্তী আকাশে অবতীর্ণ হন, যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে এবং বলতে থাকেন, কে আছে যে আমাকে ডাকে, আমি আর ডাকে সাড়া দিব। কে আছে যে আমার নিকট কিছু চায়, আমি তাকে তা দান করব এবং কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা চায়, আমি তাকে ক্ষমা করব'।[৪৩]

পরিশেষে বলা যায়, রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে অনেক সময় পাপ কাজে প্রবৃত্ত হয়। শয়তান এক্ষেত্রে তাকে প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে প্ররোচিত করে। তাই আল্লাহ্র কাছে আমাদের একান্ত প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার এবং পাপ সংঘটিত হয়ে গেলে তওবা করার সুযোগ করে জান্নাতুল ফেরদাউসে যাওয়ার তাওফীক দান করেন! আমীন!!

---

৩৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৮।*
৩৬. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯০২।*
৩৭. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩৭ 'জানায়েয' অধ্যায় 'রোগী দেখতে যাওয়া ও রোগের ছওয়াব' অনুচ্ছেদ।*
৩৮. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/১৫৬২, সনদ হাসান।*
৩৯. *তিরমিযী, মালেক, মিশকাত হা/১৫৬৭, সনদ হাসান।*
৪০. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৪৩, বাংলা মিশকাত হা/১৪৫৭।*
৪১. *নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫৮ 'পোষাক' অধ্যায় 'চুল আচড়ানো' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান।*
৪২. *নাসাঈ, মিশকাত হা/৯২২, সনদ ছহীহ।*
৪৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৩; বাংলা মিশকাত হা/১১৫৫।*

ইখলাছ মুক্তির পাথেয়

ফয়ছাল বিন আলী আল-বাদানী

অনুবাদ : আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

(২য় কিস্তি)

ইখলাছের ফলাফল :

ইখলাছের অনেক ফলাফল রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় হ'ল-

১. জান্নাত লাভ :

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ، أُوْلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ، فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُوْنَ، فِيْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ-

'কিন্তু তারা নয়, যারা আল্লাহ্র একনিষ্ঠ (ইখলাছ অবলম্বনকারী) বান্দা। তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত রিযিক, ফলমূল, তারা হবে সম্মানিত, সুখদ কাননে' *(ছাফফাত ৩৭/৪০-৪৩)*।

একটি প্রসিদ্ধ বচন এই যে, সকল মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে জ্ঞানীরা বেঁচে যাবে। সকল জ্ঞানী ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে যারা কাজ করেছে, তারা বেঁচে যাবে। যারা কাজ করেছে, তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে যারা ইখলাছের সাথে (একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র জন্য) কাজ করেছে, তারা মুক্তি পাবে *(আল-মাক্বদেসী, মিনহাজুল কাছেদীন)*।

২. আমল কবুল হওয়া :

ইখলাছ হ'ল আমল কবুলের শর্ত। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেছেন, 'দু'টি শর্তের সন্নিবেশ ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা আমল কবুল করবেন না। প্রথম শর্ত হ'ল আমলটি শরী'আত অনুমোদিত হ'তে হবে। দ্বিতীয় শর্ত আমলটি ইখলাছ সহকারে (একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত) শিরকমুক্তভাবে আদায় করতে হবে' *(তাফসীরে ইবনে কাছীর)*।

আল্লামা সাজী বলেছেন, 'পাঁচটি গুণের মাধ্যমে জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ হয়। সেগুলি হ'ল- আল্লাহ্র পরিচয় লাভ। হক সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। ইখলাছ বা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ মোতাবেক কাজ করা এবং হালাল খাদ্য গ্রহণ করা। যদি এর একটি অনুপস্থিত থাকে তাহ'লে তার আমল আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না' *(কুরতুবী, আল-জামে' লিআহকামিল কুরআন)*।

আল্লামা নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান বলেন, 'ইখলাছ আমলের শুদ্ধতা ও কবুলের একটি অন্যতম শর্ত, এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই'। *(ঐ, আদ-দ্বীনুল খালেছ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ خَالِصًا وَابْتُغِى بِهِ وَجْهُهُ-

'আল্লাহ তা'আলা শুধু সে আমলই গ্রহণ করেন, যা ইখলাছের সাথে এবং আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করা হয়'।[১]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخَرِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيْهِ نَادَي مُنَادٍ مَّنْ كَانَ أَشْرَكَ فِيْ عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلهِ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ-

'ক্বিয়ামতের দিনে- যাতে কোন সন্দেহ নেই, আল্লাহ তা'আলা যখন সকল মানুষকে একত্র করবেন, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিত কাজে অন্য কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করেছে, সে যেন আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে সেই শরীকের কাছ থেকে প্রতিদান বুঝে নেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার অংশীদার ও অংশীদারিত্ব থেকে মুক্ত'।[২]

৩. আখিরাতে নবী করীম (ছাঃ)-এর শাফাআত লাভ :

বান্দা ইখলাছ অবলম্বনের ক্ষেত্রে যত বেশী অগ্রগামী হবে সে ক্বিয়ামতের দিন শাফা'আত লাভের ক্ষেত্রে ততবেশী এগিয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِّنْ قَلْبِهِ-

'ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত দ্বারা সবচেয়ে ভাগ্যবান হবে ঐ ব্যক্তি, যে ইখলাছের সাথে বলেছে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'।[৩]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'এ হাদীছে তাওহীদের একটি সূক্ষ্ম রহস্য লুক্কায়িত আছে। তা এই যে, শাফা'আত লাভের অন্যতম শর্ত হচ্ছে তাওহীদ অবলম্বন ও তাওহীদের পরিপন্থী বিষয় হ'তে দূরে থাকা। যে ব্যক্তি তার তাওহীদকে যত বেশী উন্নত ও পূর্ণ করতে পারবে, সে তত বেশী শাফা'আত লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। যে শিরক করবে তার জন্য কোন শাফা'আত নেই'। *(নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান, আদ-দ্বীনুল খালেছ)*।

৪. হিংসা-বিদ্বেষ থেকে অন্তর পবিত্র থাকে :

যখন কোন ব্যক্তির অন্তরে ইখলাছ স্থান পেয়ে যায় তখন সে অনেক বিপদ-আপদ, দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকে। যেমন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন,

---

১. *নাসাঈ হা/৩১৪০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫২।*
২. *ইবনু মাজাহ হা/৪২০৩, সনদ হাসান।*
৩. *বুখারী হা/৯১।*

ثَلاَثَةٌ لاَ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ: إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلّهِ، وَالْمُنَاصَحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلُزُوْمُ جَمَاعَتِهِمْ–

'তিনটি বিষয়ে মুমিনের অন্তর খিয়ানত করে না। ইখলাছের সাথে আমলসমূহ আল্লাহ্র জন্য নিবেদন করা, মুসলিম নেতাদের কল্যাণ কামনা ও মুসলিম জামা'আতের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকা'।[৪]

ইবনু আব্দুল বার্র (রহঃ) বলেন, 'এ তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে তার অন্তর কখনো দুর্বল হবে না। কপটতা বা নিফাকী থেকে সে পবিত্র থাকবে'। *(ইবনু আব্দিল বার্র, আত-তামহীদ)*।

৫. গোনাহ মাফ ও অগণিত পুরস্কার লাভ :

যখন মুমিন ব্যক্তি ইখলাছসহ সকল আমল করবে তখন সে গোনাহ থেকে ক্ষমা পেয়ে যাবে এবং অনেকগুণ বেশী প্রতিদান লাভ করবে। যদিও কাজটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ছোট অথবা পরিমাণে খুবই স্বল্প হয়।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, 'অনেক আমল এমন আছে, যা মানুষ পরিপূর্ণ ইখলাছের সাথে সম্পাদন করে। ফলে এ আমলটি ইখলাছের পূর্ণতার কারণে তার কবীরা গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। যেমন হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতের এক ব্যক্তির ব্যাপারে ঘোষণা করা হবে। তার কাছে উপস্থিত করা হবে পাপকর্মের নিরানব্বইটি বিশাল নথি। প্রতিটি নথির ব্যপ্তি হবে দৃষ্টির দূরত্ব পরিমাণ। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি যে এ পাপকর্মগুলো করেছ তা কি তুমি অস্বীকার করবে? সে বলবে, হে প্রতিপালক! আমি এগুলো অস্বীকার করতে পারি না। আল্লাহ বলবেন, তোমার উপর যুলুম করা হবে না। এরপর হাতের তালু পরিমাণ একটা টিকেট বের করা হবে যাতে লেখা থাকবে 'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু'। সে বলবে, এত বিশাল পাপের সম্মুখে এ ছোট টিকেটের কি মূল্য আছে? অতঃপর এ টিকেটটি একটি পাল্লায় রাখা হবে এবং তার পাপের বিশাল নথিগুলোকে রাখা হবে অপর পাল্লায়। টিকেটের পাল্লাই ভারী হবে।[৫]

এ ব্যক্তি ইখলাছের সাথে উক্ত সাক্ষ্য দিয়েছে বলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়েছে। অন্যথা কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি যারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দিয়েছে, তারাও জাহান্নামে যাবে। হয়ত তারা ইখলাছের সাথে কালেমা পড়েনি।

এমনিভাবে যে পতিতা একটি পিপাসার্ত কুকুরকে কষ্ট করে পানি পান করিয়েছিল, সে তা ইখলাছের সাথে করেছিল বলেই তার পাপগুলো ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।[৬] নয়তো যে কোন পতিতা এ কাজ করত, তারই ক্ষমা পাওয়ার কথা ছিল।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি পথের কাঁটা দূর করে দেয়ার কারণে ক্ষমা পেয়েছিল।[৭] সে তা ইখলাছের সাথে করার কারণেই ক্ষমা পেয়েছে। নয়তো সকল কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিরা এ কাজটি করে ক্ষমা আদায় করে নিতে পারত।

পক্ষান্তরে অনেক বড় বড় ব্যক্তি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে কিন্তু তাতে ইখলাছ না থাকার কারণে তা ব্যর্থ হয়ে গেছে এবং আমলকারী পুরস্কার ও প্রতিদানের পরিবর্তে শাস্তির পাত্রে পরিণত হয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে, 'ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে শহীদ হয়েছিল। তাকে হাযির করা হবে এবং আল্লাহ তাঁর নে'মতের কথা তাকে বলবেন। সে তার প্রতি সকল নে'মত চিনতে পারবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি কী কাজ করে এসেছ? সে বলবে, আমি তোমার পথে যুদ্ধ করেছি, শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি তো যুদ্ধ করেছ লোকে তোমাকে বীর বলবে এ উদ্দেশ্যে। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হবে এবং তাকে টেনে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এমন ব্যক্তির বিচার করা হবে, যে নিজে জ্ঞান অর্জন করেছে ও অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন তেলাওয়াত করেছে। তাকে হাযির করা হবে। আল্লাহ তাকে তার নে'মতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সে স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করবেন, কী কাজ করে এসেছ? সে বলবে, আমি জ্ঞান অর্জন করেছি, অন্যকে শিখিয়েছি এবং আপনার জন্য কুরআন তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি জ্ঞান অর্জন করেছ এজন্য যে, লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলবে। কুরআন তেলাওয়াত করেছ এ উদ্দেশ্যে যে, লোকে তোমাকে ক্বারী বলবে। আর তা বলা হয়েছে। এরপর নির্দেশ দেয়া হবে তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য'।

তারপর বিচার করা হবে এমন ব্যক্তির, যাকে আল্লাহ দুনিয়াতে সকল ধরনের সম্পদ দান করেছিলেন। তাকে হাযির করে আল্লাহ নে'মতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সে সকল নে'মত স্মরণ করবে। আল্লাহ বলবেন, কী করে এসেছ? সে বলবে, আপনি যে সকল খাতে খরচ করা পসন্দ করেন আমি তার সকল খাতে সম্পদ ব্যয় করেছি, কেবল আপনারই জন্য। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি সম্পদ এ উদ্দেশ্যে খরচ করেছ যে, লোকে তোমাকে দানশীল বলবে। আর তা বলা হয়েছে। এরপর নির্দেশ

৪. ইবনু মাজাহ হা/২৩০, সনদ ছহীহ।
৫. তিরমিযী, হা/২৬৩৯, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৫৫৯।
৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯০২।
৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯০৪।

দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[৮]

অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ : اَلرِّيَاءُ، يَقُوْلُ اللهُ لَهُمْ يَوْمَ يُجَازِي الْعِبَادَ بِأَعْمَالِهِمْ: اِذْهَبُوْا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاؤُوْنَ فِي الدُّنْيَا وَخَيْرًا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً.

'আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশী ভয় করি, সে বিষয়ে সাবধান করতে চাই; তা হ'ল শিরকুল আছগর বা ছোট শিরক। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল (ছাঃ)! ছোট শিরক কী? তিনি বললেন, রিয়া (লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করা)। যেদিন আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কর্মের প্রতিদান দেবেন, সেদিন তিনি বলবেন, দুনিয়াতে তোমরা যাদের দেখানোর জন্য কাজ করেছ আজ তাদের কাছে যাও! দেখ, তাদের কাছে প্রতিদান পাও কি-না'।[৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেছেন,

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِيْ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيْءٌ، هُوَ لِلَّذِيْ عَمِلَهُ-

'আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি শিরক ও অংশীদার থেকে বে-পরোয়া। যে ব্যক্তি কোন কাজে আমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে শরীক করল আমি তার থেকে সম্পর্কমুক্ত। যার জন্য সে করেছে সেটা তারই জন্য'।[১০]

৬. আল্লাহ্র সাহায্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ :

ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ্র সাহায্য লাভ ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূল উপাদান হ'ল ইখলাছ। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا : بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلاَتِهِمْ وَإِخْلاَصِهِمْ-

'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ উম্মতকে সাহায্য করেন তাদের দুর্বলদের কারণে; তাদের দো'আ, ছালাত ও ইখলাছের কারণে'।[১১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন,

بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالنَّصْرِ وَالسَّنَاءِ وَالتَّمْكِيْنِ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيْبٌ-

'আমার উম্মতকে সাহায্য, প্রাচুর্য ও তাদের প্রতিষ্ঠা পাওয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দাও। আর তাদের কেউ যদি আখিরাতের কাজ করে পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে, আখিরাতে তার কোন অংশ নেই'।[১২]

আমাদের পূর্বসূরী সালাফে ছালেহীনের জীবনের দিকে তাকালে দেখতে পাই, তারা আল্লাহ্র সাহায্য লাভ করেছেন নিজেদের ঈমানী শক্তি, ইখলাছ বা অন্তরের একনিষ্ঠতা, ঈমান ও ইখলাছের আলোকে গঠিত পরিশুদ্ধ আক্বীদা-বিশ্বাসের মাধ্যমে।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'বান্দা যখন আল্লাহ্র জন্য তার নিজের নিয়ত স্থির করে নেয় এবং তার ইচ্ছা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, জ্ঞান সবকিছু আল্লাহ্র জন্য হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্র সাহায্য সর্বদা তার সাথে থাকে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে ও ইহসান করে আল্লাহ তাদের সাথে আছেন। তাকওয়া ও ইহসানের মূল হ'ল সত্য প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠ হওয়া বা ইখলাছ অবলম্বন করা। আল্লাহ্র উপর জয়ী হ'তে পারে এমন কেউ নেই। যার সাথে আল্লাহ আছেন তার উপর কেউ জয় লাভ করতে পারে না, পারে না তাকে কেউ পরাজিত করতে। যার সাথে আল্লাহ আছেন তার ভয় কিসের'? *(ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুআক্কি'ঈন)*।

৭. মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা ও ভালবাসা লাভ :

আল্লাহ তা'আলা ইখলাছ অবলম্বনকারী বান্দাদের জন্য মানুষের ভালবাসা ও গ্রহণযোগ্যতা লাভের ফায়ছালা করেন। পক্ষান্তরে যে মানুষের মন পাওয়ার জন্য মানুষের কাছে আস্থাভাজন হওয়ার নিয়তে কাজ করে, সে মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করতে পারে না। সে যা চায় তার উল্টোটাই পায়।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِيْ يُرَائِي اللهُ بِهِ.

'যে মানুষকে শুনাতে চায় আল্লাহ তার কথা শুনিয়ে দেন। যে মানুষকে দেখাতে চায় আল্লাহ মানুষের কাছে তাকে দেখিয়ে দেন'।[১৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِيْ قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ-

'যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য হবে পার্থিব স্বার্থ, আল্লাহ তার কাজগুলোকে এলোমেলো করে দিবেন। তার দু'চোখের

৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৫।*
৯. *আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫৩৩৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৫১।*
১০. *মুসলিম হা/৭৬৬৬; মিশকাত হা/৫৩১৫।*
১১. *নাসাঈ হা/৩১৭৮।*
১২. *ইবনু হিব্বান হা/৪০৫; ছহীহুল জামে' হা/২৮২৫।*
১৩. *বুখারী হা/৬৪৯৯; মিশকাত হা/৫৩১৬।*

সম্মুখে দরিদ্রতাকে করে দিবেন (অর্থাৎ সে সর্বদা অভাব-অনটনই দেখতে পাবে)। তার জন্য যা কিছু নির্ধারিত আছে এর বাইরে দুনিয়ার কিছুই সে লাভ করতে পারবে না। আর যার উদ্দেশ্য হবে আখেরাত, আল্লাহ তার কাজ-কর্ম গুছিয়ে দিবেন। তার অন্তরে সচ্ছলতা দান করবেন। দুনিয়ার সম্পদ অপমানিত হয়ে তার কাছে ফিরে আসবে'।[১৪]

আমাদের পূর্বসূরী সালাফে ছালেহীন এ বিষয়ে কতটা সচেতন ছিলেন তা অনুমান করা যায় মুজাহিদ (রহঃ)-এর কথায়। তিনি বলেন, 'বান্দা যখন তার অন্তর নিয়ে আল্লাহ্র দিকে অগ্রসর হয়, আল্লাহ তখন সকল সৃষ্ট জীবের অন্তর তার দিকে ঝুঁকিয়ে দেন'।

ফুযাইল (রহঃ) বলেন, 'যে কামনা করে আলোচিত হওয়ার জন্য, যার একান্ত আকাঙ্খা এই যে, মানুষ তাকে স্মরণ করুক, তাকে কিন্তু স্মরণ করা হয় না। আর যে আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করে এবং মানুষ তাকে স্মরণ করুক এটা কামনা করে না, আসলে তাকেই স্মরণ করা হয়। *(ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুআক্কি'ঈন)*।

৮. বৈধ কাজগুলো ইবাদতে রূপান্তরিত হওয়া :

ইবাদত ও কাজে-কর্মে বান্দার একনিষ্ঠতা এবং বিশুদ্ধ নিয়ত তার পার্থিব কর্মগুলোকে উঁচু স্তরে উন্নীত করে এবং পরিণত করে গ্রহণযোগ্য ইবাদতে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

وَفِيْ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ أَيَأْتِيْ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِيْ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ-

'আর তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যৌনকর্মেও রয়েছে ছাদাক্বার ছওয়াব। ছাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ যদি তার যৌন চাহিদা পূরণ করে তাহ'লে কি পুরস্কার? তিনি বললেন, আচ্ছা তোমরা কী মনে কর, যদি কেউ অবৈধ পন্থায় যৌন চাহিদা মেটায় তাহ'লে তার কি পাপ হবে? এমনিভাবে যদি কেউ বৈধ পন্থায় তার যৌন চাহিদা পূরণ করে তাহ'লে পুরস্কার পাবে'।[১৫]

সে বৈধ পন্থায় যৌন চাহিদা মেটালেও কেন ছওয়াব পাবে? কারণ সে কাজটি করার সময় এ ধারণা করেছে যে, আমি বৈধ পন্থায় কাজটি করে সেই অবৈধ পন্থা থেকে বেঁচে থাকব, যেখানে আল্লাহ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আমি তার প্রতি একনিষ্ঠ (মুখলিছ) হ'তে পারব। আর এ ইখলাছপ্রসূত ধারণার কারণেই তার সামান্য মানবিক চাহিদা মেটানোর কাজটাও ছওয়াবের কাজ হিসাবে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে।

অন্য হাদীছে রয়েছে,

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِيْ فِيْ امْرَأَتِكَ-

'তুমি যা কিছু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে খরচ করবে অবশ্যই তার পুরস্কার পাবে। এমনকি তুমি যা কিছু তোমার স্ত্রীর মুখে দিয়েছ তারও ছওয়াব পাবে'।[১৬]

স্ত্রী-সন্তানদের জন্য খরচ করা পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব। এখানে পাপ-পুণ্যের কী আছে? তবুও যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রী, সন্তানদের জন্য খরচ করার সময় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত করে তাহ'লে সে ছওয়াব ও পুরস্কার পেয়ে যাবে।

এমনিভাবে যদি কেউ নিজের খাওয়া-দাওয়ার জন্য ব্যয় করে এবং এর সাথে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিয়ত করে, তাহ'লেও সে ছওয়াব লাভ করবে। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন বৈধ মানবিক চাহিদা মেটাতে গিয়ে ইবাদত-বন্দেগীতে সামর্থ্য হাছিলের নিয়ত করবে, তার এ চাহিদা পূরণের কাজটা আল্লাহ্র কাছে ইবাদত হিসাবে কবুল হবে ও সে এতে ছওয়াব পাবে'। *(ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ'উ ফাতাওয়া)*।

যেমন কেউ নিয়ত করল যে, সে এখন বাজারে কেনা-কাটার জন্য যাবে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য হ'ল, এ কেনা-কাটার মাধ্যমে সে খেয়ে-দেয়ে যে শক্তি অর্জন করবে তা আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে ব্যয় করবে। তার এ নিয়তের কারণে বাজারে কেনা-কাটা করাটা তার ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে। এটাই তো ইখলাছ বা আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া।

ইখলাছ যেমন সাধারণ বৈধ কাজকে ইবাদতে রূপান্তরিত করে, তেমনি রিয়া বা লোক দেখানো উদ্দেশ্যে সম্পাদিত ইবাদতকে বরবাদ করে প্রতিফল শূন্য করে দেয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ-

'হে মুমিনগণ! দানের কথা বলে বেড়িয়ে এবং ক্লেশ দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করো না, যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকাল দিবসে ঈমান রাখে না' *(বাক্বারাহ ২/২৬৪)*।

---

১৪. ইবনু মাজাহ হা/৪১০৫; তিরমিযী হা/২৪৬৫, সনদ ছহীহ।
১৫. মুসলিম হা/২৩৭৬।
১৬. বুখারী হা/৫৬।

অর্থাৎ দানের কথা বলে বা খোঁটা দিয়ে যেভাবে দানের প্রতিফলকে ধ্বংস করা হয়, তেমনি মানুষকে দেখানোর বা শুনানোর জন্য দান করলে আল্লাহ্‌র কাছে তার প্রতিদান পাওয়া যায় না। বাহ্যিক দিক দিয়ে যদিও মনে হবে সে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য দান করেছে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের প্রশংসা অর্জন করা। মানুষ তাকে দানশীল বলবে, তার দানের কথা প্রচার হ'লে মানুষ তাকে সমর্থন দিবে ইত্যাদি।

৯. ইখলাছপূর্ণ নিয়ত দ্বারা পরিপূর্ণ আমলের ছওয়াব অর্জন:

কোন কোন সময় মানুষ ইখলাছ ও বিশুদ্ধ নিয়তে কাজ করতে উদ্যোগী হয়, কিন্তু তার সম্পদের সীমাবদ্ধতা, শারীরিক দুর্বলতা ইত্যাদি কারণে কাজটি সমাধা করতে পারে না। কখনো দেখা যায়, উক্ত ভাল কাজটি করার জন্য সে প্রবল প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, কিন্তু কোন কারণে কাজটি আঞ্জাম দিতে পারেনি। এমতাবস্থায় সে কাজটি সম্পন্ন করার ছওয়াব পেয়ে যাবে এবং তার ইখলাছের কারণে কাজটি যারা করতে পেরেছে তাদের সমমর্যাদা লাভ করবে। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ أَقْوَامًا خَلَفْنَا بِالْمَدِيْنَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ .

'আমরা কয়েকটি দলকে মদীনায় রেখে এসেছি। তারা আমাদের সাথে কোন পাহাড় অতিক্রম করেনি, কোন উপত্যকাও মাড়ায়নি। অথচ তারা আমাদের সাথে অংশগ্রহণকারীর মর্যাদা লাভ করবে। অক্ষমতা তাদেরকে আটকে রেখেছে'।[১৭]

হাদীছে বর্ণিত ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে অভিযানে অংশ নিতে পারেননি কোন অসুবিধার কারণে। কিন্তু তাদের বিশুদ্ধ নিয়ত ও ইখলাছ ছিল অভিযানে অংশ নেয়ার জন্য। তাই তারা অংশগ্রহণ না করেও অংশগ্রহণকারীদের সমমর্যাদার অধিকারী হবেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِيْ أَنْ يَّقُوْمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ-

'যে ব্যক্তি শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করবে এ নিয়তে শুয়ে পড়ল। অবশেষে নিদ্রা তাকে কাবু করে ফেলল এবং সকাল হওয়ার আগে জাগতে পারল না। এমতাবস্থায় সে যা নিয়ত করেছিল তা তার জন্য লেখা হয়ে যাবে এবং এ নিদ্রা তার প্রভুর পক্ষ থেকে দান হিসাবে ধরা হবে'।[১৮]

তাহাজ্জুদের নিয়ত করেও এ ব্যক্তি তাহাজ্জুদ পড়তে পারল না বটে, কিন্তু ইখলাছ ও বিশুদ্ধ নিয়তের কারণে সে তাহাজ্জুদের পূর্ণ ছওয়াব পাবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

مَنْ سَأَلَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ-

'যে বিশুদ্ধ মনে জিহাদে শরীক হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে শহীদ হওয়া কামনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করবেন যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে'।[১৯]

আরেকটি হাদীছ উল্লেখ করা যেতে পারে। তা হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি নিয়ত করল, আমি রাতে কিছু ছাদাক্বা (দান) করব। যখন রাত এল সে ছাদাক্বা করল। কিন্তু ছাদাক্বা পড়ল এক ব্যভিচারী মহিলার হাতে। সকাল হ'লে লোকজন বলতে শুরু করল, গত রাতে জনৈক ব্যক্তি এক ব্যভিচারীকে ছাদাক্বা দিয়েছে। এ কথা শুনে দানকারী বলল, হে আল্লাহ! ব্যভিচারীকে ছাদাক্বা দেয়ার ব্যাপারে তোমারই প্রশংসা। আমি রাতে আবার একটি ছাদাক্বা করব। পরের রাতে যখন সে ছাদাক্বা করল, তা পড়ল একজন ধনীর হাতে। যখন সকাল হ'ল তখন লোকজন বলাবলি শুরু করল, গত রাতে জনৈক ব্যক্তি এক ধনীকে ছাদাক্বা দিয়েছে। এ কথা শুনে দানকারী বলল, হে আল্লাহ! ধনীকে ছাদাক্বা দেয়ার ব্যাপারে তোমারই প্রশংসা। আমি রাতে আবার একটি ছাদাক্বা করব। যখন পরের রাতে সে ছাদাক্বা করল, তা পড়ল একজন চোরের হাতে। যখন সকাল হ'ল তখন লোকজন বলতে শুরু করল, গত রাতে এক ব্যক্তি এক চোরকে ছাদাক্বা দিয়েছে। এ কথা শুনে দানকারী বলল, হে আল্লাহ! ব্যভিচারী, ধনী ও চোরকে ছাদাক্বা দেয়ার ব্যাপারে তোমারই প্রশংসা। তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাকে বলা হ'ল, তোমার সকল ছাদাক্বাই কবুল করা হয়েছে। সম্ভবত তোমার ছাদাক্বার কারণে ব্যভিচারী মহিলা তার পতিতাবৃত্তি থেকে ফিরে আসবে। ধনী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে উৎসাহী হবে। চোর তার চুরি কর্ম থেকে ফিরে আসবে'।[২০]

এ ব্যক্তি তার ছাদাক্বা বা দান করার ব্যাপারে এতটাই ইখলাছ অবলম্বন (আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার নিয়ত) করেছিল যে, ছাদাক্বা প্রদানে তার অতি গোপনীয়তা কাউকেই বিষয়টি সম্পর্কে জানতে দেয়নি। এ গোপনীয়তা রক্ষার কারণে বার বার এ ছাদাক্বা অনাকাংখিত লোকের হাতে পড়লেও সে তার ইখলাছ থেকে সরে আসেনি। ইখলাছ অবলম্বনে ছিল অটল। ফলে তার কোন দান ব্যর্থ হয়নি।

---

১৭. বুখারী হা/২৮৩৯।
১৮. ছহীহ নাসাঈ হা/১৭৮৭।
১৯. মুসলিম হা/৫০৩৯; মিশকাত হা/৩৮০৮ 'জিহাদ' অধ্যায়।
২০. বুখারী হা/১৪২১; মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৭৬।

১০. ইখলাছ বিপদ-মুছীবত থেকে মুক্তির কারণ :

নিয়তের ব্যাপারে ইখলাছ অবলম্বন ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে আশ্রয় গ্রহণে সততা ও সত্যবাদিতা হ'ল দুনিয়া ও আখিরাতের বিপদ-আপদ থেকে মুক্তির মাধ্যম।

বিষয়টি স্পষ্ট করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِيْنَ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُنْذِرِيْنَ، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ، إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ-

'তাদের পূর্বেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল এবং আমি তাদের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম। সুতরাং লক্ষ্য কর যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের পরিণাম কী হয়েছিল! তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র' *(ছাফফাত ৩৭/৭১-৭৪)*। আল্লাহ আরো বলেন, 'তিনিই তোমাদেরকে জলে-স্থলে ভ্রমণ করান এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং এগুলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে বয়ে যায় এবং তারা এতে আনন্দিত হয়। অতঃপর এগুলো বাত্যাহত এবং সর্বদিক থেকে তরঙ্গাহত হয় এবং তারা তা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেছে মনে করে, তখন তারা আনুগত্য ও ইখলাছের সাথে (বিশুদ্ধ চিত্তে) আল্লাহকে ডেকে বলে, তুমি আমাদেরকে এ থেকে উদ্ধার করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর তিনি যখনই তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন তখনই তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে যুলুম করতে থাকে' *(ইউনুস ১০/২২-২৩)*।

এ রকম আরেকটি দৃষ্টান্ত, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ-

'যখন তরঙ্গ তাদের আচ্ছন্ন করে মেঘচ্ছায়ার মত, তখন তারা আল্লাহকে ডাকে তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্তে। কিন্তু যখন তিনি তাদের উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে; কেবল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে' *(লোক্বমান ৩১/৩২)*।

এ সকল আয়াতে স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, উক্ত বিপদগ্রস্তরা ইখলাছের সাথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার কারণেই বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছে।

এমনিভাবে বুখারী ও মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীছে তিন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির কথা আলোচিত হয়েছে, যারা এক বিপদসংকুল ঝড়-বৃষ্টির রাতে পাহাড়ের এক গুহায় আটকে পড়েছিল। তখন প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ নেক আমলের অসীলায় দো'আ করে বলেছিল, হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজটি আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করে থাকি, তবে এর অসীলায় আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন! ফলে তারা বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন।[২১]

এ হাদীছ দ্বারা আমরা বুঝতে পারি আলোচিত তিন ব্যক্তির কাজ তিনটি ইখলাছ ভিত্তিক হওয়ার কারণে বিপদ থেকে আল্লাহ তাদের মুক্তি দিয়েছিলেন।

১১. শয়তানের ধোঁকা থেকে মুক্ত থাকা :

শয়তান সর্বদা আল্লাহর বান্দাদের ধোঁকা দিয়ে খারাপ পথে নিয়ে যায়। খারাপ কথা ও কাজ, পথ এবং মতকে মানুষের কাছে শোভনীয় ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে তাদের বিভ্রান্ত করে। কিন্তু মানুষ যদি সকল কাজে ইখলাছ বা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে, তবে শয়তান তাকে ধোঁকা দিতে পারে না, আবদ্ধ করতে পারে না বিভ্রান্তির বেড়াজালে।

আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِيْ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ، إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ-

'শয়তান বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্মকে অবশ্যই শোভন করে দিব এবং আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করব, তবে তাদের ব্যতীত, যারা আপনার ইখলাছ অবলম্বনকারী (একনিষ্ঠ) বান্দা' *(হিজর ১৫/৩৯-৪০)*।

এ আয়াতে বলা হয়েছে, যারা নিজেদের ঈমান-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগীকে আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ করে নিবে, সবকিছু যখন শুধু আল্লাহর জন্যই নিবেদন করবে, তখন তাদের বিভ্রান্ত করতে শয়তান কোন পথ খুঁজে পাবে না *(তাবারী, জামেউল বয়ান)*।

ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, 'মানুষ যখন আল্লাহর জন্য ইখলাছ অবলম্বন করবে বা তার জন্য একনিষ্ঠ হবে, আল্লাহ তখন তাকে নির্বাচন করে নেন, তার অন্তরকে জাগ্রত করে দেন। তখন যত পাপ-পংকিল, অশ্লীলতা, অপকর্ম আছে সবকিছু তার কাছে ঘৃণিত মনে হয় এবং এগুলোর লালনকে সে খুব ভয় করে চলে।

পক্ষান্তরে যে অন্তর আল্লাহর জন্য নিবেদিত নয়, ইখলাছ অবলম্বন করতে পারেনি, সে যখন কোন ভাল কাজ করতে যায়, তখন মানুষের প্রশংসা পাওয়ার আশা করে, মানব সমাজে নিজের সুনাম ও খ্যাতির প্রত্যাশা করে, কখনো কখনো মানুষের কাছ থেকে কিছু পাওয়া বা সুবিধা আদায়ের নিয়ত করে। অথবা কখনো মানুষের সমালোচনা, গাল-মন্দ থেকে বেঁচে থাকার বিষয়টি প্রাধান্য দেয়। ফলে আল্লাহর কাছে তার সৎকর্মটি অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত

২১. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৩৮।*

হয়। এমনিভাবে সে শয়তানের ধোঁকায় পতিত হয়। তাই শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থেকে নিজের কাজ-কর্মগুলো সফলভাবে সম্পন্ন করতে ইখলাছ তথা সকল কাজে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টার কোন বিকল্প নেই *(মাজমূ'উ ফাতাওয়া)*।

১২. সৎ কাজের সামর্থ্য, ভালবাসা ও বরকত লাভ :

বান্দা যখন তার সকল কাজ আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য করবে এবং সঠিক পদ্ধতিতে করবে তখন সে ভাল কাজের তাওফীক, মানুষের ভালবাসা ও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বরকত লাভ করবে।

হামদূন কিসারকে যখন বলা হ'ল, মহান পূর্বসূরীদের কথা ও বক্তব্য কি করে আমাদের কথা ও বক্তব্যের তুলনায় অধিক উপকারী ও কল্যাণকর রূপে দেখা দেয়? উত্তরে তিনি বললেন, তারা কথা বলেন ইসলামের সম্মান, নফসের মুক্তি ও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আর আমাদের বক্তব্য হয় নফসের সম্মান, পার্থিবের অনুসন্ধান ও মানুষের সন্তুষ্টি লাভের জন্য *(ইবনুল জাওযী, ছ্বফওয়াতুছ ছ্বফওয়াহ)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য কু-প্রবৃত্তির লালসা ত্যাগ করলে, আল্লাহ্র জন্য সকল কাজ নিবেদন করলে যে প্রশান্তি, মনোবল, বরকত অর্জিত হয় তা ঐ সকল লোক কখনো অর্জন করতে পারে না, যারা আল্লাহ্র জন্য না করে অন্যের উদ্দেশ্যে করে। সে যত বড় আলেম, দরবেশ হোক, কখনো মুখলিছ ব্যক্তির ন্যায় সাহস, মনোবল, আধ্যাত্মিক শান্তি অর্জন করতে পারবে না' *(ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ)*।

ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) সুন্দর একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, প্রচলিত আছে, এক ব্যক্তি শুনল, যদি কেউ চল্লিশ দিন ভোরে আল্লাহ্র জন্য ইখলাছ অবলম্বন করে তাহ'লে তার অন্তর ও মুখের কথা হিকমত (প্রজ্ঞা) পূর্ণ হবে। শোনার পর সে চল্লিশ দিন পর্যন্ত (তার ধারণা অনুসারে) ইখলাছের চর্চা করল, কিন্তু সে প্রজ্ঞা বা হিকমত অর্জন করতে পারল না। এরপর সে একজন বড় আলেমের কাছে গিয়ে অনুযোগ করল যে, আমি যে হিকমত অর্জনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র জন্য ইখলাছের চর্চা করেছি তার কিছুই পেলাম না। ইখলাছ অবলম্বন করেও কেন আমি তার ফল লাভ করতে পারলাম না। আলেম উত্তরে বললেন, তুমি তো ইখলাছ চর্চা করেছ হিকমত (প্রজ্ঞা) অর্জনের জন্য, আল্লাহ্র জন্য তো নয়! তোমার ইখলাছই তো হয়নি। কাজেই তার মাধ্যমে হিকমত অর্জন করবে কিভাবে? তুমি যদি আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য ইখলাছ চর্চা করতে তাহ'লে হিকমত এমনিতেই অর্জিত হ'ত। কিন্তু তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে না করে করেছ হিকমত অর্জনের উদ্দেশ্যে। তাই ইখলাছও আদায় হয়নি আর তার প্রতিফল হিকমতও অর্জন করতে পারনি *(ইবনু তায়মিয়া, আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা)*।

১৩. ফিতনা-ফাসাদ থেকে মুক্তি পাওয়া :

ইখলাছ অবলম্বন করার কারণে বিভিন্ন ফিতনা-ফাসাদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে বলেন,

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ-

'আমি তাকে মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা হ'তে বিরত রাখার জন্য এভাবেই নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত' *(ইউসুফ ১২/২৪)*।

ইখলাছের কারণে আল্লাহ তাকে অশ্লীলতা, ব্যভিচার ও অবৈধ প্রেমের ফিতনা থেকে রক্ষা করেছেন। মানুষের অন্তর এ জাতীয় অনাচারে তখনি লিপ্ত হয়ে পড়ে, যখন তার অন্তর শূন্য থাকে আল্লাহপ্রেম ও তাঁর প্রতি সমর্পিত ইখলাছ থেকে। কারণ মানুষের অন্তর মাত্রই প্রেমের আকাঙ্খী, সমর্পণের উদগ্র বাসনা তাকে উন্মত্ত করে রাখে সতত।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) ইউসুফ (আঃ) প্রসঙ্গে বলেন, ইউসুফ (আঃ) যখন আল্লাহ্র জন্য ইখলাছ বা নিষ্ঠা অবলম্বন করলেন, আল্লাহ তার কাছে এ সকল অশ্লীল বিষয়কে ঘৃণিত হিসাবে তুলে ধরলেন, ফলত উক্ত অনাচার ও ফিতনা তাকে কোনভাবে ত্যাক্ত করতে পারল না। সুতরাং ইখলাছ অবলম্বন নিঃসন্দেহ অনাচার ও অকল্যাণ হ'তে মুক্তির সরল পথ। ইখলাছের ব্যাপারে যে যত দুর্বল থাকবে, সে তত বেশী অন্যায়-অপকর্ম ও পাপাচারে জড়িয়ে পড়বে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, ...এ কারণেই ইউসুফের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে যে, 'এমনই ঘটেছিল, যাতে তার থেকে দূরীভূত করি অকল্যাণ ও অনাচার। নিশ্চয়ই তিনি আমার নিষ্ঠাবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত *(ইউসুফ ১২/২৪)*।

আয়াতটি প্রমাণ করে অনৈতিক প্রেম ও তার ফলে উদ্ভূত অন্যায়-অকল্যাণ, অনাচার রোধের অন্যতম উপায় হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে, সর্বকাজে ইখলাছ অবলম্বন। এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে সালাফে ছালেহীনের কারো কারো মন্তব্য এই যে, প্রেম হ'ল অলস, কর্মশূন্য ও অথর্ব অথবা বলা যায়, প্রেমিকশূন্য অন্তরের এক ধরনের কর্মব্যস্ততা ও মনোবৃত্তি। তারা আরো বলেন, ছোট হোক কিংবা বড়, যাবতীয় পাপাচার তিনটি কাণ্ড হ'তে পত্র-পল্লবে বিস্তৃত হয়ে প্রকাশ পায়। সেগুলো হচ্ছে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন, অশুভ ও প্রবৃত্তির শক্তির পূজা অর্থাৎ শিরক এবং যুলুম ও অনাচার। এ তিনটি একে অপরের সাথে শৃঙ্খলাবদ্ধ, গলায় গলায় জড়িত। শিরক তার অবশ্য পরিণতিতে ডেকে আনে যুলুম ও অনাচার। যেমনিভাবে ইখলাছ ও তাওহীদের প্রতি বান্দার সমর্পণ বান্দাকে মুক্ত করে এই সব অনাচার থেকে।

[চলবে]

বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন : সাম্রাজ্যবাদের নতুন মন্ত্র !

*মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন তুহিন**

আল্লাহ্ বলেন, 'জলে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, মানুষের কৃতকর্মের জন্য, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাত চান, যাতে তারা ফিরে আসে' *(রূম ৩০/৪১)*।

সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় 'বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন'। যাকে কেন্দ্র করে কেউ পাহাড়ের উপরে (নেপাল), কেউবা সমুদ্রের নীচে (মালদ্বীপ) বৈঠক করছে। আবার কেউবা বিশ্ব নেতাদের মুখোশ পরে ব্যানার, ফেস্টুন নিয়ে প্রতিবাদ করছে। এছাড়া সেমিনার, সিম্পোজিয়াম তো আছেই। বাংলাদেশ রয়েছে নেতৃত্বের আসনে। কখনও ফোন দিচ্ছে ওবামা, আবার কখনওবা ব্রাউন। অন্যদিকে কেউ একে এনার্জি ভিক্ষার বুলি বলে মন্তব্য করছে। এমনই এক উত্তপ্ত প্রেক্ষাপট নিয়ে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১২ দিন ব্যাপী বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন। আর একটি সম্মেলন হ'তে যাচ্ছে মেক্সিকোতে।

প্রশ্ন হ'তে পারে, কেন এই শতাব্দীতে জলবায়ু এত সমালোচিত বিষয়? উন্নত দেশগুলো এই আলোচনা শুরু করেছে কেন? জলবায়ু বিপর্যয়ের প্রকৃত কারণগুলো আসলে কি? এই বিপর্যয় থেকে রক্ষার উপায় কি? ইত্যাদি, ইত্যাদি...।

এই শতাব্দীর পূর্বে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কোন আলোচনা শোনা যায়নি। এই শতাব্দীতে জলবায়ুর এমন কি হ'ল? হ্যাঁ, হয়েছে। এই শতাব্দীর শুরুতে ১৯১৪-১৮ সালে হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৩৯-৪৫ সালে হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যার ভয়াবহতার সাক্ষী জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকি। সেখানে আজকেও যে শিশুটির জন্ম হয়, সে বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নেয়।

এই শতাব্দীতে পৃথিবীব্যাপী শুরু হয় নিউক্লিয়ার টেস্টের মহোৎসব। আমেরিকা ১০৩০টি এবং রাশিয়া ৭১৫টি পরীক্ষা চালায় বিভিন্ন স্থানে অথবা এন্টার্কটিকায়, যার ফলে বরফ গলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যায় বলে বিজ্ঞানীদের অভিমত। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্লাস্টার বোমা নিক্ষেপ, সুপারসনিক বোমা, মানুষবিহীন ড্রোন বিমান সহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভব তো রয়েছেই।

অপরদিকে বিশ্বে ব্যাপক শিল্পায়ন হচ্ছে। ২০০৮ সালের এক পরিসংখ্যানে বলা হচ্ছে, বিশ্বের খাদ্য চাহিদা ১.৫ বিলিয়ন মেট্রিক টন হ'লেও উৎপাদন ২.৩ বিলিয়ন মেট্রিক টন। দ্বিগুণ প্রায়। গাড়ী, টিভি, ভিসিআর, কম্পিউটার, ফ্রিজ প্রভৃতি বিলাসদ্রব্যের একটা মডেল আজকে আসলে কালকে তা পুরাতন বা বাতিল হয়ে যাচ্ছে। গত কয়েকশ' বছরে ১০০০ বছরের দ্বিগুণ কার্বন নির্গমন হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। যার ফলে মানুষ অক্সিজেনের পরিবর্তে নিশ্বাসে কার্বন নিচ্ছে। সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসার আগে তাকে যে বাধা বা লেয়ার অতিক্রম করতে হয়, তার পুরুত্ব বা গাড়ত্ব বেড়ে যাচ্ছে, যাকে গ্রীণ হাউজ ইফেক্ট বলে।

আলোচনার সুবিধার্থে পুরো আলোচনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথমত: বর্তমানে যে আদর্শের নেতৃত্বে পুরো পৃথিবী চলছে সেই পুঁজিবাদের দৃষ্টিতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও সমাধান। **দ্বিতীয়ত:** জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকৃত কারণগুলো উদ্ঘাটন। **তৃতীয়ত:** আল্লাহ্র দেয়া জীবনব্যবস্থা ইসলামের দৃষ্টিতে জলবায়ু সমস্যার সমাধান।

সারা বিশ্বে দু'টি আদর্শ বিদ্যমান ও সক্রিয় রয়েছে। এর একটি পুঁজিবাদ, যার নেতৃত্বে আমেরিকা। অন্যটি ইসলাম, যা বিশ্ব নেতৃত্বের অপেক্ষায়। বর্তমান পুঁজিবাদী আদর্শের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে- (১) উৎপাদন (২) প্রযুক্তিগত উন্নয়ন। তাছাড়া পুঁজিবাদের মতে, পরিবেশ বিপর্যয় উন্নয়নের 'সুযোগ ব্যয়'। অর্থনীতির ভাষায়- একটি পাওয়ার জন্য অন্যটি পরিত্যাগ। অর্থাৎ উন্নয়ন করতে হ'লে পরিবেশকে ছাড় দিতে হবে।

পুঁজিবাদী আদর্শ সমাধান হিসাবে দু'টি বিষয় উপস্থাপন করছে :

(১) Quota System : প্রত্যেক দেশের কার্বন নির্গমনের জন্য কোটা আছে। যেসব দেশ তার কার্বন নির্গমনের কোটা অতিক্রম করেছে, তাদের তা কমানোর জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত। আর যারা অতিক্রম করেনি তারা তা বিক্রি বা ব্যবহার করতে পারে। যেমন- বাংলাদেশ তার বরাদ্দ কোটা আমেরিকা বা ব্রিটেনের কাছে বিক্রি করতে পারে। এর ফলে আমেরিকা বা ব্রিটেন বাংলাদেশে তার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষ হয়ে তারা কার্বন নির্গমন করছে। ফলে কার্বন নির্গমনে ভারসাম্য আসবে বলে Kyoto Agreement, EU-Emission Trading Scheme, US Acid Rain Program, Copenhagen (Cop15) Agreement-এ স্পষ্ট করে উল্লেখ আছে এবং সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সম্মেলন থেকে এই আহ্বান জানানো হয় যে, উন্নত দেশগুলো যেন দুই ডিগ্রী সেলসিয়াস কার্বন নির্গমন কমানোর চেষ্টা করে।

(২) Clean Development Project : কোন দেশকে কার্বন নির্গমন কোটার কারণে তার উৎপাদন কমাতে হবে না। সে তার বর্জ্য পদার্থ অন্য দেশে স্থানান্তর করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতের গুজরাটে Fluro Chemical Ltd নামে একটি কেমিকেল ফ্যাক্টরী আছে, যার প্রধান শাখা লন্ডনে। এই কোম্পানী Clean Development Project-এর মাধ্যমে বিষাক্ত কেমিকেলগুলো এখানে

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উৎপাদন করে। যার ফলে গুজরাটে এই ফ্যাক্টরীর আশেপাশে পানি দূষিত ও জমিগুলো চাষের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে কার্বন নির্গমন হ'লেও তা ভারত থেকে হচ্ছে বলে ধরা হচ্ছে। এভাবে বাংলাদেশের Ship Breaking Industry যা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডু উপকূলকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপের দেশগুলো তাদের কার্বন নির্গমন কমানোর জন্য তা বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়ে Clean Development Project এর যথাযথ ব্যবহার করছে।

উপরের আলোচনায় আমরা শুধু পুঁজিবাদের দৃষ্টিতে সমস্যা ও সমাধান দেখলাম। তাদের এই সমাধান সম্পর্কে কোপেনহেগেনে আসা ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের অন্যতম টুভ্যালুর প্রতিনিধি ইয়ান ফ্রাই বলেন, 'এই সমাধান বাইবেলের সাথে বেঈমানি। এটা দেখে মনে হচ্ছে যে, আমাদের ৩০টি রূপার টুকরো উপহার দেয়া হচ্ছে যেন তার বিনিময়ে আমরা আমাদের জনগণ এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে বেঈমানি করি'।

অনেক দেশই একই ধরনের উক্তি করেছেন। কেউ কেউ বলেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আমরা দায়ী নই। তাহ'লে আমরা এর ক্ষতির সম্মুখীন হব কেন? যদিও বাংলাদেশের মতামত ভিন্ন। উন্নত ও অনুন্নত দেশের দ্বি-মুখী বা মধ্যমুখী বক্তব্যের প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে সমস্যার প্রকৃত কারণ কি তা গভীরভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

পুঁজিবাদী আদর্শ, উন্নত দেশ; আমেরিকা-ব্রিটেন যে সমস্যা নির্ধারণ করেছে ও সমাধান দিয়েছে, তা যে জলবায়ু পরিবর্তনের কোন কারণ বা সমাধান নয় তা প্রাপ্তবয়স্ক সব সুস্থ লোকের পক্ষে বুঝা সম্ভব। তাদের সমাধান তাদের অবস্থাকে সমুন্নত রাখার রাজনৈতিক প্রয়াস মাত্র। যার বিরুদ্ধে কথা বলার যোগ্যতা বিশ্বের কারো নেই তা জনগণের কাছে পরিস্কার। প্রকৃতপক্ষে সমস্যার প্রধান কারণ মানুষের তৈরী জীবনাদর্শ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যা তিনটি পয়েন্টের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

(১) পুঁজিবাদ নিশ্চিত করে মানুষের আইন প্রয়োগের অধিকার। যার ফলে আমরা দেখি, যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী আমেরিকা-ইউরোপীয় ইউনিয়ন তারাই সমস্যার সমাধান দেয়। যাতে বাংলাদেশের মত ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো ধ্বংস হয়ে গেলেও তাদের স্বার্থ রক্ষা হয়। যা সুস্পষ্ট হয়েছে কোটা সিস্টেমের মধ্যে। যেখানে বলা হয়েছে, কার্বন নির্গমন উন্নত দেশের অধিকার। যারা কার্বন নির্গমন করতে পারে না বা যাদের শিল্প কারখানা নেই তারা যেন 'ক্ষতি পূরণের চুক্তি' করে। যা বাংলাদেশ সহ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে করতে বাধ্য করা হয়। যাতে দরিদ্র দেশগুলোর স্থায়ী দরিদ্রতা নিশ্চিত হয় এবং পুরো বিশ্ব বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোকে তার কলোনী হিসাবে ব্যবহার করা যায়। আর এর সার্বিক সহযোগিতায় আছেন গণতন্ত্র বা পুঁজিবাদের মানসকন্যারা। একইভাবে Clean Development Project-এর নামে অনুন্নত দেশগুলো উন্নত দেশের আবর্জনা বা বর্জ্য ফেলার স্থানে পরিণত হয়। যার বৈধ অধিকার অর্জনের জন্য কোপেনহেগেন সম্মেলনের মত অনন্য সম্মেলন আয়োজন করা হয়। যেখানে বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশের কিছু বলার নেই, কেবল হুকুম পালন ছাড়া। এটা মানুষের সার্বভৌমত্ব ও আইন প্রণয়নের অধিকারের ফসল। যার ফলে চীনের তুলনায় আমেরিকা ছয় গুণ বেশি কার্বন নির্গমন করে (জনসংখ্যার ভিত্তিতে)।

(২) পুঁজিবাদী আদর্শের ভিত্তি হ'ল Freedom. যার মাধ্যমে সে তার স্বার্থ নিশ্চিত করে। যেখানে পরিবেশ বা অন্য কিছু বিবেচ্য বিষয় নয়।

* Freedom এর নমুনা হচ্ছে ৩ জন লোক পৃথিবীর ৪৭টি দেশের বাজেটের সমান আয় করে।

* হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বের ২০% লোক ৮৫% সম্পত্তির মালিক।

* বাংলাদেশের একটা শিশু যে জ্বালানী ব্যবহার করে, তার ৯০ ভাগ বেশি জ্বালানী আমেরিকার একটা শিশু ব্যবহার করে।

* Freedom-এর আরেকটি ভয়াবহ উদাহরণ হচ্ছে ডেনমার্ক। যেখানে কয়েকদিন আগে জলবায়ু সম্মেলন হ'ল। প্রতিবছর সেখানে Faroe Island-এ একটা ফেস্টিভাল হয়। যার নাম "Denmark Grusome Festival- Mass Killing Of Whales & Dolfin to Prove Adulthood" হাযার হাযার তিমি এবং ডলফিনকে মারা হয় শুধু মজার জন্য। অথচ এটা পরিবেশ বিপর্যয়ের একটা কারণ।

(৩) পুঁজিবাদী আদর্শের চালিকা শক্তি হ'ল লোভ। যা মানুষের কাছে না থাকলে এই আদর্শ চলবে না। পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠাতা যাকে আমরা অর্থনীতির জনক বলে জানি, সেই এ্যাডাম স্মিথ বলেন, 'Greed is individual's moral and this moral controls the economy'. যার ফলে প্রতি বছর ৪০ মিলিয়ন হাঙ্গরকে হত্যা করা হয় শুধু তাদের ডানা দিয়ে স্যুপ বানানোর জন্য। তারপর তাদের সমুদ্রে ফেলে দেয়া হয়। ডানা না থাকার কারণে পরবর্তীতে এরা মারা যায়। এই সব বিলাসী মানুষের বিনোদনের জন্য এন্টার্কটিকায় ট্যুরিজম ইন্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলা হয়েছে। অথচ সেই এলাকা বরফী আচ্ছাদিত ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যেখানে অসম্ভব। সেখানে তারা বিমান অবতরণ করাচ্ছে। পরিবেশকে গরম রাখার জন্য বিভিন্ন জ্বালানী ব্যবহার করছে। এর ফলে বরফ গলে সমুদ্রে পানির উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে, যা জলবায়ু বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি পুঁজিবাদী আদর্শ থেকে উদ্ভূত বিশ্বাস গণতন্ত্র বা মানুষের আইন প্রণয়নের অধিকার, Freedom ও লোভ যা পুঁজিবাদের ভিত্তি, এই আদর্শ মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করছে। যার ফলাফল হিসাবে বিশ্ব পরিবেশ আজ বিপর্যস্ত। মানুষের তৈরী এই জীবনব্যবস্থা সারা বিশ্বে কৃত্রিম খাদ্য সংকট তৈরি করছে, যা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা Life Support System-এর মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। সর্বশেষে আজ পরিবেশকে পর্যন্ত ধ্বংস করে দিয়েছে। তাই পুঁজিবাদী মানসিকতাকে প্রত্যাখ্যান করা বা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে জীবনাদর্শ হিসাবে বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই।

এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা পরিবেশ সম্পর্কে বলেন, 'আমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি ও তার উপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু পরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছি' *(হিজর ১৫/১৯)*। তিনি আরো বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক বস্তুকে প্রয়োজন মাফিক পর্যাপ্তরূপে সৃষ্টি করেছি' *(ক্বামার ৫৪/৪৯)*।

ইসলাম পরিবেশকে উন্নয়নের সুযোগ ব্যয় হিসাবে দেখে না। ইসলাম মানুষ, পরিবেশ ও উন্নয়নকে আল্লাহর সৃষ্টি এবং সহযোগী হিসাবে দেখে। ইসলাম পরিবেশের উপাদানগুলোর সাথে যথাযথ সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দেয়। পানি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কেউ বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করো না। কেননা তাতে তোমরা গোসল কর' *(বুখারী হা/২৩২)*। এক্ষেত্রে আমরা ডেনমার্কের সেই ফেস্টিভালের কথা চিন্তা করতে পারি। যেখানে পানিকে রক্তে রঞ্জিত করে আনন্দে গোসল করা হয়। তাদের এ ধরনের আচরণের ফল হিসাবে বিশ্বে বর্তমানে মাত্র ৩% খাওয়ার যোগ্য পানি রয়েছে।

গাছপালা শস্য সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'যারা অনুর্বর জমি চাষ করে তা তার অধিকারে' *(আবুদাউদ)*। আর এই আবাদের মাধ্যমে পরিবেশ ভাল থাকবে, খাদ্য সমস্যা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। অথচ আমেরিকা অতিরিক্ত খাদ্য বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করে।

অথচ খিলাফত আমলে মুসলিম রাষ্ট্র বিশ্বের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য উৎপাদন ও প্রযুক্তিতে ছিল শ্রেষ্ঠ অবস্থানে। তাই আগামীতেও মুসলিম রাষ্ট্র শিল্পায়নের পাশাপাশি তার পরিবেশকে আল্লাহ্র হুকুম ও রাসূলের আদর্শ অনুযায়ী সংরক্ষণ করবে। ইসলামী রাষ্ট্রকে অবশ্যই শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হ'তে হবে, যাতে কোন কিছুর জন্য মুসলমানরা কাফের-মুশরিকদের উপর নির্ভরশীল না হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ কখনো মুসলমানদের উপর কাফেরদের নেতৃত্ব মেনে নেবেন না' *(নিসা ৪/১৪১)*।

ইসলামী রাষ্ট্র পরিবেশ রক্ষার জন্য আল্লাহ্র কাছে মানুষের জবাবদিহিতার ভয়ে তাকওয়াপূর্ণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয়ভাবে শারঈ আইন অনুযায়ী তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিবে। এজন্য রাষ্ট্রে তিন ধরনের বিচারালয় থাকবে-

ক) **কাযী আল-হিসবাহ** : যিনি বাজার, হাসপাতাল, ফ্যাক্টরী, কর্পোরেশনগুলো সরাসরি পর্যবেক্ষণ করবেন। অ্যালকোহল বা শরী'আত নিষিদ্ধ কোন কিছু উৎপাদন হচ্ছে কি না, মনোপলি হচ্ছে কি-না বা অন্য কোনভাবে পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন কিছু পাওয়া মাত্র তাৎক্ষণিক বিচার করবেন।

খ) **কাযী আল-খুসামাত:** যিনি শ্রমিকরা পরিবেশের বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছে কি-না তা দেখবেন। যদি হয় তার কারণ অনুসন্ধান করে শাস্তি ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করবেন।

গ) **কাযী আল-মাযালিম** : যিনি সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কোন ক্ষতিকর বা পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন কোন কিছু হচ্ছে কি-না তা দেখবেন। যদি এমন কোন অভিযোগ পাওয়া যায়, তার জন্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে, এমনকি খলীফার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে পারবেন। যা একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রে সম্ভব। যা মানুষকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সুন্দর পরিবেশ ও তাকওয়াপূর্ণ জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা দিবে এবং নিশ্চিত করবে।

আজকে সময় এসেছে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। এই পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাদের এজেন্টদের দালালির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার। যারা জনগণের সম্পদ ও অধিকারকে আমেরিকা ও ব্রিটেনের হাতে তুলে দিচ্ছে সামান্য কিছু টাকা ও ক্ষমতার জন্য। তাদেরকে প্রতিহত করতে সচেতন নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে। আজকে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য। ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে এমন একজন শাসকের জন্য যিনি খলীফা ওমর ফারূক (রাঃ)-এর মত হবেন, যিনি ওমর বিন আব্দুল আযীযের মত হবেন কিংবা খলীফা আব্দুল হামীদের মত হবেন। তাকে যখন ফিলিস্তীনের একখণ্ড ভূমি বিক্রির জন্য ১৫০ মিলিয়ন পাউন্ড প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছিল; তখন তিনি বলেছিলেন, ফিলিস্তীনের একখণ্ড ভূমি দেয়ার চেয়ে আমি আমার শরীরের একটা অংশ দেয়াকে অধিক পসন্দ করব। ফিলিস্তীন মুসলমানদের সম্পদ, তা দেয়ার কোন অধিকার আমার নেই'।

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সত্য বলেছেন। তিনি বলেন, 'পুনরায় আসবে খিলাফত নবুআতের আদলে' *(আহমাদ)*। আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুকে চেনার এবং তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

ধূমপানের ক্ষতিকর দিক

*হাফেয হাবীবুলাহ আল-কাসিম**

ধূমপান একটি মারাত্মক ক্ষতিকর ও বিপদজনক অভ্যাস। ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এ সম্পর্কে জানে না এমন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ সিগারেটের প্যাকেটের গায়েই লেখা থাকে 'সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতকর'। তারপরও অনেকেই দেদারছে ধূমপান করছে। অধিকাংশ ধূমপায়ী ধূমপানের মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত নন।

ধূমপান কাকে বলে?

Smoking refers to the inhalation and exhalation of fumes from burning tobacco in cigars, cigarettes and pipes. চুরুট, সিগারেট এবং পাইপের মাধ্যমে জ্বলন্ত ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নেওয়া এবং তা বের করে দেওয়ার প্রক্রিয়াকেই সাধারণত ধূমপান বলে।

ধূমপানের ক্ষতিকর দিক সমূহ :

১. ধূমপান একটি বদ অভ্যাস। এর জন্য বিশ্বে প্রতি বছর মারা যায় প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষ। ১৯৫০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত শুধু উন্নয়নশীল দেশগুলোতেই মারা গেছে প্রায় ছয় কোটি লোক। আর এদের অর্ধেকই ছিল যুবক শ্রেণী।

২. সিগারেটের ধোঁয়ায় যে নিকোটিন থাকে তা হিরোইন অপেক্ষা শক্তিশালী।

৩. ধূমপানকারী দেশে ও সমাজে সর্বমহলে একজন ঘৃণিত ব্যক্তি হিসাবেই বিবেচিত হয়।

৪. ধূমপান হ'ল অপচয়। আর আল্লাহ তা'আলা অপচয় সম্পর্কে বলেন, وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا، إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ 'তোমরা অপচয় করো না। অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই' *(ইসরা ২৬, ২৭)*।

৫. ধূমপান মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ করে। কারণ সে নিশ্চিত জানে যে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তারপরও সে তা পান করে।

৬. ধূমপায়ী তার ছেলে-সন্তান এবং উত্তরসূরীদের জন্য একজন আদর্শহীন ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

৭. ধূমপানের অভ্যাস একজন মানুষকে ছিয়াম পালন হ'তে বিরত রাখে। কারণ ছিয়াম রাখলে সে ধূমপান করতে পারে না।

৮. ধূমপান মানুষের অপমৃত্যু ঘটায়। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে, সমগ্র পৃথিবীতে ধূমপানের কারণে যত বেশি অপমৃত্যুর ঘটনা ঘটে, অন্য কোন রোগ-ব্যাধির কারণে তত ঘটে না।

৯. ধূমপানের কারণে শরীরে তাপ বৃদ্ধি, প্রদাহ, জ্বালাপোড়া ইত্যাদি দীর্ঘ মেয়াদি রোগ-ব্যাধি দেখা যায়।

১০. ধূমপানের কারণে রক্তনালিগুলো দুর্বল হয়ে যায় এবং অনেক সময় তার রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

১১. ধূমপানকারীর ফুসফুস, মুত্রথলি, ঠোঁট, মুখ, জিহ্বা ও কণ্ঠনালি, কিডনী ইত্যাদিতে ক্যান্সার হয়।

১২. ধূমপান স্মরণশক্তি কমিয়ে দেয় এবং মনোবল দুর্বল করে দেয়।

১৩. ইন্দ্রিয় ক্ষমতা দুর্বল করে। বিশেষ করে ঘ্রাণ নেয়া এবং স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা লোপ পায়।

১৪. ধূমপায়ীদের শ্রবণশক্তি কমে যায়। সম্প্রতি উইনকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় ৩৭৫০ জন লোকের উপর এক সমীক্ষা চালায়। সেখানে লক্ষ্য করা যায় যে, অধূমপায়ীদের চেয়ে ধূমপায়ীদের শ্রবণশক্তি কমার সম্ভাবনা শতকরা ৭০ ভাগ বেশী। গবেষকরা আরো দেখেছেন যে, একজন ধূমপায়ীর ধূমপানকালীন সময়ে কোন অধূমপায়ী উপস্থিত থাকলে তারও একই সমস্যা দেখা দেবে।

১৫. ধূমপানের ফলে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বার বার সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়। ধূমপায়ী সব সময় দুর্বলতা অনুভব করে এবং আতঙ্কগ্রস্ত থাকে।

১৬. হার্টের সাথে সম্পৃক্ত ধমনিগুলো ব্লক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়। এমনকি বক্ষ ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

১৭. ধূমপান উচ্চ রক্ত চাপের কারণ হয়।

১৮. ধূমপানের ফলে যৌনশক্তি বিলুপ্ত হ'তে থাকে।

১৯. ধূমপানের ফলে হজমশক্তি কমে যায়, ধারণক্ষমতা লোপ পায় এবং শরীর ঢিলে হয়ে যায়।

২০. ধূমপানের ফলে পাকস্থলী ক্ষত হ'তে থাকে এবং যকৃৎ শুকিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২১. ধূমপানের ফলে মুত্রথলি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয় এবং প্রস্রাব বিষাক্ত হয়।

২২. ধূমপান নির্মল পরিবেশকে দূষিত করে। এর ফলে স্ত্রী-পরিজন, সহযাত্রী, বন্ধু-বান্ধব ও আশে-পাশের লোকজনের কষ্ট হয়ে থাকে। বাসে, ট্রেনে ও অন্যান্য যানবাহনে প্রকাশ্যে ধূমপান করার ফলে অনেক সহযাত্রী নীরবে কষ্ট সহ্য করে মনে মনে ধূমপায়ীকে অভিশাপ দেন। আবার

* *মানামা, বাহরাইন।*

কেউ প্রতিবাদ করে বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়ে যান। অনেকে প্রতিবাদ করতে গিয়ে অপমানিত হন। কখনো ধূমপানকারীরা ধোঁয়ালো কণ্ঠে বলে উঠে একটা গাড়ী বা ট্রেন কিনে তাতে আলাদাভাবে চলাফেরা করলেই হয়। কেউ কেউ আবার এও বলেন যে, 'মনে হয় গাড়ীটা উনি নিজেই কিনে নিয়েছেন বা গাড়ীটা মনে হয় তার বাবার'। জেনে রাখা উচিত, চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, ধূমপানকারীর প্রতিবেশী শারীরিকভাবে ধূমপায়ীর মতই ক্ষতিগ্রস্ত হন। হাদীছে প্রতিবেশীকে কষ্টদানকারী ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُؤْذِىْ جَارَهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়' *(বুখারী হা/৪৭৮৭; মুসলিম হা/৬৮)*।

উল্লিখিত মন্দ দিকগুলো প্রমাণ করে যে, ধূমপান অতীব ক্ষতিকর। এ ব্যাপারে দুনিয়ার সুস্থ বিবেক সম্পন্ন প্রতিটি মানুষ একমত। আল্লাহ বলেন, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ 'তিনি তোমাদের জন্য হালাল করে দেন ভাল ও উত্তম বস্তু, আর হারাম করে দেন খারাপ ও ক্ষতিকর বস্তুগুলো' *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*। আলোচ্য আয়াতে ক্ষতিকর বস্তুগুলো হারাম করা হয়েছে। সুতরাং ধূমপানকে ইসলাম অনুমোদন করে না।

আল্লাহ আরো বলেন, وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ 'তোমরা নিজেদের জীবনটাকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। এ আয়াতও প্রমাণ করে যে, ধূমপান নিষেধ। কেননা ধূমপান মানুষের জীবনকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অধিকাংশ ধূমপানকারী ব্যক্তি মারাত্মক দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কেউ কেউ বলেন যে, ধূমপানের মাঝে কিছু ভাল দিকও আছে। যেমন সাময়িক চিন্তামুক্তি ও ক্লান্তি দূর করা ইত্যাদি। কিন্তু এই কারণে যদি ধূমপান বৈধ হয়। তাহ'লে মদ, জুয়া ইত্যাদিও বৈধ হবে। কেননা তাতেও রয়েছে কিছু ভাল দিক। আল্লাহ বলেন,

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

'তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর তার মধ্যে মানুষের জন্য উপকারিতাও আছে। তবে উপকারের চেয়ে এগুলোর পাপ বড়' *(বাক্বারাহ ২/২১৯)*।

আল্লাহ তাআলার এ বাণী দ্বারা বুঝা যায় যে, মদ-জুয়ার মধ্যে উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও তা হারাম করা হয়েছে। ধূমপান তো মদ-জুয়ার চেয়েও জঘন্য। কারণ এতে কোন ধরনের উপকারিতা নেই। বরং ১০০ একশ ভাগই ক্ষতি।

আবার ধূমপানের সাথে জাহান্নামের খাবারের একটা সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন- আল্লাহ জাহান্নামীদের খাদ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ 'জাহান্নামের খাবার জাহান্নামীদের পুষ্টিও যোগাবে না ক্ষুধাও নিবারণ করবে না' *(গাশিয়াহ ৮৮/৭)*।

ধূমপান তথা বিড়ি, সিগারেট, চুরুট কিংবা তামাক, জর্দা, গুল ইত্যাদিও সেবনকারীর জন্য কোন প্রকার পুষ্টির যোগান দেয় না, ক্ষুধাও নিবৃত্ত করে না। অতএব আসুন! আমরা সকলে মিলে আমাদের সমাজকে ধূমপান মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

সেবা হোমিও ফার্মেসী

এখানে বিনা অপারেশনে অর্শ্ব-গেজ, ভগন্দর, পিত্ত ও মূত্র পাথরী এবং একশিরা, টনসিল, পলিপাস যত্ন সহকারে চিকিৎসা করা হয়। এছাড়াও গ্যাস্ট্রিক * ফোটায় ফোটায় প্রসাব * ঘন ঘন প্রসাব * জন্ডিস * প্যারালাইসিস * এপেন্ডিসাইটিস * হার্টের রোগ * হাপানী * ব্রেইন টিউমার * ধ্বজভঙ্গ * ঘন ঘন স্বপ্নদোষ * যৌন শক্তি কমে যাওয়া * প্রসাবে জ্বালা-পোড়া * রক্ত প্রসাব হওয়া * হস্ত মৈথুনের প্রবল ইচ্ছা * অনিয়মিত ঋতুস্রাব * অতিরিক্ত ঋতুস্রাব * অল্প ঋতুস্রাব * সাদা স্রাব * সিপিলিস * গনোরিয়া * হার্নিয়া * নালী ঘা বা ফিশ্চুলা * সাইনোসাইটিস * টনসিল প্রদাহ * টিউমার * দাঁতে পোকা ধরা * বাতজ্বর* দাউদ * একজিমা * বিখাউজ * মেছতা * ছুলি * শ্বেতী * ব্রণ * পুরাতন আমাশয় * বাত-বেদনা * স্মরণ শক্তি কমে যাওয়া প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আপনার সমস্যা মোবাইলে, লিখিতভাবে অথবা সরাসরি সাক্ষাতে জানাবেন। ঔষধ কুরিয়ার মাধ্যমে পাঠানো হয়।

চেম্বার

সেবা হোমিও ফার্মেসী
কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।
আলহাজ্জ ডাঃ আব্দুস সালাম
(H.M.B.A)
(৩৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন)
রোগী দেখার সময়ঃ শনি ও বুধবার- সকাল ৮-টা থেকে সন্ধ্যা ৭-টা। অন্যদিন বেলা ৩-টা থেকে সন্ধ্যা ৭-টা।

নিজ বাসভবন
গোছাহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।
রুগী দেখার সময়ঃ শনি ও বুধবার ব্যতীত প্রতিদিন সকাল হতে ২-টা পর্যন্ত।
মোবাইলঃ ০১৭১৩-৭০৪৬২৫
বাসাঃ ০১৭১২-০৬৫১৩৬।

হোমিও ঔষধ সেবন করুন, আজীবন সুস্থ থাকুন

সাময়িক প্রসঙ্গ

হাইতিতে ভূমিকম্প : বাংলাদেশের অশনি সংকেত

ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ

আল্লাহ তা'আলা অবাধ্য বান্দাদের সোজা পথে ফিরিয়ে আনার জন্য মাঝে-মধ্যে খরা, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, প্রভৃতি আযাব প্রেরণ করে থাকেন। মূলতঃ এগুলো মানুষের পাপের ফল। মহান আল্লাহ বলেন, 'যদি জনপদের অধিবাসীরা বিশ্বাসী হ'ত ও আল্লাহভীরু হ'ত, তাহ'লে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর প্রবৃদ্ধিসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। ফলে আমরা তাদের পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের কারণে' *(আ'রাফ ৭/৯৬)*। 'স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্য ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে' *(রূম ৩০/৪১)*। 'গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করায়, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে' *(সাজদা ৩২/২১)*। আলোচ্য নিবন্ধে সাম্প্রতিক সময়ে হাইতিতে সংঘটিত ভূমিকম্প সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

ক্যারিবিয়ান সাগরের বুকে বৃহত্তম দ্বীপ হিসপ্যানিওলা। এই দ্বীপের পশ্চিমাংশের এক-তৃতীয়াংশ হ'ল হাইতি প্রজাতন্ত্র। রাজধানীর নাম 'পোর্ট অব প্রিন্স'। যার আয়তন ১০ হাযার ৭শ' বর্গমাইল। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। হিসপ্যানিওলা দ্বীপের পূর্বাংশের বাকী দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র। হাইতির লোকসংখ্যা প্রায় এক কোটি, যার ৭০ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। একজন মানুষের প্রতিদিনের আয় দুই ডলারের কম। আটটি পর্বত প্রধান অঞ্চল নিয়ে দেশটি গঠিত, যা তার ৮০ ভাগ ভূখণ্ড দখল করে আছে; বাকী ২০ ভাগ সমতল। আবহাওয়া উষ্ণ ও আর্দ্র। এক সময়কার বনজ ও খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ এ দ্বীপ রাষ্ট্রটি সাম্প্রতিককালে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। বনসম্পদ শতকরা ২ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। এ কারণেই দেশটি ব্যাপক ভূমিক্ষয় ও প্রাকৃতিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে। দিগন্ত প্রসারিত দৃষ্টিতে মাইলের পর মাইল শুষ্ক ও ন্যাড়া পাহাড় ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ভাত ও রুটি।

স্পেন অভিযাত্রী ক্রিস্টোফার কলম্বাস ৫ ডিসেম্বর ১৪৯১ সালে এই ভূখণ্ডটি আবিষ্কার করেন। তখন থেকেই প্রথমে স্পেনীয় ও পরে ফরাসীরা দেশটিতে উপনিবেশ গড়ে তোলে। তখন থেকে এদেশের মহা মূল্যবান খনিজ সম্পদ সোনাসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদ ইউরোপে পাচার হ'তে থাকে। পক্ষান্তরে ইউরোপীয়দের নিয়ে আসা অজানা রোগ ও মহামারিতে হাইতির অজস্র আদিবাসী মানুষের মৃত্যু ঘটে। দখলদারদের বর্বরতায় এক পর্যায় হাইতি প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। ১৬৭০ সালে ফরাসীদের দখলে যাওয়ার পর হাইতিতে আবার জনবসতি গড়ে উঠে। ১৭ ও ১৮ শতকে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে প্রায় আট লাখ মানুষ হাইতিতে ধরে এনে দাস বানিয়ে খামারে ও খনিতে কলুর বলদের মত খাটানো হয়। হাইতির এই নিরীহ জনগণ বার বার দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চেয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই শক্তি প্রয়োগ করে তাদের বিদ্রোহ নৃশংসভাবে দমন করা হয়েছে। অবশেষে ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্র সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে জ্যাঁ জ্যাক ডেসালিনির নেতৃত্বে ১৮০৪ সালের ১ জানুয়ারী হাইতি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু স্বাধীনতা ঘোষণার মাত্র ২ বছর পার হ'তে না হ'তেই ডেসালিনিকে আততায়ীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হ'তে হয়। এরপর থেকে প্রায় ২শ' বছরের হাইতির ইতিহাস ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ও রক্তাক্ত ইতিহাস। ডেসালিনির পর আরও পাঁচজন রাষ্ট্রপ্রধান আততায়ীর হাতে নিহত হন। ক্যারিবীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে হাইতিই একমাত্র দেশ, যেখানে প্রথম কোন দাসবিদ্রোহ জয়ী হয় এবং ঈপ্সিত স্বাধীনতা লাভ করে। এ কারণে হাইতির বিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের মতই গুরুত্ববহ।

হাইতি ল্যাটিন আমেরিকার প্রথম স্বাধীন দেশ এবং পশ্চিম গোলার্ধে আমেরিকার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র হ'লেও গোড়া থেকেই হাইতি মার্কিন আগ্রাসনের শিকার হয়ে এসেছে। ১৯১১ সালে হাইতির একমাত্র কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সরকারী কোষাগার এবং ১৯১৬ সালে ঋণের অজুহাতে গোটা দেশটাই আমেরিকা দখল করে নেয়। তাদের এ দখলদারিত্ব নৃশংসভাবে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত কায়েম থাকে। আমেরিকার মেরিন সেনারা আফগানিস্তান ও ইরাকের মত দেশটিতে পুতুল সরকার ও তাদের পছন্দমত সংবিধান রচনা করে। যে সংবিধানে হাইতির ভূমি বিদেশীদের মালিকানায় দেয়ার বিধান রাখা হয়। কিন্তু হাইতির সংসদ সেটা পাস করতে সম্মত না হওয়ায় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। হাইতির অধিকাংশ জনগণকে মার্কিন মালিকানাধীন চিনি ও কফি খামারগুলোতে দাসের মত কাজ করতে বাধ্য করা হয়। তাদেরকে কৃষি উৎপাদন থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয় রপ্তানিমুখী অর্থনীতিতে। এভাবে মার্কিন রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরে হাইতিকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেয়।

হাইতির জনগণ যতবার বিদ্রোহ করেছে, ততবারই মার্কিন মদদপুষ্ট সেনা অভ্যুত্থান কিংবা সরাসরি তাদের সেনাবাহিনী দ্বারা সে আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করা হয়েছে। বার বার নির্বাচিত সরকারকে হয় হত্যা করা

হয়েছে, না হয় উচ্ছেদ করা হয়েছে। অবশেষে দীর্ঘ গণ-আন্দোলনের মুখে ১৯৮৭ সালে ৩০ বছরের স্বৈরশাসনের বিদায়ঘণ্টা বাজে। এরপরও সেখানে একবার নির্বাচিত সরকার, একবার সামরিক শাসন দেশ চালাতে থাকে। ১৯৯০ সালের পর সেদেশে যতবার নির্বাচন হয়েছে ততবারই জনপ্রিয় লাভালাস আন্দোলন জয়ী হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে সরকার চালাতে দেওয়া হয়নি। সর্বশেষ নির্বাচনে বিজয়ী জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট অ্যারিস্টিডকে মার্কিন মদদে সেনাপ্রধান রাউল সিড্রাসকে দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট রেনে প্রেভালও তাদের ক্রীড়নক হয়ে দেশ চালাচ্ছেন।

পৌনঃপুনিক স্বৈরশাসন, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও অরাজকতায় বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত এই ক্যারিবীয় দ্বীপরাষ্ট্রে এখন নেমে এসেছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ৭ মাত্রার ভূমিকম্প। এ যেন মরার উপরে খাঁড়ার ঘা। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানিয়েছে, গত ১২ জানুয়ারী মঙ্গলবার স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিটে এ ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল রাজধানী পোর্ট অব প্রিন্স থেকে ১৫ কিঃমিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে। প্রথম ভূমিকম্পের কিছুক্ষণের মধ্যেই ৫.৯, ৫.৫ ও ৫.১ মাত্রার আরও তিনটি মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের পরপরই ক্যারিবীয় অঞ্চলে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়। ১৬ জানুয়ারী দেশটিতে আবারো ৪.৫ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। হাইতির ইতিহাসে গত ২শ' বছরেরও বেশী সময়ের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এই ভূমিকম্প রাজধানীজুড়ে কয়েক হাযার ভবন নিমিষে বিধ্বস্ত করেছে। যার মধ্যে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ, কর ভবন, বাণিজ্য ভবন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভবন, সমুদ্র বন্দর, জাতিসংঘ মিশনের সদর দপ্তর, মন্টানা হোটেল, ক্রিস্টোফার হোটেল প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। নিমিষে পুরো রাজধানী ধূলি-ধোঁয়ার আঁধারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনের প্রধান অ্যালেইন লি রয় জানিয়েছেন, ভূমিকম্পে মিশনের সদর দপ্তর বিধ্বস্ত হয়েছে। সদর দপ্তরের পাঁচতলা মূল ভবনটি বিধ্বস্ত হয়েছে, যেখানে সাধারণত দুই থেকে আড়াই শ' লোক কাজ করে।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা দুই লাখ ছাড়িয়ে গেছে। আহত ও বাস্তুচ্যুত হয়েছে লাখ লাখ মানুষ। মৃতদেহগুলো পচে-গলে লাশের গন্ধে হাইতির বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। নিহতদের মধ্যে আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রিয়া, ব্রিটেন, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, ফ্রান্স, জর্ডান ও মেক্সিকোর প্রায় ৫০ জন নাগরিক রয়েছে বলে জানা গেছে। দারিদ্র্য, জনসংখ্যার ভারে নিমজ্জিত, প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতার চরমে থাকা দেশটি আজ তীব্র মানবিক সংকটে নিপতিত। উপর্যুপরি ভূমিকম্পে খোদ রাজধানী বিধ্বস্ত হওয়ায় নিজেদের পক্ষে উদ্ধার ও পুনর্গঠনের কাজ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাবে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাঁপা পড়া হাযার হাযার মানুষের উদ্ধার কাজও ঠিকমত করা সম্ভব হয়নি। ফোনের নেটওয়ার্ক না থাকায় কেউ কারও সঙ্গে যোগাযোগ পর্যন্ত করতে পারছে না।

এদিকে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা থেকে বেঁচে যাওয়া খাদ্য, পানি ও বাসস্থানহীন লাখ লাখ মানুষ খোলা আকাশের নিচে মানবেতর দিন কাটাচ্ছে। প্রথম দু'এক দিন ধৈর্য ধরে থাকলেও যত দিন যাচ্ছে ততই তারা ত্রাণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠছে। হাইতিতে নিয়োজিত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর মুখপাত্র ডেভিড উইমহার্স্ট বলেন, ত্রাণের জন্য অপেক্ষায় থাকা দুর্গত লোকজন ধীরে ধীরে অধৈর্য ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। অপরদিকে ভূমিকম্প দুর্গত এলাকায় লুটতরাজ বৃদ্ধি পেয়েছে। সে কারণে দুর্গত মানুষ চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে দিনাতিপাত করছে। তাদের এক মুখপাত্র বলেন, 'এখন আমাদের প্রধান সমস্যা নিরাপত্তাহীনতা। ক্ষুব্ধ মানুষ আগের দিন আমাদের কয়েকটি ট্রাক ছিনতাই করতে চেষ্টা করেছিল। অনেক ক্ষেত্রে অস্ত্রের মুখে কিছু সামগ্রী লুট হয়েছে বলে দু'একটি সংবাদ মাধ্যম প্রচার করেছে। পোর্ট অব প্রিন্সের নিরাপত্তাব্যবস্থা একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। ভূমিকম্পে রাজধানীর একটি জেলখানা বিধ্বস্ত হয়েছে। সেখানে প্রায় চার হাযার সন্ত্রাসী আটক ছিল। ভবন ধসে তাদের কেউ কেউ মারা গেছে। যারা বেঁচে আছে তারা পালিয়ে গেছে। এসব সন্ত্রাসীরাই লুটতরাজে লিপ্ত বলে অনেকের ধারণা।

হাইতির এই দুর্দিনে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বিশ্বের দরবারে ৫৬ কোটি মার্কিন ডলার ত্রাণ সাহায্যের আবেদন জানালে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সংস্থার পক্ষ থেকে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। জাতিসংঘ জানিয়েছে, হাইতির জন্য এ পর্যন্ত ২০টি দেশ, সংস্থা ও কোম্পানির নিকট থেকে প্রায় ২০ কোটি ৭০ লাখ মার্কিন ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে ৭৪টি বিমান ত্রাণসহায়তা নিয়ে পোর্ট অব প্রিন্সে পৌঁছেছে। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক না থাকায় ত্রাণ বিতরণ ব্যাহত হচ্ছে। হাইতির দুর্গতপীড়িত মানুষের সহায়তায় পুনর্গঠন কার্যক্রমে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও জর্জ ডব্লিউ বুশের নেতৃত্বে স্বদেশে তহবিল গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। এই তহবিলের নাম রাখা হয়েছে 'ক্লিনটন-বুশ হাইতি তহবিল'। বুলডোজার দিয়ে ধ্বংসাবশেষ সরানো অব্যাহত থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। ছোট্ট বিমান বন্দরে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশী মালামাল জড়ো হওয়ায় সেখানেও বিমান উঠানামা ব্যাহত হচ্ছে। এমত পরিস্থিতিতে হাইতিতে চলছে চরম মানবিক বিপর্যয়।

হাইতির সরকার অবশ্য এ ভয়াবহ মুহূর্তে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সাথে সাথে সেদেশের প্রসিডেন্ট রেনে

প্রেভাল ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়হীনতায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ত্রাণ বিতরণে সমন্বয় সৃষ্টি করা না গেলে সেখানে চরম মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। ত্রাণ বিতরণের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছে, সেই কমিটির মাধ্যমে ত্রাণ বিতরণের জন্য তিনি সকল ত্রাণকর্মীকে আহ্বান জানিয়েছেন। হাইতির ভয়াবহ পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ কল্পে ইতিমধ্যে সেদেশ সফর করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন।

২০০৪ সালের ইন্দোনেশিয়ার উপকূলের সুনামি জলোচ্ছ্বাসের পর হাইতির এ দুর্গতি বৃহত্তম প্রাকৃতিক বিপর্যয়। সুনামির পর আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সুনামি-দুর্গতদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছিল। আজ হাইতিরও তেমন সহযোগিতা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে বিশ্বের বড় বড় ধনী দেশ সাহয্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে মানবীয় দৃষ্টিতে আমাদেরও প্রয়োজন এই কঠিন বিপদের মুহূর্তে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। বিশেষ করে খাদ্য, চিকিৎসা, আশ্রয় ও পুনর্গঠনে তাদের যরূরী সাহায্য প্রয়োজন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকার মেডিকেল টিম পাঠিয়ে দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে।

বাংলাদেশের অশনি সংকেত : বাংলাদেশও জনসংখ্যার ভারে নিমজ্জিত এক দরিদ্র দেশ। রাজধানী ঢাকায় প্রায় দেড় কোটি মানুষের বাস। অপরিকল্পিত নগরায়ন ও উঁচু ভবন নির্মাণের কারণে ঢাকা ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে থাকা এক ভাবি হাইতি। বাংলাদেশে বড় আকারের ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্প হয় ১৮৯৭ সালে। তখন ঢাকার বেশিরভাগ ভবন ধসে পড়ে। মাঝখানে ১৯৩৪ ও ১৯৫০ সালে ৮ মাত্রার দু'টি ভূমিকম্প আঘাত হানে। অতি সম্প্রতি ৬ মাত্রার দু'টি ভূমিকম্প হয়ে গেছে। জাতিসংঘের ১৯৯৯ সালের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, তেহরানের পর ঢাকাই সবচেয়ে ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে থাকা নগরী। ঢাকার অবস্থান ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকার মধ্যে। সরকারের সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (সিডিএমপি) ঢাকার সাড়ে তিন লাখ ভবনের দুই লাখ ভবনই ভূমিকম্পে ঝুঁকিপূর্ণ বলেছে। অল্প জায়গায় বেশী ভবনের ভারে ঢাকার মাটি দেবে যাচ্ছে। ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের নাজুকতা আর সরকারী অবহেলা ও দুর্যোগ মোকাবেলায় সামর্থ্যহীনতার জন্য ঢাকা এখন সব দিক থেকেই এক বিপন্ন নগরী।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের এক জরিপে দেখা গেছে, ঢাকার বেশীর ভাগ ভবনই ভূমিকম্পসহন প্রযুক্তিতে নির্মিত নয়। ঢাকার ৫৩ শতাংশ ভবন দুর্বল অবকাঠামোর উপর স্থাপিত, ৪১ শতাংশ ভবনের ভরকেন্দ্র নড়বড়ে, ৩৪ শতাংশ ভবনের থাম ও কলাম দুর্বল। জাতিসংঘের আইএসডিআর নামক সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকার বৃহৎ কংক্রিট নির্মিত ভবনের ২৬ শতাংশের বেলাতেই প্রকৌশলগত বিধিমালা অনুসৃত হয়নি। এক কথায় ঢাকা তথা বাংলাদেশের বড় বড় শহরগুলো (চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রাজশাহী, বগুড়া প্রভৃতি) যে ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে আছে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন প্রয়োজন সময় থাকতেই সতর্ক হওয়া। তাই সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। অন্যথায় সামান্য অলসতায় চোখের পলকে হাইতির মত, সুনামির মত লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের প্রাণবায়ু উবে যাবে।

ইংরেজ কবি জন ডানের বহু পুরাতন সেই হুঁশিয়ারী স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, যেকোন মৃত্যু আমারও মৃত্যু। আমি মানবতার অংশ, তাই ঘণ্টা কার জন্য বাজে জানতে কাউকে পাঠিও না; জেনো, ঘণ্টা তোমার জন্যই বাজে। হাইতির মৃত্যু তাই খুব দূরে নয়, মৃত্যুপুরীর পাগলা ঘণ্টা ঢাকা শহর থেকেও শোনা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য নানাবিধ বিপদ-আপদ দিয়ে থাকেন। আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্য ধারণকারীদের' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫)*। বিপদে ধৈর্যধারণ করা যেমন মানুষের কর্তব্য, তেমনি যথাসাধ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও অতীব যরূরী। সাথে সাথে ভূমিকম্প দুর্গত মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে মানবতার দাবী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যমীনবাসীর উপর রহম কর, আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের উপর রহম করবেন' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী)*। আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে রক্ষা করুন! আমীন!!

ঝলক জুয়েলার্স

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোন : দোকান : ৭৭৩৯৫৬।
বাসা : ৭৭৩০৪২।

কবিতা

শীতের হাওয়া

- আব্দুল মুমিন
নামাযগড় কামিল মাদরাসা, নওগাঁ।

শীতের হাওয়া লাগছে গায়ে
গা শিরশির করে,
ঘাসের ডগায় গাছের পাতায়
শিশির কুচি ঝরে।
কচুর পাতায় ব্যাঙের ছাতায়
হিম কুয়াশা ঝরে,
দস্যি ছেলে মাছ ধরতে
যায় না নদীর তীরে।
হিমেল শিশির সারা গায়ে
বন্দী খোকা ঘরে,
তখন আমি সময় কাটাই
কুরআন হাদীছ পড়ে।

***

আলোয় ভরে মুখ

-মুমিন মেহেদী
মধুবাগ, ঢাকা।

বাংলা ভাষায় কথা বলা
বাংলাদেশে থাকা
মায়ের সাথে কান্নাহাসি
আদর সোহাগ ভালোবাসি
মধুর সুরে ম' বর্ণতে
মা বলে ডাকা।
ভাল লাগে খুব
এই ভাষাতে
মন আশাতে
দেই সবুজে ডুব।
কিশোর আলো সূর্যি মামার
বুক থেকে রোজ ভোরে
ছড়িয়ে পড়ে নদীর নায়ে
সবুজ রঙের দূরের গায়ে
মনটা হাসে খুশির ধারায়
যায় নীলে উড়ে
দূর আকাশের বুক।
মন কেড়ে নেয়
আনন্দ দেয়
আলোয় ভরে মুখ।

***

আপোষহীন কাফেলা

-আমীনা খাতুন
সোনারায়, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।

আহলেহাদীছ আন্দোলন
একটি আপোষহীন কাফেলা
তাক্বলীদেরই ধার ধারে না
করে রাসূলের ইত্তেবা।
আহলেহাদীছ আন্দোলন
হক্ব প্রতিষ্ঠায় সদা আপোষহীন
চেষ্টা তাদের কায়েম করা রবের খালেছ দ্বীন।
চলছে তারা আলোর বেগে
অনুসারী হয়ে কুরআন-সুন্নাহ্র
থামবে না কভু এ গতি
যতদিন রবে শির্ক-বিদ'আত আর কুসংস্কার।
আহলেহাদীছ আন্দোলন
গতি তাদের সম্মুখ পানে
রুখতে পারবে না কেউ
যতই করুক নির্যাতন।
আহলেহাদীছ আন্দোলন
নেই তাদের দেহে শির্ক-বিদ'আতের আবরণ।
জমায়েত হও সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে
ঐ শান্তির পতাকাতলে
স্রষ্টার বাণী পৌঁছে দিতে
সবার ঘরে ঘরে।

***

সন্ত্রাস ও দুর্নীতি

-নওশাদ আলী
ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

হাতটা কাঁপে থরথর কলম কাঁপে ভয়ে
সন্ত্রাসী আর দুর্নীতিতে দেশটা গেছে ছেঁয়ে।
দিন মজুরের টাকা আর ভিক্ষার চাল
কেড়ে নিচ্ছে রাস্তা ঘাটে দেশের একি হাল।
উন্নয়নের নামে যারা করছে টাকা লুট
তারা বলে দেশটা এখন আগের চেয়ে গুড।
কেউ থাকে না দুঃখীর পাশে ব্যথা বুঝে না কেউ
ছোট্ট এই স্বাধীন দেশে সন্ত্রাসীদের ঢেউ।
সমাজ সেবার নামে যারা করে দুর্নীতি
তারাই দেশের বড় নেতার পায় যে স্বীকৃতি।
সুষ্ঠু-সুন্দর দেশ গড়তে হয় না যেন ভুল
সবাই মিলে সন্ত্রাসীদের করতে হবে নির্মূল।

***

মহিলাদের পাতা

সমাজে প্রচলিত কিছু শিরক

*নূরজাহান বিনতে আব্দুল মজীদ**

আল্লাহ তাআলা মানুষকে এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে একমাত্র তাঁরই ইবাদতের নিমিত্তে সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াত ৫৬)*। যুগে যুগে তিনি অসংখ্য নবী ও রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, কিতাবসমূহ অবতরণ করেছেন যাতে মানবজাতি তাঁর স্পষ্ট পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয় এবং তাঁর ইবাদত করে এবং তাঁর একত্বের স্বীকৃতি দেয়। ফলে সম্পূর্ণরূপে একমাত্র তাঁরই বিধান যেন বাস্তবায়িত হয়। সমস্ত প্রার্থনা নিবেদন যেন তাঁরই উদ্দেশ্যে হয়। আর এসবের বিপরীতমুখী কোন কর্মকাণ্ড যেন সম্পন্ন না করা হয়। কারণ এগুলোর বিপরীত বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডই শিরক তথা তাঁর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করা।

অন্য কথায়, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে ইলাহ বা মা'বূদ সাব্যস্ত করা শিরক। মূলতঃ শিরক হচ্ছে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করা। স্রষ্টা হওয়ার জন্য যেসব গুণাবলী প্রয়োজন, সেগুলোর ক্ষেত্রে কোন সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে তুলনা করলে, সে মুশরিক হয়ে যাবে। ক্ষতি করা, উপকার করা, দান করা ও দান না করার একক অধিকারী হওয়া ইলাহী বৈশিষ্ট্য, তথা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। আর এসব গুণাবলীর একক অধিকারী হওয়ার কারণে প্রার্থনা করা, ভয় করা, কোন কিছুর আশা করা এবং ভরসা করা কেবলমাত্র তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি এসব গুণকে কোন সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করে, তাহ'লে সে যেন সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে শরীক সাব্যস্ত করল।

আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোন প্রকার মাধ্যম দাঁড় করানো তাঁর প্রভুত্ব, রবূবিয়্যাত ও একত্বের প্রতি চরম আঘাত এবং তাঁর সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করার শামিল। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এরূপ ধারণা করাকে কিছুতেই অনুমোদন করেন না। তাছাড়া স্বাভাবিক জ্ঞান ও নিষ্কলুষ প্রকৃতিও একে পরিত্যাগ করে এবং সুস্থ প্রকৃতি ও উন্নত স্বভাবের নিকট এটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় বলে বিবেচিত।

শিরক হল জঘন্যতম গোনাহ। যার কোন ক্ষমা নেই। শিরক মিশ্রিত যেকোন আমল ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যহীন এবং আল্লাহ্‌র নিকটে তা প্রত্যাখ্যাত। কেউ যদি জীবনে একটি শিরকও করে এবং তওবা না করে মৃত্যুবরণ করে, তাহ'লে এই একটিমাত্র শিরকই তার ঈমান ও জীবনের যাবতীয় সৎকর্মকে নিষ্ফল করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। এ ধরনের লোকদের ঈমান ও আমলের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً ، الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعاً-

'বলুন, আমি তোমাদেরকে কি সংবাদ দেব নিজেদের আমলের ক্ষেত্রে কারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত? তারা সেসব লোক দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে আর তারা নিজেরা মনে করছে যে, তারা সৎকর্ম করছে' *(কাহফ ১৮/১০৩-১০৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوْراً-

'আর আমি তাদের আমলের দিকে অগ্রসর হব, অতঃপর তা (তাওহীদ শূন্য হওয়ার কারণে) বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দিব' *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*।

কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র তাওহীদের স্বীকৃতি দান, এর সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। ফলে এ পৃথিবীতে আগমনকারী প্রতিটি নবী বা রাসূল সর্বপ্রথম তাওহীদের দিকেই আহ্বান করেছেন এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য বারবার তাকিদ জানিয়েছিলেন *(নাহল ৩৬)*। তাওহীদের মর্মবাণী প্রচারের জন্য জীবনের সবচেয়ে বেশী সময় অতিবাহিত করেছেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। এ বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এ সম্পর্কে খুব কমই গুরুত্বারোপ করা হয়। এমনকি ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় এ বিষয়ে তেমন লেখালেখিও হয় না। ফলে তাওহীদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে তাওহীদের পরিপন্থী বিষয় শিরক মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তার লাভ করেছে। আর শিরক এমনই ভয়াবহ ও জঘন্যতম পাপ যা থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মানুষের আবশ্যিক কর্তব্য। শিরকের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ-

'(হে নবী) কিন্তু তোমার কাছে আর তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছে ওহী করা হয়েছে যে, তুমি যদি (আল্লাহ্‌র) শরীক স্থির কর, তাহ'লে তোমার কর্ম অবশ্য অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যাবে। আর তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(যুমার ৩৯/৬৫)*। পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলা হয়েছে *(বাক্বারাহ, ২/২২; নিসা /১১৬; মায়েদাহ ৫/৭২; আন'আম ৬/৮৮)*।

এ কারণে বান্দার ওপর সর্বপ্রথম অপরিহার্য বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল তাওহীদ সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা। নিজের ঈমান, আক্বীদা ও যাবতীয় আমল শিরক মুক্ত রাখা, যাতে কোন আমল বরবাদ না হয়। তাওহীদের প্রকৃত জ্ঞান না থাকলে, কোন জ্ঞানই পরিপূর্ণ নয়। তাওহীদবিহীন

* *গোবিন্দা, পাবনা।*

কোন আমলও গ্রহণীয় নয়। তাছাড়া ইক্বামতে দ্বীনের মূলকথাই হচ্ছে তাওহীদকে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা ও এর উপর মৃত্যু পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা। আর এজন্য তাওহীদকে বিনষ্টকারী শিরক নামের মহা অপরাধ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান রাখা। অন্যথা যেকোন সময় শয়তানের খপ্পরে পড়ে যে কারো ঈমান ও জীবনের সৎকর্মের যাবতীয় সাধনা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। এহেন গুরুতর পরিণতির হাত থেকে যেমন নিজেকে রক্ষা করা আবশ্যক, তেমনি এথেকে অন্য সকল মুসলমানকেও রক্ষা করা আবশ্যক। নিম্নে আমাদের বাস্তব জীবনে ও সমাজে প্রচলিত নানা ধরণের শিরক সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল:

আমাদের সমাজে প্রচলিত শিরক :

আমাদের দেশের গ্রাম ও শহরে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে শিরক, বিদ'আত ও নানাবিধ কুসংস্কার। কুসংস্কারজনিত এমন শিরক রয়েছে যা এসব দেশের লোকজন ধর্মীয় বিধান বা নিয়ম মনে করেই পালন করে থাকে। যেমন-

১. **আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো গায়েবী ক্ষমতায় বিশ্বাস করা:** আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জগতের উপর কর্তৃত্ব রয়েছে বলে বিশ্বাস করা। যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, সে অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং অলৌকিকভাবেই কোন ঘটনা সংঘটিত করতে, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য, রোজগারহীনকে রোজগার, সন্তানহীনকে সন্তান দিতে পারে, তাহ'লে সে মুশরিক বলে গণ্য হবে।

২. **জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত :** জ্যোতির্বিদ্যা হ'ল সৌরজগতের বিভিন্ন অবস্থা পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করা। জ্যোতির্বিদরা বলে থাকেন যে, অমুক নক্ষত্রের অমুক স্থানে অবস্থানের সময়ে যে ব্যক্তি বিবাহ করবে তার অমুক অমুক জিনিস অর্জিত হবে। যে ব্যক্তি অমুক নক্ষত্রের অমুক জায়গায় অবস্থানের ক্ষণে সফরে থাকবে সে ভাগ্যবান কিংবা ভাগ্যহীন হবে। যেমন- বর্তমানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ ধরনের অর্থহীন-আজগুবি খবরাখবর পরিবেশন করা হয়, আর এগুলোর আশে-পাশে বিক্ষিপ্ত তারকারাজি, সরলরেখা, বক্ররেখা ইত্যাদি ধরনের আঁকা-বাঁকা রেখা অংকিত থাকে। কিছু সংখ্যক মূর্খ ও দুর্বল ঈমানের মানুষও বিভিন্ন সময় জ্যোতিষীদের নিকট গমন করে থাকে এবং তাদেরকে স্বীয় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিবাহ-শাদী ইত্যাদি সম্পর্কেও প্রশ্ন করে থাকে।

৩. **যাদু-টোনা, বাণ মারা, বধ করা:** আমাদের সমাজে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যদি কারো সাথে কারো শত্রুতা সৃষ্টি হয় এবং এ দু'পক্ষের কোন এক পক্ষ যদি দুর্বল হয়, তবে দুর্বল পক্ষ সাধারণত বিভিন্ন জিন সাধকের মাধ্যমে যাদুর আশ্রয় গ্রহণ করে সবল পক্ষকে বাণ মারে বা বধ করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে সবল পক্ষও দুর্বল পক্ষকে সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যাদুর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এভাবেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অধিকতর ভালবাসা সৃষ্টি, কারো সাথে শত্রুতা সৃষ্টি, কারো বিবাহ হ'তে না দেয়া, কারও প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি, কাউকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে চলে যাদুর খেলা। আর এখানেই শেষ নয় বরং এ সকল যাদুকে নিষ্ক্রিয় করতে পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করা হয় যাদুমন্ত্রের। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট তথা জিন, পীর, ওলী-আওলিয়া, এমনকি হিন্দুদের দেব-দেবী প্রভৃতির নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করা, নির্দিষ্ট দিনে লাল বা কালো মোরগ জিন বা ভূতের নামে রোগীকে যবহ করতে বলা কিংবা মিষ্টি ও ফলমূল গায়রুল্লাহ্‌র নামে এমনকি হিন্দুদের মন্দীরে অবস্থিত দেব-দেবীকেও মানত করা।

৪. **রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে ধাতব পদার্থ নির্মিত আংটি ও বালা পরিধান করা:** রাজধানী সহ বিভিন্ন শহরের ফুটপাতে এবং বড় বড় পাইকারী বাজারে এমন কিছু ব্যবসায়ের দোকান পাওয়া যায়, যারা ধাতব নির্মিত আংটি ও বালা বিক্রি করে থাকে। অনেক লোকদেরকে তা বাত রোগ নিরাময়, যে কোন উদ্দেশ্য সফল হওয়া, শনি ও মঙ্গল গ্রহের কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা ইত্যাদির জন্য করে আংগুলে ও হাতে ব্যবহার করতে দেখা যায়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বাইরে কোন বস্তুই নিজস্ব গুণে কোন রোগের ক্ষেত্রে উপকারী বা অপকারী হ'তে পারে না। এতে রোগীর অন্তরে ধাতব বস্তুর প্রতি উপকারী হওয়ার ধারণার সৃষ্টি হয় এবং রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে বস্তুর উপর ভরসা করা হয়। তাই কোন বস্তুকে কোন ক্ষেত্রে উপকারী বা অপকারী ধারণা করে ব্যবহার করা।

৫. **জিন বা অপর কোন রোগের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য শরীরে তা'বীয ব্যবহার করা:** জিনের অশুভ দৃষ্টি এবং বিভিন্ন রোগের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ মুসলিমদের মাঝে তা'বীয ব্যবহার একটা সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে। অথচ সকল ধরনের তা'বীয ব্যবহার করা শিরক।

৬. **মাযার স্পর্শ করা, শরীর মাসেহ করা বা চুমু খাওয়া, কবরের মাটি বরকতের নিয়তে নিয়ে তা'বীযে করে গলায় বাঁধা, গায়ে মালিশ করা, রওযা শরীফ, মাযার বা কবর ইত্যাদির ছবি বরকতের জন্যে রাখা, চুমু খাওয়া, সম্মান করা:** বিপদাপদ, বালা-মুছীবাত থেকে বাঁচার জন্য ঘর-বাড়িতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকতের জন্য দোকান, অফিস, হোটেলে ছবি রেখে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে এগুলো করা।

৭. **কবর ধোয়া পানি :** মাযারকে মাঝে মাঝে মহা ধুমধামের সাথে গোসল করানো হয়। আর এ কবর ধোয়া পানি বোতলে করে নিয়ে যাওয়া এবং নেক মাকসূদ পূরণের নিয়তে পান করা।

৮. **মাযারে গিলাফের তা'যীম :** বিভিন্ন পীর, ওলী-আওলিয়া, বুযুর্গানে দ্বীনের মাযারে বা কবরের ওপরে আজকাল গিলাফ পরানো হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর এ গিলাফ পরিবর্তন করে আবার নতুন গিলাফ পরানো হয়।

পুরানো গিলাফ অতি যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা হয়। অজ্ঞ, অশিক্ষিত মানুষ অনেক ক্ষেত্রে এসব গিলাফে চুমু খায়, গিলাফ ধরে ফরিয়াদ জানায়, আদবের সাথে মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এ গিলাফের সুতা তা'বীযে ভরে গলায় বাঁধে। এমনকি অনেকেই আরো একধাপ এগিয়ে গিলাফের কাছেই দো'আ চেয়ে বসে।

৯. **ওরশ :** অনেক মাযারে ও পীরের দরবারে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, পীরের জন্ম বা মৃত্যু তারিখ নির্দিষ্ট করে ওরশ হয়ে থাকে। বিজলী বাতি, গেট, চকমকি কাগজ ইত্যাদি দিয়ে প্যান্ডেল, স্টেজ সাজানো হয়। বেপর্দা অবস্থায় নারী-পুরুষ একত্রে বসে যিকির করে, কাওয়ালী-সামা শোনে। ভণ্ড পীর, ফকীররা এ সব ওরশে ওয়ায নসীহ'তের নামে শরী'আত বিরোধী আক্বীদা-বিশ্বাস প্রচার করে। শাহী তবারক রান্না করা হয়। ওরশের পরে যে টাকা অবশিষ্ট থেকে যায়, তা পীর ও তার খাদেমদের পকেটে চলে যায়। ওরশ মূলতঃ আনন্দোৎসব ও টাকা উপার্জনের পন্থা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

১০. **খাজা বাবার ডেগ :** একদল লোক বিশেষত যুবকেরা রজব মাস এলেই পথে-ঘাটে, বাজারে যেখানেই সুযোগ পায় সেখানেই একটা ডেগ বা বড় হাড়ি বসায়। লালসালু কাপড় বিছিয়ে, বাঁশ দিয়ে ছাউনি দিয়ে, বিজলী বাতি জ্বালিয়ে, চকমকি কাগজ এবং বিভিন্ন ধরনের রং লাগিয়ে ঘর সাজিয়ে তার মধ্যে স্থাপন করে ডেগ। তারা একে বলে 'খাজা বাবার ডেগ'।

১১. **প্রাণীর ছবি, চিত্র, প্রতিকৃতি, মূর্তি, ভাস্কর্য ইত্যাদির হুকুম :** কোন নেতা, লিডার বা স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিবর্গের ছবি, চিত্র, প্রতিকৃতি, মূর্তি ভাস্কর্য ইত্যাদি তৈরি করা, মাঠে-ঘাটে, অফিস-আদালতে ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এগুলো স্থাপন করা, এগুলোকে সম্মান করা, এগুলোর উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ ইত্যাদি করা।

১২. **সমাধি, স্মৃতিস্তম্ভ, শহীদ মিনার :** সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের স্মরণে সমাধি, স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিসৌধ বা শহীদ মিনার নির্মাণ, এগুলোকে সম্মান জানানো, সামনে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা ইত্যাদি।

১৩. **অগ্নিপূজা এবং শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ :** 'অগ্নি শিখা' অগ্নিপূজকের উপাস্য দেবতা। তারা ভক্তি, প্রণাম ও নানা কর্মকাণ্ডের দ্বারা আগুনের পূজা করে থাকে। এ অগ্নিপূজা সম্পূর্ণ শিরক ও আল্লাহদ্রোহী কাজ। 'শিখা চিরন্তন' বা 'শিখা অনির্বাণের' নামে অগ্নি মশালকে সারা দেশে ঘুরিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা জানানো এবং এগুলোর প্রজ্জ্বলনকে অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষ ধরনের বেদীর ওপর এগুলো স্থাপন করা, অলিম্পিক মশাল সহ বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানের মশাল প্রজ্জ্বলনও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

১৪. **মঙ্গল প্রদীপ :** হিন্দুদের অনুকরণে কোন অনুষ্ঠানের শুরুতে বা কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা পালন করা।

১৫. **তাছাওউফের শায়েখ বা পীরের কল্পনা :** তাছাওউফের শায়খ বা পীরের চেহারা, আকৃতি ইত্যাদি কল্পনা করে মোরাকাবা, ধ্যান, যিকির বা অন্য যে কোন ইবাদত করা শিরক।

১৬. **পীরকে দূর হ'তে ডাকা :** অনেকে স্বীয় পীর বা কোন বুযুর্গ ব্যক্তিকে বহুদূর হ'তে ডাকে এবং মনে করে যে, তিনি এটা জানতে ও শুনতে পারছেন। অনেক সময় 'ইয়া গাওছুল আযম', 'ইয়া খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী' ইত্যাদি বলে ডাকতে থাকে এবং নিজেদের ফরিয়াদ পেশ করতে থাকে।

১৭. **পীরের জন্য ঘর সাজিয়ে রাখা :** কিছু সংখ্যক পীরের অনুসারীরা তাদের বাড়ির মধ্যে একটি ঘর পীরের জন্য সারা বছর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। একটা বড় খাটের ওপর চাদর বিছিয়ে বড় বড় কয়েকটা কোল বালিশ সেট করে 'বিশেষ আসন' তৈরি করা হয়। পীরের ছবিকে মালা পরিয়ে সযত্নে ঐ ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। ফুল ও জরি দিয়ে ঘরটি সুন্দর করে সাজানো হয়। সারা বছর ঐ ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয়া হয় না। মাঝে মাঝে মুরীদরা ঐ ঘরে ঢুকে ছবি ও আসনের সামনে আদবের সাথে চুপ করে বসে থাকে।

১৮. **পীরের বাড়ির বা আস্তানার খাদেম, গরু, কুকুর, বিড়াল, মাছ ও কচ্ছপ ইত্যাদির প্রতি অন্ধ সম্মান :** অনেককে দেখা যায়, পীরের বা মাযারের খাদেম, গরু, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদিকে দেখামাত্র দাঁড়িয়ে যায়। এগুলোর সামনে মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকে আবার এসব গরু, কুকুর, বিড়ালের পা ধরে বসে থাকে নেক মাকছূদ পূরণের জন্য।

১৯. **পীর, ওলী-আওলিয়াদের কবরের মাটি ও সেখানে জ্বালানো মোম বিভিন্ন রোগের জন্য উপকারী মনে করা :** এ ধরনের কর্ম আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে অহরহ পরিলক্ষিত হয়। তারা বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে আউলিয়াদের কবরের মাটি ও সেখানে জ্বালানো মোমবাতি অনেক উপকারী মহৌষধ মনে করে অত্যন্ত যত্নের সাথে তা ব্যবহার করে থাকে এবং এর দ্বারা কোন রোগ মুক্তি হ'লে তা কবরস্থ ব্যক্তির দান বা তাঁর ফয়েয বলে মনে করে।

২০. **গায়রুল্লাহর নামে যিকির বা অযীফা :** আল্লাহ্‌র যিকিরের ন্যায় কোন নবী বা রাসূল, পীর, ওলী-আওলিয়া, বুযুর্গ, আলিমের নাম জপ করা, বিপদের পড়লে তাদের নামের অযীফা পড়া। যেমন- 'ইয়া রাহমাতুল্লিল আলামীন', 'ইয়া রাসূলাল্লাহ', 'নূরে রাসূল, নূরে খোদা', 'হক বাবা, হক বাবা' ইত্যাদি।

২১. **কামেল পীরের গোনাহ নেই :** খোদা পাক, কামেল পীরও পাক। তাদের কোন গোনাহ নেই। তারা নিষ্পাপ। এ ধরনের কথা বলা ও বিশ্বাস করা।

২২. **পীরের পায়ে সিজদা করা বা কদমবুসি করা :** সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পীরের পায়ে সিজদা করা বা নেক মাকছূদ পূরণের জন্য, রোগমুক্তির নিয়তে পীরের পা চাটা, পায়ে চুমু খাওয়া, গাড়ি চাটা, দাড়িতে চুমু খাওয়া, ব্যবহার্য

থালাবাটি বা অন্য কোন বস্তু চাটা বা চুমু খাওয়া, মাযারে চুমু খাওয়া।

২৩. **আল্লাহ্র সত্তার সাথে মিশে যাওয়া :** অনেকের ধারণা মুরীদ যখন 'ফানাফিল্লাহ' পর্যায়ে পৌঁছে, তখন সে আল্লাহ্র সত্তার সাথে মিশে বিলীন হয়ে যায় এবং তাঁর পৃথক কোন অস্তিত্ব থাকে না। খাওয়া, ঘুম, স্ত্রী সহবাস সহ যাবতীয় কাজকর্ম তখন আর নিজস্ব থাকে না। এগুলো সব আল্লাহ্র হয়ে যায় অর্থাৎ এ সব কাজ আল্লাহ নিজেই করেন। (নাঊযুবিল্লাহ)

২৪. **আল্লাহ যা করান, তাই করি :** একদল ফকীর বলে, আল্লাহ যা করান, তা-ই করি। আল্লাহ ছালাত আদায় করান না, তাই আদায় করি না , আল্লাহ গাঁজা টানাচ্ছেন, তাই টানি। তাক্বদীরে ছালাত থাকলে তো আদায় করব।

২৫. **দিলে দিলে ছালাত পড়ি :** অনেক পীর ছালাত, ছওমের ধার ধারে না; কিন্তু খুব সাধনা করে! দু'তিন দিন পর পর একটু খায়। কম কথা বলে। লোকজনের সাথে কম মিশে। দিনের বেশিরভাগ সময় চুপ করে ধ্যান মগ্ন অবস্থায় বসে থাকে। এরা বলে, আমরা দিলে দিলে ছালাত পড়ি। তোমরা মাত্র ৫ ওয়াক্ত পড়, আর আমরা সারা দিন-রাতই ছালাত পড়ি।

২৬. **সীনায় সীনায় মা'রেফতী :** পীর বা দরবেশ দাবীদার একদল লোক বলে থাকে, 'কুরআন শরীফ মোট ৪০ পারা। ৩০ পারায় যাহেরী ইলমের বিষয় আছে। বাকি ১০ পারা মারেফতী বিদ্যায় ভরা রয়েছে। এ ১০ পারা আমরা সীনায় সীনায় পেয়েছি। শরী'আতের আলেমরা এগুলোর খবর রাখেন না।

২৭. **শরী'আতের ইত্তেবা সর্বাবস্থায় ফরয নয় :** অনেকের ধারণা, মুরীদ যখন মা'রেফাতের উচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়, তখন তার জন্য শরী'আতের হুকুম-আহকাম, ছালাত, ছওম ইত্যাদি মাফ হয়ে যায়।

২৮. **শিরকের গন্ধযুক্ত নাম বা সম্বোধন :** যে সকল নাম বা সম্বোধনে শিরকের সংস্পর্শ পাওয়া যায়, সেগুলোকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। জাহেলী যুগে মানুষ নিজের সন্তান-সন্ততির নাম সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদির নামের সাথে সম্পৃক্ত করে রাখত। যেমন- আবদে শামস্ বা সূর্যের গোলাম, আবদে মানাফ বা মানাফের গোলাম ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ধরনের নাম রাখতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

২৯. **শিরকের গন্ধযুক্ত উপাধি :** পীর বা ওলীকে এমন কোন উপাধিতে সম্বোধন করা উচিত নয় যা অর্থগত দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রযোজ্য। যেমন- গাউছুল আযম (সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী), গরীবে নেওয়াজ (গরীবরা যার মুখাপেক্ষী), মুশকিল কোশা (যার মাধ্যমে বিপদাপদ দূর হয়), কাইয়ূমে যামান (যামানা কায়েম করেছেন যিনি) ইত্যাদি।

৩০. **সন্তানের নামকরণে নবী ও পীর-আওলিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপন :** গোলাম মুছত্বফা (মুছত্বফার গোলাম), আব্দুন্নবী (নবীর দাস), আব্দুর রাসূল, আলী বখশ (আলী (রাঃ)-এর দান), হোসেন বখশ (হুসাইন (রাঃ)-এর দান), পীর বখশ (পীরের দান), মাদার[১] বখশ (মাদারের দান), গোলাম মহিউদ্দীন (পীর মহিউদ্দীনের গোলাম), আব্দুল হাসান (হাসানের গোলাম), আব্দুল হুসাইন (হুসাইনের গোলাম), গোলাম রাসূল (রাসূলের গোলাম), গোলাম সাকলায়েন ইত্যাদি নাম রাখা।

৩১. **বিপদে পড়লে জিন, ফেরেশতা, পীর, ওলী-আওলিয়াদের ডাকা :** দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ মূর্খ, পীর ও মাযার পূজারী অনেক লোককে দেখা যায় বিপদে-আপদে, রোগে-শোকে আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে পীর, ওলী, জিন ও ফেরেশতাদের আহ্বান করতে থাকে। যেমন- 'ইয়া গাওছুল আযম বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী', 'ইয়া খাজা বাবা', 'ইয়া সুলতানুল আওলিয়া', 'হে পীর কেবলাজান', 'হে জিন',... আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে বিপদ হ'তে বাঁচান, আমার মাকছূদ পূরা করুন, সন্তান দিন ইত্যাদি। কোন কোন মূর্খলোক বালা মুছীবতের সময় বুযুর্গ লোকদের উদ্দেশ্যে দো'আ করে, ফরিয়াদ জানায়। এভাবে গাইরুল্লাহকে ডাকা এবং তাদের কাছে নিজের ফরিয়াদ পেশ করা, তা কাছ থেকে হোক আর দূর থেকেই হোক।

৩২. **পীর, ওলী-আওলীয়াদের স্মৃতিচিহ্নের তা'যীম করা এবং এদের কাছে গায়েবী সাহায্য চাওয়া :** অনেকে পীর, ওলী-আওলিয়াদের স্মৃতিচিহ্নকে এমন তা'যীম করে যে তা শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। পীর হয়তো কোন গাছের নীচে বসতেন, বিশ্রাম করতেন। পীরের মৃত্যুর পর মুরীদরা ঐ গাছ বা পাথরের গোড়ায় আগরবাতি, মোমবাতি, ধূপ ইত্যাদি জ্বালায়, মীলাদ পড়ায়, বিপদ মুক্তির জন্য ফরিয়াদ জানায়। খানজাহান আলীর মাযারের পুকুরে কুমীর আছে, চট্টগ্রামে কথিত বায়েজীদ বোস্তামীর মাযারে কচ্ছপ আছে। আবার কোন কোন জায়গায় গজার মাছ, জালালী কবুতর ইত্যাদি পীর-ওলীদের স্মৃতি বহন করছে বলে মানুষের বিশ্বাস। অজ্ঞ অশিক্ষিত মানুষেরা মাযারের ব্যবসায়ী খাদেমদের খপ্পরে পড়ে এ সব কচ্ছপ, গজার মাছ, কুমীর, জালালী কবুতর ইত্যাদিকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করে এবং এদের জন্য বিভিন্ন খাদ্যবস্তু পূজাস্বরূপ নিয়ে যায় ও এদের কাছে সাহায্যে প্রার্থনা জানায়।

৩৩. **মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন :** সিলভা, কোয়ান্টাম বা অন্য কোন মেথডের (পদ্ধতি) দ্বারা মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো এবং সকল সমস্যার সমাধান লাভ করার মাধ্যমে জীবনে সফলতা অর্জন করার কথা বলা।

---

১ *'মাদার'-কে বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলের হিন্দুরা বড় ঋষি বলে জানে।*

৩৪. **কপালে টাকা স্পর্শ করে তা সম্মান করা :** টাকা-পয়সা মানুষের সম্পদ। তা মানুষের জীবনের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে টাকা-পয়সা মানুষের খাদিম। অথচ মানুষ টাকার খাদিম বা গোলাম নয়। সম্পদের সম্মান হচ্ছে তাকে সংরক্ষণ করা, তাকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ জ্ঞান না করা। পায়ের নিচে ফেলে এটাকে দলিত-মথিত না করা। মাথা ও কপাল ঠেকিয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করা হয় এবং তাঁকে সম্মান জানানো হয়। তাই কপালে টাকা স্পর্শ করে টাকাকে সম্মান করা বা 'Money is the Second God' বলা টাকাকে পূজা করারই শামিল। এ কাজটি অনেক মুসলিম ব্যবসায়ীদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়। দোকান খোলার পর প্রথম বিক্রি হ'লেই তারা এ কাজটি করে থাকে।[২]

৩৫. **গ্রহ নক্ষত্রের তা'ছীর (প্রভাব) :** অনেকের ধারণা মানুষের ভাল-মন্দ, বিপদ-আপদ, উন্নতি-অবনতি ইত্যাদি গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে হয়। কেউ বিপদে পড়লে বলা হয়, 'এ ব্যক্তির ওপর শনি গ্রহের প্রভাব পড়েছে'। কারো আনন্দের খবর শুনলে বলা হয়ে থাকে, 'এ ব্যক্তি মঙ্গল গ্রহের নজরে সু নজরে আছে'।

৩৬. **চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের প্রভাব :** অনেকের ধারণা চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ মানুষের ভাল-মন্দ, জন্ম-মৃত্যু, বিপদ-আপদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

৩৭. **কোন মাস বা সময়কে ভাল বা খারাপ জানা :** আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ সময় ও দিনক্ষণের ভালমন্দে বিশ্বাসী। মুহাররম, কার্তিক প্রভৃতি মাসে বিয়েশাদী করা উচিত নয়, রবি ও বৃহস্পতিবারে বাঁশ কাটা যায় না[৩], সোম ও বুধবারে গোলা হ'তে ধান বের করা যায় না, শুক্র ও রবিবারে পশ্চিম দিকে যাত্রা করলে ক্ষতি হবে, শনি ও মঙ্গলবারে বিয়ে করা ও ঝাড়ু বাঁধা উচিত নয়, রাতের বেলা ঝাড়ু দিলে আয় উন্নতি হয় না, রাতে আয়না দেখলে কঠিন পীড়া হয়, রাতে নখ কাটা ঠিক নয়, নতুন বউকে ভাদ্র মাসে শ্বশুর বাড়ীতে রাখা হয় না (কারণ নতুন বছরের পা ভাদ্র মাসে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর জন্য দেখা অকল্যাণকর), ভাদ্র ও পৌষ মাসে মেয়ে লোকের সওয়ারী পাঠানো যায় না, আশ্বিন মাস যাবার দিন মুটে বানিয়ে গরুকে গা ধৌত করা ও 'গো ফাল্গুন' বলে মান্য করা ইত্যাদি।

৩৮. **নব জাতকের জন্য :** নব জাতকের হাতে চামড়ার চিকন তার বা তাগা বা গাছ বা এ ধরনের অন্য কোন কিছু চুড়ির মতো করে বেঁধে দেয়া হয় যাতে কোন অশুভ রোগ-বালাই বা বদ জিন-ভূত স্পর্শ করতে না পারে। আবার নবজাত শিশুকে জিনের অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য বাচ্চার কান ছিদ্র করা, বাচ্চার বালিশের নিচে জুতার টুকরা রাখা অথবা শিশুর মাথার চুল না কাটা। চোখ লাগা থেকে শিশুসন্তানকে রক্ষার জন্য সন্তানের গলায় মাছের হাড়, শামুক ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখা, কপালে কালো টিপ বা দাগ দেয়া।

৩৯. **গায়রুল্লাহ্র নামে কসম করা :** আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহ্র নামে কসম করল, সে কুফরী করল অথবা শিরক করল'।[৪] মূলত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন নামে কসম করলে কসম হয় না। যেমন- রাসূলুল্লাহ্র কসম, কা'বা শরীফের কসম, নিজ চোখের কসম, বিদ্যা বা বই এর কসম ইত্যাদি।

৪০. **আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য পীর, ওলী বা বুযুর্গ ব্যক্তির অসীলা গ্রহণ :** আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে, ক্ষমা ও সাহায্য পাওয়ার আমার কোন জীবিত বা মৃত পীর, ওলী বা বুযুর্গ ব্যক্তিকে অসীলা বা মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা।

শুভ-অশুভ আলামত :

বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন বস্তু, স্থান, শব্দ বা সংকেতকে পসন্দ করা বা না করা মানুষের মানবীয় স্বভাব। এটা দোষের কিছু নয়। তবে ভালকে নিশ্চিতভাবে ভাল এবং মন্দকে অকল্যাণকর বলে জানতে হ'লে শরী'আতের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন। তাওহীদের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে শুভ-অশুভ আলামতে বিশ্বাস করা স্পষ্টভাবে শিরকের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা এ বিধানটি আরও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়। এ হাদীসে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শিরক, কথাটি তিনবার বলেন'।[৫]

পাখি ও প্রাণীর চলাচলের গতিপথকে প্রাক-ইসলামী যুগে বসবাসকারী আরব দেশের লোকেরা সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের আলামত বলে গণ্য করত এবং তাদের জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণের প্রক্রিয়া এ সব আলামতকে ঘিরেই কেন্দ্রীভূত ছিল। শুভ বা অশুভ আলামত নির্ধারণের এই চর্চাকে আরবীতে *তিয়ারা*[১] (উড়াল দেয়া) বলা হ'ত। যেমন, কোথাও যাবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি যাত্রা শুরু করলে যদি একটি পাখি তার উপর দিয়ে উড়ে বামে চলে যেত, তাহ'লে সে ভাবত যে তার দুর্ভাগ্য অবশ্যম্ভাবী; ফলে সে পুনরায় ঘরে ফিরে যেত। ইসলাম এ ধরনের সকল কুপ্রথাকে বাতিল করেছে।

সকল মুসলিমকে এ ধরণের বিশ্বাস হ'তে উদ্ভূত অনুভূতিকে পরিহার করতে বিশেষভাবে যত্নশীল হ'তে হবে। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞাতসারে যদি কেউ কোন কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে

---

২ *ড. মুযযাম্মিল আলী, শিরক কী ও কেন (ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন্স), পৃ. ৩৫০।*

৩ *এ ধরনের বিশ্বাসের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের অনেক এলাকা যেখানে বাঁশের হাট রয়েছে, সেসব হাটগুলো সাধারণত রবিবার ও বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য দিনগুলোতে হয়।*

৪ *হাদীছ ছহীহ। তিরমিযী, হা/১৫৩৫; মুসতাদরাক হাকীম, ১/১৮।*

৫ *তিরমিযী, ৪/১৬০; ইবনু হিব্বান, ১৩/৪৯১; হাকীম, আল-মুসতাদরাক, ১/৬৪; আবূ দাউদ, ৪/১৭।*

যা এ প্রকৃতির বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্র নিকটে এর থেকে পরিত্রাণ চেয়ে নিম্নের দো'আ দ্বারা আকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন করা উচিত:

اَللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ

'আল্লাহুম্মা লা খায়রা ইল্লা খায়রুকা ওয়া লা ত্বায়রা ইল্লা ত্বায়রুক ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা'।

অর্থ: হে আল্লাহ্! আপনার কল্যাণ ব্যতীত কোন কল্যাণ নেই এবং আপনার দেয়া শুভাশুভত্ব ব্যতীত কোন শুভ বা অশুভ নেই এবং আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।[৬]

শুভ-অশুভ আলামত বিষয়ে বেশি রকমের বাড়াবাড়ি করা নিরর্থক। বৃহৎ শিরকের উৎসমূলে পরিণত হওয়ার আশংকায় ইসলাম এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। মূর্তি, মানুষ, তারা, সূর্য ইত্যাদি পূজার উৎপত্তি হঠাৎ করে হয়নি। এ ধরনের পৌত্তলিকতার চর্চা দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমান্বয়ে বিকাশমান হয়েছে। বৃহৎ শিরকের শিকড় যত বিস্তার লাভ করে, আল্লাহ্র একত্বের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ক্রমশ বিলুপ্ত হ'তে থাকে। এভাবে শয়তানের কুমন্ত্রণার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে মুসলিমদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল ধ্বংস করার পূর্বেই তা সমূলে উৎখাত করতে হবে।

৬. *আহমাদ, ২/২২০; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ, হা/১০৬৫; সনদ সহীহ।*

শিরক সম্পর্কে সর্বদা মনে রাখার মতো কথা হল :

১. জীবন বিপন্ন হ'লেও শিরক করা যাবে না, ২. শিরকের পাপের কোন ক্ষমা নেই, ৩. শিরকের পরিণতি ধ্বংস, ৪. শিরক সমস্ত নেক আমলকে বিফল করে দেয়, ৫. মুশরিকরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী, ৬. মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষেধ, ৭. শিরক মিশ্রিত ঈমান কখনোই ঈমান হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়, ৮. শিরক অতি সন্তর্পনে আগমন করে।

সুতরাং, শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য সবসময় আল্লাহ তা'আলার নিকটে প্রাণখুলে দো'আ করা ও সাহায্য প্রার্থনা করা কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) শিরক হ'তে বাঁচার জন্য আমাদেরকে দো'আ শিখিয়েছেন:

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ أَنْ نُشْرِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَعْلَمُ

'আল্লাহুম্মা ইন্না না'ঊযুবিকা আন নুশরিকা শাইআন না'লামুহ, ওয়া নাসতাগফিরুকা লিমা লা না'লামুহ।'

অর্থ: হে আল্লাহ্, জেনে বুঝে শিরক করা থেকে আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আমাদের অজ্ঞাত শিরক থেকে আপনার নিকটে ক্ষমা চাচ্ছি।[৭]

আল্লাহ আমাদের সবাইকে ছোট-বড় সকল প্রকার শিরক হ'তে রক্ষা করুন, আমীন!

৭. *আহমাদ ও আত্ব-ত্বাবারানী কর্তৃক সংগৃহীত।*

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

আপনি কি ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ করতে আগ্রহী? আজই যোগাযোগ করুন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

* ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ পালনে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা দান।
* বায়তুল্লাহ্র নিকটবর্তী বাড়ী ভাড়া।
* নিজস্ব বাবুর্চী দ্বারা নাশ্তা সহ তিন বেলা রুচি সম্মত বাঙ্গালী খাবার পরিবেশন।
* নিজ হাতে কুরবানীর পশু ক্রয় ও জবেহ করার সুব্যবস্থা।
* জাবালে নূর, জাবালে ছাওর, ওহোদ, খন্দক সহ মক্কা ও মদীনার ঐতিহাসিক স্থান সমূহ সফর।
* বিভিন্ন প্রকার বিদ'আত পরিহার করে হজ্জ ও ওমরার কার্যাদি রাসূলের তরীকা অনুযায়ী সম্পাদন করা।

পরিচালনায়ঃ
আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান
সভাপতি, আহলেহাদীছ আন্দোলন
বাংলাদেশ, সাতক্ষীরা যেলা।
মোবাইলঃ ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭;
০১৯২০৫৮৭১৮৫।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়ঃ
ডি.বি.এইচ, ইন্টারন্যাশনাল
ভি,আই,পি টাওয়ার (৭ম তলা)
৫১/১ ভি,আই,পি, রোড
নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।
টেলিফোনঃ (০২) ৮৩৬১৩৬১;
৯৩৪৭০৪৩; ৯৩৫৪৫১০

রাজশাহী অঞ্চলে যোগাযোগ
মুহাম্মাদ মোফাক্ষার হোসাইন
সহকারী শিক্ষক
আল-মারকাযুল ইসলাম আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। ম্যালেরিয়ার জীবাণু।
২। দূষিত রক্ত।
৩। লোহিত কণিকায়।
৪। অক্সিজেনযুক্ত রক্ত।
৫। সিফগমোম্যানোমিটার।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বিজ্ঞান বিস্ময়)-এর সঠিক উত্তর

১। সুলতান কোসেন।
২। ২৭ বছর।
৩। ৮ ফুট ১ ইঞ্চি।
৪। তুরস্কের পূর্বাঞ্চলীয় শহর মারদিনের অধিবাসী।
৫। বর্তমান দীর্ঘদেহী ব্যক্তি সুলতান কোসেন পূর্বের দীর্ঘকায় ব্যক্তির চেয়ে ৪ ইঞ্চি বেশী লম্বা এবং তার নাম বাওজিসুন। তার বাড়ী চীনে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক)

১। মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের নাম কি?
২। বিশ্বের প্রথম নারী মহাকাশচারীর নাম কি?
৩। নোবেল বিজয়ী প্রথম বাঙালী কে?
৪। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালের কত তারীখে?
৫। জাতিসংঘের প্রথম এশীয় মহাসচিব কে?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (স্বদেশ)

১। বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য রাষ্ট্র?
২। ২১ ফেব্রুয়ারী 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে ঘোষণা দেয় কোন সংস্থা?
৩। বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ চালু করেছিলেন কোন সম্রাট?
৪। বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছিল কত সালে?
৫। বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে?

সোনামণি সংবাদ

সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী ২২ ডিসেম্বর '০৯ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ ফজর সমসপুর হাফেযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ ইলিয়াসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন রাজশাহী কলেজের এম.কম-এর ছাত্র এনামুল হক, অত্র মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির সদস্য সাজেদুর রহমান এবং অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয বেলাল।

বাগডোব, মহাদেবপুর, নওগাঁ ২২ ডিসেম্বর রবিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় হ'তে বাগডোব আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগডোব শাখার উদ্যোগে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বাগডোব শাখা 'আন্দোলন'-এর সম্মানিত সভাপতি মাষ্টার নাযীমুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি তাঁর বক্তব্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অধীনে একতাবদ্ধ হয়ে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের উদাত্ত আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাগডোব শাখা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মামূনুর রশীদ।

ভূগরইল, শাহমখদুম, রাজশাহী ২৩ ডিসেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর ভূগরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ মক্তবের শিক্ষক সাইফুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী বিধান সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তিনি সোনামণিদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করে নওদাপাড়া মারকায শাখার সোনামণি মুহাম্মাদ আরীফ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম ও অত্র শাখার সোনামণি পরিচালক মেহেদী হাসান।

মধ্য ভূগরইল, নওদাপাড়া, রাজশাহী ১ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় মধ্য ভূগরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি জনাব নাযিমুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। তিনি সোনামণি সংগঠনের মূলমন্ত্রের আলোকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গঠন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মসজিদের সাধারণ সম্পাদক জনাব নবীবুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মসজিদের মক্তব পরিচালক ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ছাত্র সাইফুল ইসলাম।

রাঘবেন্দ্রপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ১ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাঘবেন্দ্রপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর সাংগঠনিক যেলার অর্থ সম্পাদক জনাব আনারুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন সোনামণি নওদাপাড়া মারকায শাখার পরিচালক রবীউল আওয়াল ও সোনামণি রাঘবেন্দ্রপুর শাখার পরিচালক শামউন কবীর। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে সোনামণি রাঘবেন্দ্রপুর শাখার প্রচার সম্পাদক রেযা।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

প্রকৃতিবান্ধব ৫০ জাতের দেশীয় ধান দেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে

গোটা দেশ থেকে প্রকৃতিবান্ধব প্রায় ৫০ জাতের দেশীয় ধান হারিয়ে যাচ্ছে। এক সময় দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে নানা গন্ধের এসব দেশীয় জাতের ধানের আবাদ বেশী হ'ত। উৎপাদন খরচ কম, মানবদেহের জন্য উপকারী ও সুস্বাদু পিঠা-পায়েস, খই-মুড়ি, চিড়া-মুড়কি তৈরী হ'ত বলে কৃষকরা এসব ধান চাষে আগ্রহী ছিল। বর্তমানে কৃষি গবেষণায় উচ্চ ফলনশীল (উফশী হাইব্রিড) জাতের ধান চাষ বেশী লাভজনক ভেবে কৃষকরা সেদিকে ঝুঁকে পড়ায় ক্রমান্বয়ে দেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতিবান্ধব দেশীয় ধান। প্রায় হারিয়ে যাওয়া ধানের মধ্যে গৌরিকাজল, ধানাকান্ধি, মহিষান্ধি, লক্ষ্মীলতা, নোড়াইসাটে, দীঘা, হাসবুরালে, ভেড়োনটা, মানিকদীঘা, খেয়ামটর, হাসিমকলম, ফলকচু, পঙ্খিরাজ, ঝিঙেশাল, দেবমণি, দুধমণি, কালাবয়রা, গন্ধকোস্তর, আশ্বিনা-দীঘা, আশ্বিনা মালভোগ, দুধকলম, কাজলাদীঘি, বালামকোপা, সোনারগাঁ, টেপা, গাজীরভোগ, হরিণমুদ্রা, রাজাশাল, কাটারিভোগ, বাদশাভোগ, সোনামুখি, যাদুরফলা ও আউশ উল্লেখযোগ্য।

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা গেলে বছরে এক লাখ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে

-দুদক চেয়ারম্যান

দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান গোলাম রহমান বলেছেন, দুর্নীতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা গেলে বছরে এক লাখ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে। এজন্য দুদক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষে একা দুর্নীতি দমন সম্ভব নয়। দুর্নীতি দমনের জন্য দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা। মন্ত্রী-এমপিদের দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থেকে দুর্নীতি দমনের জন্য রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকতে হবে। গত ৩১ ডিসেম্বর দুদক কর্মকর্তাদের এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে তিনি একথা বলেন।

মোট জিডিপির এক শতাংশ ব্যয় হয় ধূমপানের পেছনে

দেশের দুই কোটি ১৯ লাখ মানুষ ধূমপান করছে। দেশের মোট জিডিপির এক শতাংশ ব্যয় হচ্ছে কেবল ধূমপানের পেছনে। ধূমপান সহ বিভিন্ন ধরনের তামাক ব্যবহারের কারণে হৃদরোগ, ক্যান্সারসহ বিভিন্ন অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত মানুষের হারও বাড়ছে। ১৫ বছর ও তার বেশী বয়সীদের মধ্যে তামাক গ্রহণের প্রবণতা বেশী। 'গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোবাকো সার্ভে' (গ্যাটস) ও বাংলাদেশ প্রতিবেদন ২০০৯-এ এসব তথ্য দেওয়া হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের ১৫ বছর ও তার অধিক বয়সীদের ৪৩ দশমিক ৩ শতাংশই তামাকে আসক্ত। তামাকে আসক্ত নারী-পুরুষের সংখ্যা শহরের চেয়ে গ্রামে বেশী। প্রতিদিন তামাক গ্রহণ করে এমন মানুষের সংখ্যা এক কোটি ৯৯ লাখ। দেশে দুই কোটি ৫৯ লাখ মানুষ অন্যান্য জর্দা ও সাদা পাতার মতো তামাক গ্রহণ করছে। এসব তামাক ব্যবহারকারীদের প্রায় ২৮ শতাংশই নারী।

দেশে প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ যক্ষ্মার জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত

বর্তমানে বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যক্ষ্মার জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত। বিশ্বে প্রতি সেকেন্ডে একজন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়। ১৫ সেকেন্ডে একজন মারা যায়। প্রতিবছর ৯৩ লাখের বেশী লোক যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ২০ লাখ লোক প্রতিবছর মারা যাচ্ছে। দেশে প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ মানুষই যক্ষ্মার জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত। সর্বাধিক যক্ষ্মা আক্রান্ত বিশ্বের ২২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ষষ্ঠ।

বাঞ্ছারামপুরে বসুন্ধরার দশ লাখ টাকা সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ : একটি শুভ উদ্যোগ

দেশের বৃহত্তম শিল্প গোষ্ঠী বসুন্ধরা গ্রুপের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা ফাউন্ডেশন গত ১৭ ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেলার বাঞ্ছারামপুর উপযেলার দুর্গারামপুরসহ সাতটি গ্রামের দুশ' দরিদ্র ও বিত্তহীন মানুষের মধ্যে দশ লাখ টাকার সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করে। ইতিপূর্বে এ উপযেলার ৯টি ইউনিয়নের ৪০টি গ্রামের ২ হাযার ২০৭ জন দরিদ্র ও বিত্তহীন পরিবারকে পর্যায়ক্রমে ১ কোটি ২৩ লাখ ৬২ হাযার ৫শ' টাকা সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ করেছে। উল্লেখ্য, ফাউন্ডেশনের নিয়ম অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ গ্রহণের পর ৩ মাস কিস্তি দিতে হয় না। এই প্রক্রিয়ায় চতুর্থ মাস থেকে সপ্তাহে একশত টাকা করে অর্থাৎ প্রতি মাসে ৪ শত টাকা হারে ফাউন্ডেশনে সুদবিহীন আসল টাকা ফেরত দেয়া হয়। এভাবে ৫০ এবং ৭৫ কিস্তিতে গৃহীত ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করে একজন ঋণগ্রহীতা নতুন করে বর্ধিত পরিমাণ ঋণ সুবিধা লাভ করে থাকেন।

ঢাকার জনসংখ্যা এক কোটি ৩০ লাখ; প্রতিদিন আসছে ২১৩৬ জন

'জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান' (নিপোর্ট) বলছে, ঢাকা শহরে প্রায় এক কোটি ৩০ লাখ লোকের বাস। এক বর্গকিলোমিটার জায়গায় ২৭ হাযার ৭০০ মানুষ বাস করে। প্রতিদিন নতুন করে দুই হাযার ১৩৬ জন ঢুকে পড়ছে এই শহরে। আর বছর শেষে যুক্ত হচ্ছে সাত লাখ ৮০ হাযার নতুন মানুষ। যে হারে মানুষ বাড়ছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাগরিক সুবিধা বাড়ছে না। এতে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও যানজটের সমস্যা দিন দিন প্রকট হচ্ছে।

উপকূলে ১শ' বছরে ৭শ' ঘূর্ণিঝড়

১৮৯১ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ১শ' বছরে ছোট-বড় প্রায় ৭শ' ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে উপকূলে। যার প্রায় প্রতিটিই সাগর উপকূলীয় যেলা পটুয়াখালীতে আঘাত হানে। এছাড়া সম্প্রতি আঘাত হানা সিডর ও আইলায় ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়েছেন এ জনপদের মানুষ। অন্য দিকে ১৭৯৩ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষতি করেছে এমন ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ৪৫টি। একটি গবেষণা প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

গজলডোবা ব্যারেজের প্রভাবে তিস্তা নদী খালে পরিণত

স্রোতস্বিনী তিস্তার বাংলাদেশ প্রবেশপথে ভারতের গজলডোবায় দেওয়া বাঁধের প্রভাব পড়ছে লালমণিরহাটের পরিবেশ ও কৃষির উপর। এ অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া খরস্রোতা ছোট-বড়

প্রায় ৩০টি নদী এখন মৃতপ্রায়। তিস্তার পানি ভারতের একতরফা প্রত্যাহারের ফলে নদীপাড়ের পরিবেশ গেছে পাল্টে। পানির অভাবে তিস্তা সেচ প্রকল্প পড়ে গেছে বিপর্যয়ের মধ্যে। পানির তীব্র সংকটে নদী তীরবর্তী এলাকায় কৃষি জমিতে দেখা দিয়েছে সেচ সংকট। শুধু তাই নয়, এ বাঁধের কারণে তিস্তা নদীবেষ্টিত লালমণিরহাট, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী ও রংপুর যেলায় মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, ভারত তিস্তা ব্যারেজ এলাকায় ১শ' কিলোমিটার উজানে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি যেলার গজলডোবায় একটি বাঁধ নির্মাণ করেছে। এর গেট রয়েছে ৫৪টি। দৈর্ঘ্য ৯২১.৫৩ কিলোমিটার। এ বাঁধ নির্মাণ করে ভারত ২ হাযার ৯১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ খালের মাধ্যমে ১ হাযার ৫শ' কিউসেক পানি মহানন্দা নদীতে প্রবাহিত করছে।

দেশে মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণ ১০ হাযার ১৮৭ টাকা

বর্তমানে মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ১০ হাযার ১৮৭ টাকা (১৪৯ দশমিক ৫৪ মার্কিন ডলার) বলে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহীত গত ১২ জানুয়ারী সংসদে জানিয়েছেন। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান, ২০০৮-০৯ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৫ দশমিক ৯ ভাগ।

মাত্র ১০ টাকা দিয়ে ব্যাংক একাউন্ট খুলতে পারবেন কৃষকরা

ব্যাংকে মাত্র ১০ টাকা নগদ জমা দিয়ে আমানত হিসাব খুলতে পারবেন কৃষকরা। এতে করে কৃষকদের জন্য ব্যাংকিং সেবাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিল বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংকগুলোকে কৃষি ঋণ বিতরণের জন্য আলাদা শাখা খোলার নির্দেশ দেয়ার পর এবার সহজে ব্যাংক হিসাব খোলার নির্দেশ দেয়া হ'ল। এখন থেকে সকল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকে মাত্র ১০ টাকা জমা দিয়েই ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবেন কৃষকরা। আর এই হিসাবে ন্যূনতম স্থিতি রাখার কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। একই সাথে কৃষকদের এই হিসাব থেকে কোন প্রকার চার্জ অথবা ফিস আদায় করতে পারবে না ব্যাংক।

আইন-শৃংখলার বেহাল দশা

চট্টগ্রাম বন্দর থানার সামনে সরকার দলীয় এমপি-র ৩ ঘণ্টা নীরবে অবস্থান প্রতিবাদ শেষে হত্যা মামলা নিল পুলিশ

আড়াই মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ নাঈমা বেগম (৩২)-কে তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী স্বামী ও স্বজনেরা পিতার বাড়ী থেকে টাকা এনে দিতে না পারায় পিটিয়ে হত্যা করে ঘরের মধ্যে ফ্যানের সাথে ঝুলিয়ে রেখে চলে যায়। অতঃপর পুলিশ দ্রুত লাশ মর্গে পাঠিয়ে একটি অপমৃত্যু মামলা রেকর্ড করে। পরে নিহতের বোন ও প্রতিবেশীদের থানায় গিয়ে বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও থানা তাদের হত্যা মামলার অভিযোগ গ্রহণ করেনি। বরং উল্টা ধমকিয়ে বের করে দিয়েছে। ফলে পরের দিন সকালে স্থানীয় এমপি আবদুল লতীফ থানায় গিয়ে নীরব প্রতিবাদ শুরু করলে ৩ ঘণ্টা পর তারা হত্যা মামলা নিতে সম্মত হয়। নিহতের বড় বোন বলেন, তিন মাস পূর্বে একবার বোনের স্বামীকে উক্ত থানার পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে তার বোন নগদ ৬০ হাযার টাকা দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনে'।

বিদেশ

হাইতিতে স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্প; নিহত দুই লাখ ছাড়িয়ে গেছে

স্মরণকালের ভয়াবহ ৭ মাত্রার ভূমিকম্প ১২ জানুয়ারী স্থানীয় সময় বিকেল ৪-টা ৪৫ মিনিটে হাইতিতে আঘাত হানে। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল রাজধানী পোর্ট অব প্রিন্স থেকে ১৫ কিঃমিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে। প্রথম ভূমিকম্পের কিছুক্ষণের মধ্যেই ৫.৯, ৫.৫ ও ৫.১ মাত্রায় আরও তিনটি মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়। হাইতির ইতিহাসে গত ২শ' বছরেরও বেশী সময়ের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এই ভূমিকম্পে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে ক্যারিবীয় এই রাষ্ট্রটি। নেমে এসেছে চরম মানবিক বিপর্যয়। নিহত হয়েছে দুই লাখের বেশী মানুষ। আহত হয়েছে ১ লাখ ৯৪ হযার। গৃহহীন হয়ে পড়েছে ১০ লাখ লোক। নিহতদের মধ্যে আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রিয়া, ব্রিটেন, কানাডা, চীন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের লোকও রয়েছে। নিরন্ন বুভুক্ষ দুর্যোগ কবলিত বনু আদমের গগণবিদারী আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠেছে দেশটির আকাশ-বাতাস। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে লাশের দুর্গন্ধ। ভূমিকম্পে প্রেসিডেন্টের বাসভবন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনের সদর দফতর, বিশ্বব্যাংকের স্থানীয় কার্যালয়সহ হাযার হাযার সরকারী-বেসরকারী অফিস-আদালত ও বাসভবন বিধ্বস্ত হয়েছে। ভূমিকম্পের করাল গ্রাস থেকে বেঁচে যাওয়া লাখ লাখ মানুষ খোলা আকাশের নীচে রাত্রি যাপন করছে। ত্রাণের জন্য চলছে হাহাকার। বিভিন্ন দেশ সেখানে ত্রাণ পাঠালেও প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই অপ্রতুল। খাদ্যের অভাবে লুটপাটের ঘটনাও ঘটছে। পানির অভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে। মুদ্রার পরিবর্তে পানিই হয়ে উঠেছে বিনিময়ের মাধ্যম। সবমিলিয়ে সাক্ষাৎ এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে দেশটি। জাতিসংঘের পাঠানো তিন হাযার সেনাদলের ব্যাপক উদ্ধার তৎপরতার ফলে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়া বহু মানুষ জীবিত উদ্ধার পেয়েছে। ৭ দিনের মাথায় ৯১ জন, ৮ দিনের মাথায় আরও ৩৫ জন তন্মধ্যে ৬৯ বছরের এক বৃদ্ধা মহিলা এবং ১০ দিনের মাথায় ৮২ বছরের এক মহিলা জীবিত উদ্ধার পেয়েছেন। সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী মোট ১৩২ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে কাউকে জীবিত পাওয়ার আশা ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে কিছু দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে। কিন্তু পুনরায় ৫ মাত্রার মৃদু ভূমিকম্পে মানুষ সবাই রাজধানী ছেড়ে পালিয়েছে।

হাইতির ভূমিকম্প যুক্তরাষ্ট্রের শকওয়েভ পরীক্ষার ফসল-*শ্যাভেজ* ঃ এদিকে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ বলেছেন, হাইতির ভূমিকম্প কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, এটি যুক্তরাষ্ট্রের ঘটানো একটি কৃত্রিম ঘটনা। শ্যাভেজ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র 'শকওয়েভ' নামে এমন একটি ভূমিকম্পন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, যার মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে ভূমিকম্প ঘটানো সম্ভব। এছাড়া এই ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে বন্যা, খরা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটানো যেতে পারে। ফক্স নিউজে প্রচারিত খবরে বলা হয়, মার্কিন সরকার আলাস্কায় এই ধরনের একটি পরিবেশগত গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে এবং ষড়যন্ত্রমূলক তত্ত্ব নিয়েই এই প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী নারী নির্যাতনের চালচিত্র

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতি ৬ ঘণ্টায় একজন মহিলাকে মেরে ফেলা হচ্ছে। ভারতে ২০০৭ সালের জরিপ অনুযায়ী যৌতুকের কারণে প্রতিদিন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে ২২ জন নারীকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যত নারী মারা যায় তার এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুবরণ করে স্বামী বা বন্ধুর হাতে। গুয়াতেমালায় প্রতিদিন একজন মহিলাকে মেরে ফেলা হচ্ছে বিশেষ কোন কারণ ছাড়াই। ইকুয়েডরে ৩৭ শতাংশ স্কুলছাত্রী জানিয়েছে, তাদের উপর যৌনপীড়ন করা হয়। এক্ষেত্রে স্কুল শিক্ষকদের তারা দায়ী করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলোতে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ মহিলা জানিয়েছেন, কর্মস্থলে তারা যৌন হয়রানির শিকার হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১২ থেকে ১৬ বছরের স্কুল ছাত্রীরা যৌন হয়রানির শিকার হয় স্কুলগুলিতেই। প্রতিবছর প্রায় ৮ লাখ মানুষকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবৈধভাবে পাচার করা হয়। তার মধ্যে ৮০ শতাংশ হ'ল অল্প বয়স্কা মেয়ে। এদের সবার শেষ যাত্রাস্থল হয় পতিতালয়।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্ট

কাশ্মীরকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের সুপারিশ

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের নিয়োগ করা একটি উপদেষ্টা কমিটি ভারত শাসিত কাশ্মীরকে স্বায়ত্তশাসন দেবার পক্ষে সুপারিশ করেছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক এস সাগির আহমাদের নেতৃত্বাধীন ঐ কমিটি যতদূর সম্ভব কাশ্মীরে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে মত দেয়। এখানে স্বাধীনতাকামী মুসলিম মুজাহিদরা ২০ বছরেরও বেশী সময় ধরে নয়াদিল্লীর শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ এবং ভারতের অন্তর্ভুক্তির পর থেকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এ রাজ্যকে যোগাযোগ, প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র ছাড়া আর সব বিষয়ে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়। কয়েক বছর আগে এ ক্ষমতা খর্ব করা হয়। উল্লেখ্য, ড. সিং ২০০৬ সালে কাশ্মীরের উত্তেজনা প্রশমনের লক্ষ্যে একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করার জন্য উক্ত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে।

চীনে বিশ্বের সর্বোচ্চ গতির ট্রেন চালু

চীনে গত ২৬ ডিসেম্বর থেকে বিশ্বের সবচেয়ে গতিসম্পন্ন ট্রেনের যাত্রা শুরু হয়েছে। গড়ে ঘণ্টায় সাড়ে ৩শ' কিলোমিটার গতিসম্পন্ন এ ট্রেনটি চীনের উইহান থেকে গুয়াংজু পর্যন্ত চলাচল করবে। উইহান হচ্ছে চীনের মধ্যাঞ্চলীয় একটি মহানগরী এবং গুয়াংজু হচ্ছে দক্ষিণাঞ্চলীয় গুয়াংডং প্রদেশের একটি বাণিজ্যিক এলাকা। এই দু'টি রেল স্টেশনের মধ্যেকার দূরত্ব হচ্ছে এক হাযার ৬৮ কিলোমিটার এবং এই পথ পাড়ি দিতে যেখানে আগে সাড়ে ১০ ঘণ্টা সময় লাগত এখন সেখানে প্রয়োজন হবে মাত্র তিন ঘণ্টা।

ফ্রান্সে বোরকা পরলে হাযার ডলার জরিমানা

ফ্রান্স বোরকার বিরুদ্ধে একটি কঠোর আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। যেসব নারী বোরকা পরে জনসমক্ষে যাবেন, এই আইনের বলে তাদের ৭৫০ ইউরো (এক হাযার ৮০ মার্কিন ডলার) জরিমানা করা যাবে। আর এই বোরকা যদি নারীরা তাদের স্বামীদের কিংবা পরিবারের অন্য কোন সদস্যের চাপের মুখে পরতে বাধ্য হন তবে ঐ স্বামী কিংবা পরিবারের সদস্যদের দ্বিগুণ জরিমানা গুনতে হবে। ফরাসী প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজি দীর্ঘদিন ধরে নারীদের বোরকা পরার তীব্র বিরোধিতা করে আসছেন। বোরকার বিরুদ্ধে প্রণয়ন করতে যাওয়া এই আইনটির খসড়া জাতীয় পরিষদে প্রেরণ করা হবে শ্রীঘ্রই।

চীনে ২ কোটি ৪০ লাখ তরুণের বউ জুটবে না

চীনে ২০২০ সাল নাগাদ ২ কোটি ৪০ লাখেরও বেশী তরুণের ভাগ্যে বউ জুটবে না। মেয়ে শিশুর ভ্রূণ হত্যাই এর অন্যতম কারণ। সরকারের চাইনিজ একাডেমী অব সোশ্যাল সায়েন্সের এক গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, নতুন জন্ম নেয়া শিশুদের ক্ষেত্রে লিঙ্গ অসমতা ১শ' ৩০ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশটিতে মারাত্মক জনতাত্ত্বিক সমস্যা তৈরী করবে। গবেষণাপত্রে লিঙ্গ অসমতা জটিল আকার ধারণ করার জন্য ছেলে সন্তান বেশী অগ্রাধিকার পাওয়ায় সর্বত্র বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় লিঙ্গ নির্দিষ্ট গর্ভপাতকেই দায়ী করা হয়েছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত ২০০৫ সালের উপাত্ত অনুযায়ী দেশটিতে নারী-পুরুষের হার ছিল প্রতি ১শ' নারীর জন্য ১শ' ১৯ জন পুরুষ।

[আল্লাহর নির্ধারিত জন্ম বিধানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ারই শাস্তি এগুলি। অতএব হে মানুষ! সাবধান হও। - (স.স.)]

বছরে সিগারেটে মারা যায় ৫০ লাখ মানুষ

প্রতি বছর সিগারেটের কারণে ৫০ লাখেরও বেশী মানুষ মারা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, ধূমপান রোধ করার ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হ'লে এই সংখ্যা আরো বেড়ে যেতে পারে। আশংকা করা হচ্ছে, ধূমপানের কারণে বর্তমান মৃত্যুর হার অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সালে মৃতের সংখ্যা ৮০ লাখে দাঁড়াতে পারে। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মৃত্যুর হার বেশী। উল্লেখ্য, প্রতি বছর প্রায় ৬ লাখ মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের কারণে মারা যায়।

চলে গেলেন জ্যোতি বসু

ভারতের প্রবীণ বামপন্থী রাজনীতিবিদ এবং পশ্চিমবঙ্গের সুদীর্ঘ ২৩ বছরের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু গত ১৭ জানুয়ারী সকাল ১১-টা ৪৭ মিনিটে কোলকাতার একটি বেসরকারী হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। জ্যোতি বসুর পৈতৃক নিবাস বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের বারদি গ্রাম। বাল্য ও কৈশোরের স্মৃতিধন্য এই গ্রাম ও বাংলাদেশের কথা তিনি কখনোই ভুলতে পারেননি। কোলকাতায় তার জন্ম ১৯১৪ সালে। কোলকাতার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লরেটো, সেন্ট জেভিয়ার্স ও প্রেসিডেন্সী কলেজে লেখাপড়া শেষ করে তিনি লন্ডনে যান। সেখান থেকে ১৯৪০ সালে ব্যারিষ্টারি পাস করে দেশে ফিরে আসেন। তিনি ১৯৪৬ সালে প্রথমবারের মতো নির্বাচনে দাঁড়িয়ে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর স্বাধীন ভারতে যতবার রাজ্যসভায় নির্বাচন হয়েছে, ততবারই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং একবার ব্যতীত প্রতিবারই নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে গঠিত অকংগ্রেসী রাজ্য সরকারের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় তিনি উপ-মুখ্যমন্ত্রী হন। এরপর ১৯৭৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের সিপিআই (এম) মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

সহস্রাব্দের দীর্ঘতম সূর্যগ্রহণ

বিশ্বজুড়ে সহস্রাব্দের দীর্ঘতম বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা গেছে গত ১৫ জানুয়ারী। গ্রাসের পর সূর্যকে একটি সোনালী রিংয়ের মতো দেখা গেছে। আগামী এক হাযার বছরেও আর এরকম সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে না। মালদ্বীপকে সূর্যগ্রহণ দেখার সবচেয়ে ভাল জায়গা হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানের ভাষ্য অনুযায়ী, চাঁদ পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে চলে এলেই গ্রহণ হয়। চাঁদের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়লে পৃথিবীর সেই অংশ থেকে সূর্যকে দেখা যায় না।

মুসলিম জাহান

দুবাইয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন 'বুর্জ খলীফা'

কংক্রিটের তৈরী ১৬০ তলা ও ৯০০ অ্যাপার্টমেন্ট বিশিষ্ট বিশ্বের সর্বোচ্চ স্থাপনা তৈরী করার রেকর্ড গড়ল দুবাই। দুবাই সিটির শেখ যায়েদ রোডে ৫শ' একর জমির উপর নির্মিত 'বুর্জ খলীফা' নামের এই সুরম্য ভবনটি গত ৪ জানুয়ারী উদ্বোধন করা হয়। ভবনটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে দেড়শ' কোটি মার্কিন ডলার। সময় লেগেছে পাঁচ বছর। ২০০৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর ভবনটির কাজ শুরু হয়। বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন (২ হাযার ৭১৭ ফুট, ৮২৮ মিটার) হওয়া ছাড়াও 'বুর্জ খলীফা' গোটা দশেক বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছে। বুর্জ খলীফা উচ্চতায় এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের দ্বিগুণ। এর আগ পর্যন্ত পৃথিবীর উচ্চতম দালান ছিল তাইওয়ানের 'তাইপে ১০১'। তাইপের উচ্চতা এক হাযার ৬৬৭ ফুট। পোল্যান্ডের 'ওয়ারশ রেডিও মাল্ট'কে (২,১২০.৬৭ ফুট) টপকে বিশ্বের সর্বোচ্চ স্থাপনার রেকর্ডটিও দখলে নিয়েছে বুর্জ খলীফা। উচ্চতম আবাসন ব্যবস্থা (১০৮ তলা পর্যন্ত), সর্বোচ্চ স্থানে (১৫৮ তলা) মসজিদ, উচ্চতম স্থানে সুইমিংপুল (৭৬ তলা), সর্বোচ্চ স্থানে পর্যবেক্ষণ ডেস্ক (৪৪২ মিটার উঁচুতে) প্রভৃতি রেকর্ড গড়েছে ভবনটি।

বুর্জ খলীফাকে ঢাকতে ১৫ লাখ ২৮ হাযার বর্গফুট কাঁচ লেগেছে। বহিরাঙ্গে সাজসজ্জার জন্য চীন থেকে আনা হয়েছিল ৩০০ বিশেষজ্ঞ। বিশাল এই ভবনটি একসঙ্গে ২৫ হাযার লোকের ভার সইতে পারবে। এতে ৫৭টি লিফট আছে, আছে ৮টি চলন্ত সিঁড়ি। এত উঁচুতে ওঠাটা যেন ক্লান্তিকর না ঠেকে সেটি বিবেচনায় বিশ্বের দ্রুততম লিফট তৈরী করা হয়েছে। একেকটি এলিভেটর সেকেন্ডে ৩৩ ফুট উপরে উঠতে পারে। এ ভবনে রয়েছে ৪০ বর্গমিটারের একটি হোটেল, ১৭৫টি লাক্সারি গেষ্ট রুম, ৪৯টি অফিস ফ্লোর স্পেস, ২০টি অলিম্পিক সুইমিংপুল, ১৫ হাযার বর্গফুটের ফিটনেস লাইব্রেরী। ঝড়ো হাওয়ায় যাতে ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য ১৬৪ ফুট গভীর থেকে স্থাপন করা হয়েছে ১৯২টি পাথরের খুঁটি। সুশৃংখল গাড়ী পার্কিং-এর জন্য রয়েছে ৭ হাযার ৩শ' গাড়ী পার্কিং-এর ব্যবস্থা। বুর্জ খলীফায় প্রতি বর্গফুট জায়গার মাসিক ভাড়া (অফিস-আদালতের জন্য) চার হাযার ডলার বা দুই লাখ ৮০ হাযার টাকা। ভবনটির নকশা করেছে স্কিডমোর ওয়িংস অ্যান্ড মেরিল (এসওএম) নামের একটি প্রতিষ্ঠান। নির্মাণ করেছে এমার প্রপার্টিজ।

[নূহের প্লাবনের পরে বিগত যুগে ধ্বংসপ্রাপ্ত শক্তিশালী 'আদ' জাতির অহংকার ও বিলাসিতার অন্যতম নিদর্শন ছিল উঁচু উঁচু প্রাসাদ ও টাওয়ার নির্মাণ করা। তারাও ছিল আরব ভূখণ্ডের অধিবাসী। নবী হূদ (আঃ) তাদের অঢেল ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের আহ্বান জানান। কিন্তু তারা তা অগ্রাহ্য করে। ফলে নেমে আসে আল্লাহ্র গযব আকারে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু চলে একটানা সাত রাত্রি ও আট দিন। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সবকিছু। মুছে যায় এ জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য। কুরআন তাদের কথা জানিয়ে আমাদেরকে সাবধান করেছে (ফজর ৬-৮; হা-ক্বাহ ৬-৮)। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যেখানে ক্ষুধার্ত, ভূমিহীন ও ছিন্নমূল, সেখানে মুসলিম নেতাদের এই বিলাসভবন নির্মাণ আল্লাহ কখনোই পসন্দ করবেন না। অতএব হে উপসাগরীয় নেতারা! পিছনের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নাও। (স.স)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কাগজ থেকে ব্যাটারি!

লেখার সাধারণ কাগজ ভবিষ্যতে ব্যাটারি তৈরির কাজে ব্যবহার হ'তে পারে। এমনকি এই ব্যাটারি হ'তে পারে জ্বালানী সংরক্ষণের বড় আধার। বর্তমানে বৈদ্যুতিক চার্জ ধারণ করার জন্য ব্যাটারিতে সাধারণত কার্বন ন্যানোটিউব ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে কাগজ ব্যবহারে কম খরচে হাল্কা ও বড় ধরনের ব্যাটারি তৈরী সম্ভব। কাগজ ভাঙ্গা যায় না, একে ইচ্ছেমতো বাঁকানো ও ভাঁজ করা যায়-এ কারণেই ব্যাটারিতে ধাতব বা প্লাষ্টিক উপাদানের চেয়ে কাগজ ব্যবহার সুবিধাজনক। বৃটেনের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা সেলফ থেকে ফেলে দেওয়া কাগজ নিয়ে কাজ শুরু করেন। কার্বন ন্যানোটিউবে ব্যবহৃত কালি দিয়ে সেটিকে রঙিন করেন। রং করা কাগজটি লিথিয়াম সমৃদ্ধ দ্রবণে ইলেকট্রোলাইটের সঙ্গে রাখেন। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাটারির বৈদ্যুতিক চার্জ তৈরী হয়। কাগজটি দ্রবণের বিক্রিয়া থেকে বৈদ্যুতিক চার্জ ধারণ করে।

চর্বিযুক্ত খাবারে ওযন বাড়ার ভয় নেই

স্বাস্থ্যসম্মত ওযন রক্ষা করতে হ'লে চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই। নতুন এক গবেষণায় একথা বলা হয়েছে। খাবারের চর্বি থেকে একজন প্রোটিন ও কার্বহাইড্রেডের বিপরীতে যেটুকু ক্যালরি পায় তার সঙ্গে পরবর্তীতে আরো বেশী ওযন বেড়ে যাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। আর কি ধরনের চর্বি তারা খেয়েছে সেটিও কোন ব্যাপার নয়। ব্রিটেনের ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেটাবোলিক সায়েন্স ইনষ্টিটিউটের এডেনব্রুকস হাসপাতালের ডাক্তার নিতা ফেরোহি একথা বলেছেন। ফেরোহি বলেন, শুধুমাত্র চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়াকে ওযন বাড়ার একমাত্র কারণ ধরে না নিয়ে বরং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাত্রা, সুষম স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া এবং নিয়মিত শরীর চর্চার চেষ্টা করাটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

শরীর হালকা রাখতে নতুন জিন

শরীরকে হালকা-পাতলা রাখার জন্য বিজ্ঞানীরা নতুন এক ধরনের জিনের সন্ধান পেয়েছেন। তারা বলছেন, এই ধরনের জিন মানুষের মুটিয়ে যাওয়া রোধ করতে সহায়ক। অষ্ট্রেলীয় বিজ্ঞানীরা এমনি একটি জিন থেরাপি নিয়ে কাজ করছেন যার ফলে দেহের অতিরিক্ত চর্বি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে। এই ধরনের জিনের নাম দেয়া হয়েছে হেজহগ। তারা ইঁদুরের উপর গবেষণা করে দেখেছেন এ ধরনের জিন প্রয়োগের মাধ্যমে ইঁদুর হালকা-পাতলা থাকে এবং এসব ইঁদুর সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। শিশু অবস্থায় ইঁদুরের দেহে কোন চর্বি থাকে না। সেই সঙ্গে যেকোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহে প্রাপ্ত বয়সে চর্বি জমতে থাকে। এই জিন চর্বিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার মাধ্যমে শরীরকে কার্যক্ষম করে তোলে এবং ইঁদুরের হরমোনের কারণে মোটা হয়ে যাওয়া রোধ করা সম্ভব। উল্লেখ্য, বর্তমানে বিশ্বে একশ' কোটি মানুষ অতিরিক্ত ওযনজনিত সমস্যায় ভুগছেন।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ইসলামী সম্মেলন

ইসলাম বিশ্বজয়ী দ্বীন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ১২ ডিসেম্বর শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর হাটগাঙ্গোপাড়া হাইস্কুল মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগমারা এলাকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রচলিত সকল দ্বীনের উপর বিজয় লাভের জন্য ইসলামের আগমন ঘটেছে। ইসলামের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পূর্ণতা, চিরন্তনতা ও এর মহত্ত্ব। তিনি বলেন, ইসলামের বিজয় লাভের পথে অনেক বাধাবিঘ্ন রয়েছে। সেগুলি উত্তরণের জন্য জাতিকে নিঃশর্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত হ'তে হবে। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন যুগে যুগে এ পথেই পরিচালিত হয়েছে এবং এ পথেই সকলকে আহ্বান জানায়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন ও সোনামণির কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস।

সবদিক ছেড়ে ফিরে চলুন মহাসত্যের দিকে

-আমীরে জামা'আত

বিরামপুর, দিনাজপুর ২৭ ডিসেম্বর রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর বিরামপুর থানাধীন বেগমপুর ঈদগাহ মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কিতাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বিশাল সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, মানব রচিত কোন মতবাদ নয়, অহি-র বিধানই অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস। সমাজে সত্যিকারের শান্তি চাইলে আমাদের সবাইকে সবদিক ছেড়ে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র মহাসত্যের দিকে ফিরে যেতে হবে। উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী ও যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণ।

আহলেহাদীছ কোন মতবাদ নয়; এটি একটি পথের নাম

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

ভীমশহর, রংপুর ৩০ ডিসেম্বর বুধবার : অদ্য দুপুর ২-টা হ'তে মাগরিব পর্যন্ত স্থানীয় ভীমশহর ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন কোন মতবাদ নয়, এটি একটি পথের নাম। এ পথ আল্লাহ্র অহি-র পথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। এ পথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত। তিনি ধর্ম-বর্ণ ও দল-মত নির্বিশেষে সকলকে এ পথে ফিরে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম।

সুধী সমাবেশ

তালতলী, ক্ষেতলাল জয়পুরহাট ৮ জানুয়ারী, শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে তালতলী মৎস হ্যাচারী সংলগ্ন জামে মসজিদে এক সুধী ও কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ২০০৯-২০১১ সেশনের জন্য মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমানকে সভাপতি, মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলামকে সহ-সভাপতি ও মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে 'তালতলী মৎস্য হ্যাচারী'-এর শুভ উদ্বোধন করেন অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা তোফায়েল আহমাদ, সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুযযাম্মেল হক, মৎস্য হ্যাচারীর লীজ গ্রহীতা মোল্লা মুহাম্মাদ শামসুল আলম ও যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম ও অন্যান্যগণ। উল্লেখ্য, হ্যাচারীটি প্রায় ১৯ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইসলাম চিরশান্তির পথ, সেপথের দিকেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

গান্দাইল, সিরাজগঞ্জ ৯ জানুয়ারী শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ

আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কাযীপুর থানাধীন গান্দাইল নয়াপাড়া এলাকার উদ্যোগে গান্দাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বিশাল ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, ইসলাম এক চিরশান্তিময় জীবনাদর্শের নাম। এ পথেই আছে মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি। মানব রচিত কোন মতবাদ মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। যার প্রমাণ বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদ। যা কেবলি ব্যক্তিস্বার্থ, দলীয় স্বার্থ ও দুনিয়াবী স্বার্থকে বড় করে দেখে। ফলে সমাজে হিংসা-হানাহানি ও রক্তারক্তি লেগেই থাকে। আর দেশে বিরাজ করে অস্থিরতা। তাই মানব রচিত এসব মতবাদ পরিত্যাগ করে ইসলামের দিকেই আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে।

সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফ্ফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হুসাইন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল মতীন প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

বর্ধিত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন

আসুন! সার্বিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত প্রতিষ্ঠা করি!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ১৪ ও ১৫ জানুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে ১৪ ও ১৫ জানুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়াস্থ বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রস্তাবিত) জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত দু'দিন ব্যাপী বর্ধিত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্বের মাধ্যমেই পরকালে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তিনি বলেন, আক্বীদা পরিশুদ্ধ না হ'লে জীবনের সব আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। ভ্রান্ত আক্বীদার কারণেই কেউ চরমপন্থী হচ্ছে ও ধর্মের নামে বোমাবাজি করছে। অপরদিকে ইহুদী-খৃষ্টানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শনের প্রতি আপোষকামী হয়ে কেউ ইসলামী বিধানের প্রতি চরম শৈথিল্য প্রদর্শন করছে। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্যেই দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

উক্ত সম্মেলনে 'আন্দোলন'-এর আমেলা ও শূরা সদস্যগণ এবং বিভিন্ন যেলা থেকে আগত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ও সাধারণ পরিষদ সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে 'আন্দোলন'-এর আয়-ব্যয়ের হিসাব, বার্ষিক বাজেট ও পরিকল্পনা পেশ ও অনুমোদন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। বিভিন্ন যেলার দায়িত্বশীলবৃন্দ সংগঠনের উন্নতি ও অগ্রগতি সম্পর্কে পরামর্শমূলক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। উল্লেখ্য, ১ম দিন বাদ আছর অনুষ্ঠান শুরু হয়ে ২য় দিন শুক্রবার জুম'আ পর্যন্ত চলে।

সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের বিরুদ্ধে বিগত সরকারের দেওয়া মিথ্যা মামলা সমূহ প্রত্যাহারের জন্য বর্তমান সরকারের প্রতি জোর আবেদন জানানো হয়।

ঢাকা ১৫ জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব পুরাতন ঢাকার মাজেদ সরদার লেনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার যৌথ উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদুয়ার জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটীর সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন ও প্রবীন আলেমে দ্বীন মাওলানা আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী। যেলা 'আন্দোলন ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। বিপুল সংখ্যক সুধী ও শ্রোতার উপস্থিতিতে সম্মেলন স্থল কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং অনেকে দাঁড়িয়ে থেকে বক্তব্য শ্রবণ করেন। উক্ত সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ ও 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক।

মেন্দিপুর, গাবতলী, বগুড়া ১৬ জানুয়ারী : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে গাবতলী থানাধীন মেন্দিপুর সালাফিয়া হাফেযিয়া মাদরাসা ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহাতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান শফীকুল ইসলাম ও অন্যান্য ক্ষুদে শিল্পীরা।

যুবসংঘ

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

দুর্গদহ, দুর্গাপুর, রাজশাহী ৩০ ডিসেম্বর বুধবার: অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে দুর্গদহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর যুগ্ম-আহ্বায়ক মুহাম্মাদ মুস্তাকীম হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন বড়গাছী উত্তর পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ রুহুল আমীন।

কৃতি সংবর্ধনা

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৫ জানুয়ারী শুক্রবার: অদ্য বেলা ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে সংগঠনের সাবেক ও বর্তমান দায়িত্বশীলদের মধ্য থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জনকারীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক গোলাম মুক্তাদির ও দফতর সম্পাদক বাহারুল ইসলাম।

সংবর্ধিত চারজন হ'লেন (১) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ (শিরোনাম: ইবরাহীম খাঁ: সাহিত্যকর্ম ও জীবনদর্শন), (২) বর্তমান সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (শিরোনাম: আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাক্বী: হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অবদান), (৩) সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক এবং মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (শিরোনাম: মুহাম্মাদ ইবন তাহের আল-মাক্বদেসী: হাদীছ চর্চায় তাঁর অবদান), (৪) রাজশাহী যেলা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান (শিরোনাম: আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বৃহত্তর খুলনা জেলার আলিমগণের অবদান (১৯০৫-২০০০খ্রীঃ)।

অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধান অতিথি তাদের হাতে 'যুবসংঘ'-এর মনোগ্রাম খচিত সুদৃশ্য ক্রেষ্ট তুলে দেন। অনুষ্ঠানে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ এবং 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় ও সাধারণ পরিষদ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডিগ্রী অর্জনকারীদের উদ্দেশ্যে নছীহত মূলক বক্তব্যে বলেন, তারা যেন আহলেহাদীছ আন্দোলনকে তাদের জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন এবং সাংগঠনিক জীবনে তারা উক্ত লক্ষ্যে যে শপথ নিয়েছিলেন, তা যেন অক্ষুণ্ণ রাখেন। তিনি তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে দো'আ করেন।

যুবসংঘ সভাপতি ও আত-তাহরীক সহকারী সম্পাদকের পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ৩১ ডিসেম্বর '০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডেকেট সভা মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলামকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী প্রদান করে। তার গবেষণার বিষয় ছিল **'আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাক্বী : হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অবদান'**। তাঁর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ইসলামকি স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। তিনি অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৯৮ সালে বি.এ (অনার্স) এবং ১৯৯৯ সালে এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি গোপালগঞ্জ যেলার কোটালীপাড়া থানাধীন বর্ষাপাড়া গ্রামের অধিবাসী। বর্তমানে তিনি মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ও যুবসংঘের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি সকলের নিকট দো'আ প্রার্থী।

'তাওহীদের ডাক' পুনঃ প্রকাশিত

১৯৮৫-এর ফেব্রুয়ারীতে প্রথম প্রকাশিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র মাসিক 'তাওহীদের ডাক' জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১০ সংখ্যা পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। ফালিল্লাহিল হামদ। ৫৬ পৃষ্ঠায় সুদৃশ্য কভারে মূল্যবান প্রবন্ধ ও সাহিত্যপুষ্ট উক্ত পত্রিকার মূল্যমাত্র ১৫/= টাকা। সকলে সংগ্রহ করুন।

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে দীর্ঘদিন পর নতুন অবয়বে যাত্রা শুরু করল 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

নির্বাহী সম্পাদক
'তাওহীদের ডাক'
নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মৃত্যু সংবাদ

(১) মাওলানা আব্দুল মতীন সালাফী আর নেই

(১৯৫৪-২০১০)

১.১.১৯৮০ইং হ'তে ২.৭.১৯৮৯ পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ বছর ৭ মাস ২ দিন বাংলাদেশে সঊদী মাব'ঊছ হিসাবে চাকুরীরত থাকাকালীন সময়ে যিনি এ দেশের আহলেহাদীছ জনগণের হৃদয়ের গভীরে স্থান করে নিয়েছিলেন। স্বীয় বিদ্যাবত্তায়, বাগ্মিতায়, সদা হাস্যোজ্জ্বল ব্যবহারে ও উচ্ছল কর্মস্পৃহায় যিনি ছিলেন অন্য অনেকের উর্ধ্বে ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অনন্য, 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য মাওলানা আব্দুল মতীন সালাফী গত ১৬ই জানুয়ারী শনিবার সকাল ১১-টা ৪৭ মিনিটে ভারতের বিহার প্রদেশের কিষাণগঞ্জ শহরে নিজ বাড়ীতে হঠাৎ হার্টফেল করে মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। পরের দিন সকাল ৯-টায় মাদরাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত তাঁর প্রথম জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর শ্বশুর 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর নেতা শায়খ আতাউর রহমান মাদানী এবং বেলা ১১-টায় গ্রামের বাড়ী ভুলকিতে দ্বিতীয় জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মতীউর রহমান মাদানী। জানাযার পর পিতা-মাতার কবরের পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। তিনি ২ স্ত্রী, ৪ ছেলে, ৭ মেয়ে ও দেশ-বিদেশে অগণিত গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সংক্ষিপ্ত জীবনী :

সার্টিফিকেট অনুযায়ী তিনি ১.১.১৯৫৪ইং তারিখে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর যেলার করণদীঘি থানাধীন ভুল্‌কী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন মাওলানা আব্দুর রহমান। তিনি মাদরাসা মাযহারুল উলূম বাটনা, মালদহ থেকে ১৯৭২ সালে টাইটেল (কামিল) পাস করেন। অতঃপর ১৯৭৪ সালে জামে'আ সালাফিইয়াহ বেনারস (ইউপি) থেকে 'ফযীলত' ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন ও সেখান থেকে ১৯৭৯ সালে 'লেসান্স' ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর বাংলাদেশে সঊদী সরকারের পক্ষ থেকে মাব'ঊছ (মুবাল্লিগ) হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ঐ বছরের শেষে ঢাকায় আসেন। অতঃপর ১.১.১৯৮০ইং থেকে তিনি ঢাকার মীর হাজীর বাগস্থ তা'মীরুল মিল্লাত (কামিল) মাদরাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন ও ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করেন।

লেখনী :

১৯৮৮ সাল পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বই, পুস্তিকা ও প্রবন্ধ সমূহের তালিকা নিম্নরূপ:

বই ১০টি : ১. কাশফুশ শুবহাত (আরবী হতে অনুবাদ ১৯৮০), ২. আল-উছূল আছ-ছালাছা (ঐ, ১৯৮০) ৩. রহমাতুল লিল 'আলামীন (১৯৮৩) ৪. মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও ছওমের তাৎপর্য (১৯৮৪) ৫. ইসলামের মূল স্তম্ভ : তাওহীদ (১৯৮৫) ৬. ইসলামী জীবন ব্যবস্থা (অপ্রকাশিত) ৭. আল-আক্বীদাতুত তাহাভিয়াহ (অনুবাদ, ১৯৮৪) ৮. ইত্তেবায়ে সুন্নাত (অনুবাদ, ১৯৮৫) ৯. হজ্জ, ওমরাহ ও যিয়ারত নির্দেশিকা (অনুবাদ ১৯৮৫) ১০. ইসলামী আক্বীদা (অনুবাদ ১৯৮৬)।

প্রবন্ধ : ১০টি :

(১) ১লা মার্চ ১৯৮৫তে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সেমিনারে পঠিত (নাম পাওয়া যায়নি)।

(২) অপ্রকাশিত আরবী প্রবন্ধ (৩) অপ্রকাশিত আরবী প্রবন্ধ (৪) মদীনা মুনাওয়ারার জন্য নির্দেশিকা (আরবী হতে অনুবাদ। ঢাকার সাপ্তাহিক আরাফাত ২২/১৬-১৭ সংখ্যায় প্রকাশিত (২রা জুন ১৯৮০)।

(৫) রজব মাসে অনুষ্ঠিত নিকৃষ্ট বিদ'আত সমূহ (আরবী হতে অনুবাদ। আরাফাত ২৪/৫ সংখ্যায় প্রকাশিত)।

(৬) আল-কুরআনের দৃষ্টিতে শিরক: একটি আলোচনা; দৈনিক কিষাণ ৪ সেপ্টেম্বর '৮২ এবং দৈনিক সংগ্রাম ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮২-তে প্রকাশিত।

(৭) ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ রামাযান। সাপ্তাহিক আরাফাত ২৬/১ সংখ্যা ১৮ জুন ১৯৮৪।

(৮) ই'তিকাফ : সাপ্তাহিক আরাফাত ২৪/২ সংখ্যা।

(৯) ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানার্জন। রেডিও কথিকা (ঢাকা কেন্দ্রের জাতীয় অনুষ্ঠানে প্রচারিত এবং সাপ্তাহিক আরাফাত ২৭/৯ সংখ্যায় প্রকাশিত।

(১০) তাওহীদের তাৎপর্য : ১৪০৭ হিজরী (১৯৮৭ইং) রবীউল আউয়াল মাসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে পঠিত।

গবেষণাকর্ম :

'ইমাম মুসলিম : জীবন ও কর্ম এবং হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব' বিষয়ে পিএইচ.ডি করার জন্য তিনি ১৯৮৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে 'গবেষণা পরিকল্পনা' জমা দিয়েছিলেন।

পত্রিকা প্রকাশনা :

তিনি 'তাওহীদের ডাক' (বাংলা) ও 'পায়ামে তাওহীদ' (উর্দু) নামে দু'টি পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। যা অনিয়মিতভাবে কিষাণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয়।

সংগঠন ও সমাজসেবা :

১৯৮০ সালে ঢাকায় আসার পর থেকে আব্দুল মতীন সালাফী 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাথে যুক্ত হন। কেননা ইতিপূর্বে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মপরিষদের সদস্য ছিলেন। এখানে এসেই 'যুবসংঘে'র সাংগঠনিক কার্যক্রমের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হন এবং তাঁকে 'কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা' করে নেওয়া হয়। সাথে সাথে 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর তিনি কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত হন। ঐসময় দেশের বিভিন্ন যেলায় অনুষ্ঠিত জমঈয়ত কনফারেন্স সমূহে তিনি জমঈয়ত-সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারীর নিয়মিত সফর সঙ্গী থাকতেন। ঐ সময় সর্বত্র যুবসংঘের জোয়ার চলছিল। কনফারেন্সগুলির স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে এবং ব্যবস্থাপনা, প্রচারণা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যুবসংঘের উদ্যমী ভূমিকা প্রায় সকল পর্যায়ের মুরব্বীদের হৃদয় কেড়েছিল। সম্ভবতঃ নিজে তরুণ হওয়ার কারণে ও দারুণ কর্মচঞ্চল হওয়ার কারণে আব্দুল মতীন সালাফী যুবসংঘের প্রতি অধিক আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি তাদের প্রশিক্ষণ সমূহে প্রশিক্ষক হিসাবে নিয়মিত যোগ দিতেন এবং সর্বদা নানাভাবে তাদেরকে উৎসাহিত করতেন।

১৯৮৪-এর শুরুর দিকে প্রথম কুয়েতী দাতাসংস্থার নেতৃবৃন্দ এদেশে আসেন। আব্দুল মতীন সালাফী ও যুবসংঘের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে তারা সপ্তাহকাল ব্যাপী সারা দেশে আহলেহাদীছ মারকাযগুলি পরিদর্শন করেন। তারপর থেকে তারা এ দেশে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম শুরু করেন। পরে ঢাকায় অফিস খুলে তারা নিজেরাই

ইসলামী প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করতে থাকেন। আব্দুল মতীন সালাফীর একটি বড় গুণ ছিল এই যে, তিনি ছিলেন আরবীতে 'ফ্লুয়েন্ট'। জন্মগতভাবে বাংলাভাষী হয়েও এত সুন্দর ও নির্ভুল এবং দ্রুত আরবী বলা ও লেখার যোগ্যতা সাধারণতঃ দেখা যায় না। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই আরবীরা তার প্রতি আকৃষ্ট হ'ত। তিনি সরলভাবেই সবকিছু করতেন। কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলেহাদীস-এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখেই তিনি সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম সমূহে সহযোগিতা করতেন। লিল্লাহ কাজ করার জাযবা ব্যতীত তাঁর মধ্যে অন্য কোন স্বার্থ ছিল বলে তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা কখনো বলেননি। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁর দ্রুত ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অনেকের মধ্যে ঈর্ষার কারণ ঘটায়। ফলে ১৯৮৯ সালের ২রা জুলাই তিনি এদেশ থেকে স্বদেশে চলে যেতে বাধ্য হন।

নিজ দেশে গিয়ে তিনি 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর সাথে যুক্ত হন এবং একবার কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য হন। তিনি কিষাণগঞ্জে 'তাওহীদ এডুকেশনাল ট্রাষ্ট' নামে একটি সমাজসেবামূলক ট্রাষ্ট গঠন করেন এবং ব্যাপক বিদেশী অনুদান এনে সেদেশে অগণিত মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, নলকূপ ও অন্যান্য সমাজসেবামূলক কার্যক্রম সম্পাদন করেন। উক্ত ট্রাষ্টের অধীনে সেদেশে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৫০-এর অধিক। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় হ'ল ২টি, যা কিষাণগঞ্জ শহরতলীর খাগড়ায় অবস্থিত। (১) জামে'আতুল ইমাম বুখারী (ছাত্রদের জন্য) এবং (২) জামে'আ আয়েশা আল-ইসলামিয়াহ (মেয়েদের জন্য)। এতদ্ব্যতীত বেকার যুবকদের কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য তিনি সেখানে আই,টি,আই নামে একটি কারিগরী শিক্ষা কলেজ স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত 'তাওহীদ চেরিটেবল ডিসপেনসারী' নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

হঠাৎ তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে আমরা মর্মাহত। আল্লাহ তাঁর অগণিত নেক আমলের উত্তম জাযা দান করুন ও তাঁর সকল গুনাহ-খাতা মাফ করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান করুন। আমীন! তাঁর রেখে যাওয়া পুণ্য স্মৃতিসমূহ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতির লক্ষ্যে চালু থাকে, সেজন্য তাঁর উত্তরসুরীগণকে তাওফীক্ব দানের জন্য আল্লাহ্র নিকটে আমরা আকুলভাবে প্রার্থনা জানাই।

পরিশেষে আমরা আবারও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি এবং তাঁদেরকে 'ছবরে জামীল' এখতিয়ার করার আবেদন জানাচ্ছি। *[স.স]*

اللهم اغفرله وارحمه و عافه و اعف عنه و أكرم نزله و وسّع مدخله و أبدله داراً خيراً من داره و زوجاً خيراً من زوجه و أهلاً من أهله.. اللهم ادخله الجنة الفردوس و أعذه من عذاب القبر و عذاب النار، آمين–

(২) ভাই আনছার আলী মাষ্টার চলে গেলেন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাবেক বগুড়া যেলা সভাপতি জনাব মাষ্টার আনছার আলী গত ২৪ জানুয়ারী '১০ বিকাল ৫ টা ৪০ মিনিটে নিজ বাড়ীতে মৃত্যু বরণ করেন। *ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। বগুড়া শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিয়া ও হাফেযিয়া মাদরাসা ময়দানে তাঁর ছালাতে জানাযায় ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এতদ্ব্যতীত জানাযায় উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি ডঃ এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মোফাক্কার হোসাইন, সোনামণি-র কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহীম, নওদাপাড়া মাদরাসার হেফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান, এলাকার বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যান, দারুল হাদীছ মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এবং যেলা 'আন্দোলন' ও যুবসংঘের নেতৃবৃন্দ সহ বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ। অতঃপর নিজ গ্রামের পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

তিনি ১৫ মার্চ ১৯৮৮ সালে 'যুবসংঘে' এবং ২৩ সেপ্টেম্বর '৯৪-এ 'আন্দোলনে' যোগদান করে আজীবন হক্কের আওয়াজ বুলন্দ করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। ২০০৫ সাল থেকে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে তিনি নিজ বাড়ীতে শয্যাশায়ী ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে গেছেন।

তিনি বগুড়ার শাহজাহানপুর থানাধীন মারিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালে তিনি বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ ও হাফেযিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বগুড়া অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতিতে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আল্লাহ তাঁর সকল গোনাহ-খাতা মাফ করুন ও জান্নাতুল ফেরদৌস নছীব করুন। আমীন!

(৩) প্রাচীন পুঁথি সংগ্রাহক আব্দুল্লাহ খান সালাফী চিরবিদায় নিলেন

বাংলা একাডেমীর প্রাচীন পুঁথি সংগ্রাহক আব্দুল্লাহ খান সালাফী প্রায় ৯৫ বছর বয়সে গত ২৮.১.২০১০ বৃহস্পতিবার সকালে খুলনা সদর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। *ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। খুলনা নিরালা আবাসিক এলাকার জামে মসজিদে তাঁর ছালাতে জানাযায় ইমামতি করেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। এতদ্ব্যতীত জানাযায় উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য জনাব গোলাম মোক্তাদির, জনাব এ.কে.এম. ইয়াকূব আলী (দৌলতপুর), জনাব ডাঃ লিয়াকত আলী ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অতঃপর নিরালা-র পার্শ্ববর্তী বাগমারায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন কবরস্থানে তিনি সমাহিত হন।

প্রাপ্ত তথ্যমতে জনাব আব্দুল্লাহ খান সালাফী প্রথমে হিন্দু ছিলেন। তাঁর পূর্ব নাম ছিল কালীদাস রায়, পিতা কার্তিক চন্দ্র রায়, সাং শিখরবালি, থানা- বারইপুর, যেলাঃ আলীপুর, পশ্চিমবঙ্গ। পরে তিনি মুসলমান হন ও হিজরত করে এ দেশে চলে আসেন। তিনি বাংলা একাডেমীতে দীর্ঘদিন চাকুরীরত ছিলেন। অবসর জীবনে তিনি অধিকাংশ সময় দ্বীনের দাওয়াতে সময় কাটাতেন এবং প্রাচীন পুঁথি সমূহ সংগ্রহ করতেন। তিনি মূলতঃ প্রাচীন পুঁথি সংগ্রাহক হিসাবেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি একজন পাক্কা আহলেহাদীছ ছিলেন এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের একজন ভক্ত অনুসারী ছিলেন। তিনি অনেকদিন খুলনা যেলার ফকিরহাট থানাধীন পিলজঙ্গ গ্রামে অবস্থান করেন এবং তাঁর উদ্যোগেই সেখানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত কুয়েতী অনুদানে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করে দেন। শেষ দিকে তিনি গাযীপুরের পিরুজালী বর্তাপাড়ায় কিছু জমি কিনে তার এক পালক পুত্রের কাছে থাকতেন। কিন্তু ঐ পুত্র মারা গেলে তিনি নিরাশ্রয় হয়ে পড়েন। মৃত্যুর প্রায় পাঁচমাস পূর্বে তিনি বৃদ্ধাশ্রমের খণ্ডকালীন চিকিৎসক ডাঃ লিয়াকত আলীর পরামর্শে খুলনার নিরালায় অবস্থিত একটি বেসরকারী 'বৃদ্ধাশ্রমে' আশ্রয় নেন। গত ১৬ জানুয়ারী শনিবারে হঠাৎ স্ট্রোক করে তিনি জ্ঞান হারান এবং ঐ অবস্থায় খুলনা সদর হাসপাতালে ২৮ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

[আমরা তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১৬১)ঃ কবরস্থানের উপর ঘর-বাড়ি, টয়লেট ইত্যাদি নির্মাণ করে বসবাস করা যাবে কি? কেউ এরূপ করলে তার কী ধরনের শাস্তি হবে? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-বেলাল
নবিয়াবাদ, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কবরস্থানের উপর ঘর-বাড়ি, টয়লেট নির্মাণ করে বসবাস করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তির আগুনের টুকরার উপরে বসা এবং সে টুকরাটা তার কাপড়কে পুড়িয়ে তার চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া তার জন্য বেশী উত্তম হবে কবরের উপর বসার চেয়ে' *(মুসলিম হা/৯৭১, 'জানাযা' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৬৯৯)*। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) কবরে চুনকাম করতে, তার উপরে লিখতে, বসতে, কোন কিছু নির্মাণ করতে এবং হাটতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/৯৭০; ছহীহ তিরমিযী হা/১০৫২; মিশকাত হা/১৬৯৭-৯৮, ১৭০৯)*।

প্রশ্ন (২/১৬২)ঃ জিন মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে কি?

-নাযিমুদ্দীন
বসন্তপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ জিনদের মধ্যে যারা শয়তান তারা মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সেই মহিলার কাছে প্রবেশ করো না যার স্বামী অনুপস্থিত রয়েছে। কারণ তোমাদের যে কারো মধ্যে শয়তান প্রবেশ করতে পারে রক্তনালীতে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার ন্যায়' *(ছহীহ তিরমিযী হা/১১৭২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'শয়তান মানুষের মধ্যে পৌঁছে, রক্তনালীতে রক্ত পৌঁছার ন্যায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮ 'ওয়াসওয়াসা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩/১৬৩)ঃ সদ্যপ্রসূত শিশু মারা যাওয়ার পর জানাযা না পড়েই দাফন করা হয়। অতঃপর পরবর্তী জুম'আর ছালাতের পর মসজিদে উপস্থিত সকল মুছল্লী মিলে জানাযা ছালাত আদায় করা হয়। এমনটি করা কি ঠিক হয়েছে?

-মুহাম্মাদ শামসুয্যামান
বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ জানাযা করে দাফন করাই সুন্নাত *(আবুদাঊদ হা/৩১৮০; মিশকাত হা/১৬৬৭)*। কিন্তু বাধ্যগত কারণে জানাযা করতে না পারলে পরে যথাসম্ভব দ্রুত জানাযা করা যায় *(ইরওয়া ৩/১৮৬)*।

প্রশ্ন (৪/১৬৪)ঃ অনেক টিভি চ্যানেলে কিশোরী ও যুবতী মেয়েদের ইসলামী সংগীত পরিবেশন করতে ও মহিলাদের কুরআন-হাদীছ ভিত্তিক আলোচনা করতে দেখা যায়। এসব অনুষ্ঠান দেখা যাবে কি?

-তাজুল ইসলাম
এলাহাবাদ, দেবিদ্বার, কুমিলা।

উত্তরঃ মহিলারা ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য এবং কিশোরী ও যুবতীরা ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশনের উদ্দেশ্যে টেলিভিশনের পর্দায় উপস্থিত হ'তে পারবে না। কারণ এরূপ অংশগ্রহণের দ্বারা বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়, যা প্রকাশ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ *(নূর ৩১)*। অনেকে তাদেরকে দেখে এবং তাদের কথায় ও পোষাকে আকৃষ্ট হয়ে ফেতনায় পড়তে পারে। মহিলাদের সুন্দর কণ্ঠস্বর পরপুরুষকে শুনাতে নিষেধ করা হয়েছে *(আহযাব ৩২)*। ফলে ঐসব মহিলারা পরপুরুষকে নিজেদের দিকে আকৃষ্টকারীনী হিসাবে গণ্য হবে। রাসূল (ছাঃ) অন্যকে আকৃষ্টকারী নারীর কঠোর শাস্তির ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন *(মুসলিম হা/২১২৮; মিশকাত হা/৩৫২৪ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়, ২ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৫/১৬৫)ঃ মৃত বা জীবিত কোন ব্যক্তির নামে গরু-ছাগল ছাদাক্বা করলে দাতা উক্ত গোশত খেতে পারবে কি?

-মেরাজুদ্দীন
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ দাতা খেতে পারবে না। কারণ ছাদাক্বা গরীব-মিসকীনদের হক্ব। তাদের মাঝেই তা বণ্টন করে দিতে হবে *(তওবা ৬০; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৪)*।

প্রশ্ন (৬/১৬৬)ঃ মহিলারা নিজ বাড়ীতে ই'তিকাফ করতে পারে কি?

- আব্দুল করীম
নাখোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ পুরুষ বা মহিলা কারো জন্যই জুম'আ মসজিদ ছাড়া বাড়ীতে ই'তিকাফ করা সিদ্ধ নয় *(বাক্বারাহ ১৮৭; আবুদাউদ, মিশকাত হা/২১০৬ 'ইতিকাফ' অনুচ্ছেদ)*। মহিলাদের জন্য মসজিদে পৃথক জায়গা থাকলে এবং যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে কোন জুম'আ মসজিদে গিয়ে ই'তিকাফ করতে পারবে। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ মসজিদে ই'তিকাফ করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৯৭; বুখারী হা/২০৪১, ২০৪৫)*।

প্রশ্ন (৭/১৬৭)ঃ কোন বিবাহিতা মহিলা স্বামী-সন্তান ফেলে অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে ঐ মহিলা পিতার সম্পদের অংশ পাবে কি? তাকে পিতার বাড়ীতে জায়গা দেওয়া যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।

উত্তরঃ তার উক্ত বিবাহ সিদ্ধ হয়নি। সে ব্যভিচারী এবং মহাপাপী। কিন্তু সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়নি। অতএব পিতার সম্পত্তি পেতে তার বাধা নেই। পিতার বাড়িতেও তার অংশ রয়েছে। তবে সে যেহেতু শরী'আত বিরোধী কর্মের সাথে জড়িত হয়েছে অতএব তওবা ব্যতীত তার গোনাহ মাফ হবে না *(ফুরক্বান ২৫/৬৮-৭০)*।

প্রশ্ন (৮/১৬৮)ঃ স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীকে কত দিন ইদ্দত পালন করতে হবে? ইদ্দত পালনকালে সে তার পরিহিত অলংকার খুলে রাখবে কি এবং এসময়ে সে কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে যেতে পারবে কি? ইদ্দত পালনকালে তাকে কি স্বামীর বাড়ীতেই অবস্থান করতে হবে?

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ ইদ্দতের সময়কাল চার মাস দশ দিন। তবে গর্ভবতী থাকলে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২২৯-৩১; সূরা তালাক ৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ 'ইদ্দত' অনুচ্ছেদ)*। এ সময় স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করবে। একান্ত যরূরী প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হবে না। অধিক সৌন্দর্য প্রকাশক কোন পোষাক বা গহনা পরিধান করবে না। অলঙ্কার ব্যবহার করবে না। বিশেষ কারণ ব্যতীত সুগন্ধি, সুরমা, মেহেদীও ব্যবহার করবে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৩১; আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৩৩২-৩৪)*। উল্লেখ্য যে, স্বামী মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রীর নাকফুল খুলে রাখার রেওয়াজ অনেকটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ের হয়ে যায়। এটি তেমন কোন সৌন্দর্য প্রকাশক অলংকার নয়। বরং স্বাভাবিক সৌন্দর্যের মধ্যে পড়ে, যা গ্রহণীয়।

প্রশ্নঃ (৯/১৬৯)ঃ মানুষ মারা যাওয়ার পর ঢেকে দেওয়া হয় কেন?

-মাসঊদুর রহমান
ভালুকা চাঁদপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মানুষ মারা যাওয়ার পর কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) মারা গেলে তাঁকে একটি সূতী কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬২০ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১০/১৭০)ঃ 'তোমরা কম সম্পদ ও অধিক সন্তান হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও' এ হাদীছটি কি ছহীহ?

-মুহাম্মাদ আলী
কিসমত ঘোড়াগাছা, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ বর্ণনাটি যঈফ *(যঈফুল জামে' হা/২৬৪১; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫৯২)*।

প্রশ্ন (১১/১৭১)ঃ সর্বনিম্ন কতজন মুছল্লী হলে জুম'আ কায়েম করা যায়?

-মেহের
বড়গাছী, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ সর্বনিম্ন দু'জন অর্থাৎ ইমামের সাথে মাত্র একজন মুছল্লী থাকলে জুম'আর ছালাত কায়েম করা যাবে *(মির'আত ৪/৪৪৯-৫০)*। কারণ জুম'আর ছালাত অন্যান্য ফরয ছালাতের ন্যায় একটি ফরয ছালাত। আর ইমামের সাথে সর্বনিম্ন একজন থাকলেই জামা'আতের ছওয়াব অর্জিত হয়। মূলতঃ সংখ্যা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে কোন দলীল নেই।

অতএব যদি দু'জন থাকেন, তাহ'লে একজন খুৎবা দিবেন আর অন্যজন হবেন শ্রোতা। অতঃপর দু'জনে জামা'আত কায়েম করবেন। কা'ব ইবনু মালেক বলেন, সর্বপ্রথম যিনি আমাদের নিয়ে জুম'আর ছালাত আদায় করেন তিনি হ'লেন আস'আদ বিন যুরারাহ্ ...। জিজ্ঞেস করা হ'ল, সে সময় আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি উত্তরে বলেন, চল্লিশ জন ছিলাম *(ছহীহ্ আবুদাউদ হা/১০৬৯; ইরওয়াউল গালীল হা/৬০০)*। উক্ত বর্ণনায় ঐ জুম'আর ছালাতে কতজন উপস্থিত ছিলেন তা বুঝানো হয়েছে। সর্বদা চল্লিশ জনই হ'তে হবে তা বলা হয়নি। উল্লেখ্য, 'চল্লিশ জন অথবা এর চেয়ে বেশী সংখ্যক মুছল্লী উপস্থিত হলে জুম'আ, ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিৎর আদায় করতে হবে' মর্মে জাবের (রাঃ) বর্ণিত আছারটি অত্যন্ত যঈফ *(দারাকুৎনী, ইরওয়াউল গালীল হা/৬০৩)*।

প্রশ্ন (১২/১৭২)ঃ সঊদী আরবে ইমাম-মুক্তাদী সকলেই জানাযার ছালাতে একদিকে সালাম ফিরান। এটা কতটুকু সঠিক?

-মাহবুবুল আলম
সরলজা, কাহারোল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ অন্যান্য ছালাতের ন্যায় জানাযার ছালাতেও উভয় দিকে সালাম ফিরানোর ছহীহ হাদীছ রয়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, লোকেরা তিনটি কাজ ছেড়ে দিয়েছে, যেগুলো রাসূল (ছাঃ) করতেন। তার একটি হচ্ছে, জানাযার ছালাতের সালাম অন্যান্য ছালাতের ন্যায় হওয়া *(সনদ হাসান, বায়হাক্বী, ত্বাবারাণী, আলবানী, আহকামুল জানায়েয, মাসআলা নং ৮৪)*। তবে শুধু ডান দিকেও সালাম ফিরানো যায় *(দারাকুৎনী হা/১৮৩৯ ও ১৮৬৪; সনদ হাসান, আহকামুল জানায়েয, মাসআলা নং ৮৫)*।

প্রশ্ন (১৩/১৭৩)ঃ জনৈক অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করলে মসজিদে ১০ শতক জমি দান করবেন বলে মানত করেন। কিন্তু সুস্থ হওয়ার পর উক্ত জমি মসজিদের পরিবর্তে গোরস্থানে দিতে চায়। এটা কি শরী'আত সম্মত হবে?

-রেযাউল করীম
শালিয়া, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ মসজিদের জন্য মানত করে থাকলে মসজিদেই দিতে হবে। কারণ মসজিদের জমি মসজিদের স্বার্থে

ব্যবহার করাই উত্তম। তবে জমিটি মসজিদের জন্য তেমন কোন কাজে না আসলে উপকারিতার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। যদি কবরস্থানের জন্য বেশী উপকার বিবেচিত হয়, তাহ'লে সেখানে দিবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ 'ওয়াক্ফ' অধ্যায় ৩/৩৮৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৪/১৭৪)ঃ ইক্বামতের উত্তর দিতে হবে কি?

-মইনুল হক
হরিহরা, পাকুড়, ভারত।

উত্তরঃ ইক্বামতের উত্তর দিতে হবে। কারণ আযান ও ইক্বামত দু'টিকেই হাদীছে আযান বলা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুওয়াযযিন যা বলে তোমরাও অনুরূপ বল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭; আলোচনা দ্রঃ আলবানী, মিশকাত হা/৬৭০-এর টীকা)*। অতএব মুওয়াযযিন ইক্বামতের সময় যা বলবেন, মুক্তাদীগণ তাই বলবেন। উল্লেখ্য, ইক্বামতের সময় 'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ'-এর জবাবে 'আক্বা-মাহালা-হু ওয়া আদা-মাহা' বলা সংক্রান্ত হাদীছটি যঈফ। সুতরাং তা বলা যাবে না; বরং 'ক্বাদ-ক্বা-মাতিছ ছালা-হ' বলতে হবে *(আবুদাঊদ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৬৭০-এর টীকা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১৭৫)ঃ গরু ও ছাগল খাসী করার শারঈ কোন বিধি-নিষেধ আছে কি?

- আব্দুল করীম
নাখোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ খাসী করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খাসী করা ছাগল কুরবানী করেছেন *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩১২২; মিশকাত হা/১৪৬১)*। যে হাদীছে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে *(বায়হাক্বী, ছহীহুল জামে' হা/৬৯৬০)* সে সম্পর্কে ইমাম নববী বলেন, সেগুলি হারাম পশুর বেলায় প্রযোজ্য *(দ্রঃ মাছাবীহুত তানভীর 'আলা ছহীহিল জামে' ২/১৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৬/১৭৬)ঃ এক কবরে একাধিক লাশ রাখা যায় কি?

-ইয়াসীন
আংগার জোড়া, ঢাকা।

উত্তরঃ যরূরী কারণে এক কবরে একাধিক লাশ রাখা যায়। নবী করীম (ছাঃ) ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হওয়া ছাহাবীগণের একাধিক লাশ এক এক কবরে রেখেছিলেন *(বুখারী হা/১৬০ ও ১৬৯)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭৭)ঃ জানাযা ও দুই ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরগুলোতে হাত উঠানো যাবে কি?

-নাছিরুদ্দীন
নাছীরাবাদ, ঢাকা।

উত্তরঃ ওমর, ইবনু ওমর, আনাস ও অন্যান্য ছাহাবী থেকে ছহীহ মওকূফ সূত্রে হাত উঠানোর প্রমাণ পাওয়া যায় *(মির'আত ৫/৫৩-৫৪; ইরওয়াউল গালীল ৩/১১৩)*।

প্রশ্ন (১৮/১৭৮)ঃ নেয়ামুল কুরআনের ২৭-৩৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিভিন্ন দরূদ লেখা আছে। যেমন- দরূদে তাজ, দরূদে মাহী, দরূদে ফতুহাত প্রভৃতি। এই দরূদ কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

-হযরত
পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ এ সব দরূদ বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (১৯/১৭৯)ঃ সরকারী খরচে হজ্জ করলে তার ফরযিয়াত আদায় হবে কি?

-হাবীবুর রহমান
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ তার ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে। কেননা হজ্জের জন্য সক্ষমতা শর্ত *(আলে ইমরান ৯৭)*। হজ্জের যাবতীয় খরচ সরকারের পক্ষ থেকে তার নামে বরাদ্দ করা হয়। আর তখন তিনি সেই সম্পদের মালিক হয়ে যান। অবশ্য সক্ষম মুসলিম ব্যক্তির জন্য নিজের উপার্জিত পবিত্র সম্পদ দ্বারা হজ্জ করাই উত্তম।

প্রশ্ন (২০/১৮০)ঃ পিতা-মাতাকে তুই বা তুমি বলে ডাকা যাবে কি?

-শফীকুল ইসলাম
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

উত্তরঃ হীনকর কোন শব্দে পিতা-মাতাকে ডাকা যাবে না। উক্ত শব্দ দু'টি সাধারণতঃ অসম্মানজনক সম্বোধনে ব্যবহার করা হয়। অতএব এ থেকে বিরত থাকাই উত্তম। তবে ঐসব সম্বোধনে যদি পিতা-মাতা খুশী হন, তবে বলা যাবে। আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার সাথে সুন্দর কথা ও উত্তম আচরণ করতে বলেছেন *(লোকমান ১৫; বণী ইসরাঈল ২৩)*।

প্রশ্ন (২১/১৮১)ঃ রেডিও-টিভিতে সম্প্রচারিত ফরয ছালাতের ইমামের অনুসরণে বাড়ীতে ছালাত আদায় করা বৈধ হবে কি?

- ফয়েয
ধামতী মিরবাড়ী, দেবিদ্বার, কুমিলা।

উত্তরঃ বৈধ হবে না। ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয হওয়ার শর্ত হচ্ছে স্থান এক হতে হবে, কাতারগুলোকে মিলিতভাবে হ'তে হবে এবং ইমাম সম্মুখে থাকবেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৩৬-৩৮)*।

প্রশ্ন (২২/১৮২)ঃ ফজরের ছালাতের সময়ের এক ঘণ্টা আগে ভুলবশতঃ আযান দিয়ে জামা'আত সহ ছালাত আদায় করে ভুল বুঝা যায়। ঐ ছালাত কি পুনরায় পড়তে হবে?

-আব্দুল আযীয
কেউলিয়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঐ ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। কারণ উক্ত ছালাত ওয়াক্তের অনেক পূর্বেই আদায় করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায় করতে বলেছেন *(নিসা ১০৩)*। রাসূল (ছাঃ)ও নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন *(মুসলিম হা/২৩৯)*।

প্রশ্ন (২৩/১৮৩)ঃ জনৈক আলেম বলেন, কেউ যখন রোগীর নিকট যাবে তখন সে তার কাছে দো'আ চাইবে। কারণ তার দো'আ ফেরেশতাগণের দো'আর ন্যায়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-আবু তালেব
সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১০০৪; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৫৮৮)*।

প্রশ্ন (২৪/১৮৪)ঃ বদ নযর থেকে বাঁচার জন্য সন্তানের কপালে কাল টিপ দেওয়া যাবে কি? এটা সন্তানের কোন উপকার করতে পারে কি?

-হাসান
কুলপিনা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ বদ নযর থেকে রক্ষার জন্য উক্ত টিপ দিলে সেটা শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। বদ নযর লাগলে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী ঝাড়-ফুঁক দিতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫২৬, ৪৫২৮)*।

প্রশ্ন (২৫/১৮৫)ঃ মা হাওয়া নাকের কোন্ দিকে নাকফুল ব্যবহার করতেন? আমরা নাকের ডান দিকে নাকফুল ব্যবহার করি। কারণ রাসূল (ছাঃ) সব কাজ ডান দিক থেকে করা ভালবাসতেন। আমাদের একাজ কি শরী'আত সম্মত হচ্ছে?

-সাদিয়া
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মা হাওয়া নাকে নাকফুল ব্যবহার করেছেন কিনা তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাসূল (ছাঃ) সব কাজ ডান দিক থেকে করতেন বলতে এই অর্থ নয় যে, নাকের ডান দিকে নাকফুল দিতে হবে; বরং সুবিধা অনুযায়ী দিবে। রাসূল (ছাঃ) ডান হাতে আংটি পরতেন। প্রয়োজনে কখনো বাম হাতেও পরতেন *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৩৯১-৪৩৯২; ইরওয়া ৩/৩০১)*।

প্রশ্ন (২৬/১৮৬)ঃ আল-আক্বাইদ ফাযিল গাইডে লেখা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ৪০ বছর ঘুমাননি। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-মুস্তাক্বীম
বড়গাছী, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এছাড়া ইমাম ছাহেব এক ওযূতে ফজর পড়েছেন ৪০ বছর যাবৎ (২) তিনি প্রতি রাক'আতে এক খতম কুরআন পড়তেন (৩) প্রতি রাতে এশার হাযার রাক'আত ছালাত পড়তেন (৪) যে স্থানে তাঁর মৃত্যু হয়, সে স্থানে তিনি সাত হাযার বার কুরআন খতম করেন ইত্যাদি বিষয়ে আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী হানাফী (রহঃ) বলেন, ইবাদতে বাড়াবাড়ি স্রেফ বিদ'আত। যারা এসব কথা বলে, তারা সবচেয়ে বড় বিদ'আতী ও বড় জাহিল *(দ্রঃ মুক্বাদ্দামা শরহে বেক্বায়াহ (দেউবন্দ ছাপা) পৃঃ ৩৬-৩৭)*।

প্রশ্ন (২৭/১৮৭)ঃ কুরআন হেফয করার পর মুখস্থ না রাখতে পারলে গোনাহগার হবে। একথা কি ঠিক?

-সুলতান
ধুনট, বগুড়া।

উত্তরঃ কুরআন ভুলে যাওয়া বড়ই মন্দ কাজ। চেষ্টা সত্ত্বেও যদি ভুলে যায়, তবে সে গুনাহগার হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কুরআনের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখ। আল্লাহ্র কসম! উট যেমন বাঁধন হ'তে ছুটে চলে যায়, 'কুরআন তার চেয়ে বেশী দ্রুত চলে যায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১৮৭)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি কষ্টকরভাবে কুরআন পাঠ করে, সে দ্বিগুণ ছওয়াব পায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১১২)*। তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন ছাহেবুল কুরআনকে বলা হবে, তুমি কুরআন পড়তে থাক এবং জান্নাতে তোমার সম্মানের স্তর বৃদ্ধি করতে থাক' *(আহমাদ, মিশকাত হা/২১৩৪)*।

উল্লেখ্য, যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে ভুলে যাবে সে ক্বিয়ামতের দিন অঙ্গহানী অবস্থায় আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/১৪৭৪; মিশকাত হা/২২০০)*।

প্রশ্ন (২৮/১৮৮)ঃ মহিলাদেরকে জুম'আর খুৎবা শুনানোর জন্য মসজিদের ছাদে মাইক দেয়া যাবে কি?

-হায়দার
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মহিলারা মসজিদের ছাদে থাকলে ছাদে মাইক ব্যবহার করতে পারে। তবে পাড়া-প্রতিবেশী মহিলাদেরকে জুম'আর খুৎবা শুনানোর জন্য মাইক ব্যবহার করা যাবে না। কারণ তারা অমনোযোগী থাকে। আর এমন অবস্থায় কাউকে কুরআন-হাদীছ শুনানো ঠিক নয়। ইকরিমা থেকে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক জুম'আর দিন মানুষকে নছীহত কর। যদি তারা বেশী আগ্রহী হয় তাহলে সপ্তাহে দু'বার। এর অধিক চাইলে তিনবার। কুরআনকে মানুষের বিরক্তির মাধ্যম কর না। মানুষের ব্যস্ততার সময় মানুষকে নছীহত কর না। এতে তাদের কথার বিঘ্ন ঘটে ও তাদের বিরক্তি আসে। বরং চুপ থাক। অতঃপর যখন তারা আগ্রহ প্রকাশ করবে তখন তাদের নছীহত শুনাবে *(বুখারী, মিশকাত হা/২৫২)*।

প্রশ্ন (২৯/১৮৯)ঃ ঘুমানোর সময় চোখে সুরমা দেওয়া যাবে কি?

-আবু তালেব
সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ দেওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ঘুমানোর সময় চোখে 'ইছমাদ' সুরমা লাগাও। এতে চোখের দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং ভ্রূতে নতুন লোম গজায়' *(ইবনু মাজাহ, হাকেম, আহমাদ, ইবনু হিব্বান, ছাহীহাহ হা/৭২৪; ছহীহুল জামে' হা/৪০৫৪)*।

প্রশ্ন (৩০/১৯০)ঃ আমার পিতা মারা গেলে কাফন পরানোর সময় আমাদের মসজিদের ইমাম পিতার কপালে সুগন্ধি দ্বারা আল্লাহ ও মুহাম্মাদ লিখে দেন। এর পক্ষে কোন দলীল আছে কি?

-আহমাদুল্লাহ
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মাইয়েতের কপালে সুগন্ধি দ্বারা আল্লাহ ও মুহাম্মাদ লেখার শারঈ কোন ভিত্তি নেই। এগুলো বিদ'আত বা কুসংস্কার। মৃতকে কেন্দ্র করে এ ধরনের অসংখ্য বিদ'আত সমাজে চালু আছে। এগুলো থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১২৭-১২৯)*।

***প্রশ্ন (৩১/১৯১)ঃ* তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট যাবতীয় কিছু প্রার্থনা কর। এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে সেটাও চাও। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ।**

-আব্দুল্লাহ
রূপগঞ্জ, কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/৩৬০৪; যঈফাহ হা/১৩৬২)*। তবে আল্লাহ্র কাছে সর্বদা চাইতে হবে অন্যথা তিনি বান্দার উপর রাগান্বিত হন। আর আল্লাহ্র কাছে চাওয়া অধিক মর্যাদাকর বিষয় *(তিরমিযী হা/৩৩৩৬, ৩৩৭০; মিশকাত হা/২২৩২)*।

প্রশ্ন (৩২/১৯২)ঃ মুক্তিযোদ্ধা মারা যাওয়ার পর তার কফিনকে ঘিরে সরকারিভাবে যে শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং যে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয় তা-কি শরী'আত সম্মত?

-আসলাম
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ জানাযা ব্যতীত অন্য যা কিছু করা হবে, তা বিদ'আত হিসাবে গণ্য হবে। জাহেলী যুগে মৃতের জন্য শোক প্রকাশ ও বেশী করে কান্নাকাটির জন্য ভাড়াটিয়া লোক পাওয়া যেত। যে মৃতের জন্য যতবেশী লোক কাঁদতো, সে মৃত ব্যক্তি তত বেশী সম্মানিত বলে গণ্য হ'ত। ইসলাম এসে এগুলি নিষিদ্ধ করে এবং বলা হয় যে, মৃতের জন্য পরিবারের কান্নাকাটির জন্য মৃতের কবরে আযাব হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৪১)* যদি সে মৃত্যুর আগে এ থেকে নিষেধ না করে যায়। অতএব মুসলিম মুক্তিযোদ্ধাদের উচিত হবে মৃত্যুর পূর্বে এ বিষয়ে অছিয়ত করে যাওয়া যেন তার মৃত্যুর পরে জানাযা ব্যতীত অন্য কোন আনুষ্ঠানিকতা না করা হয়। নইলে উপরোক্ত হাদীছের আলোকে তার কবরে আযাব হ'তে পারে।

প্রশ্ন (৩৩/১৯৩)ঃ কুরআন পড়ে অন্যের নামে বখশাতে পারে কি?

-হায়াত
বাঁশবাড়িয়া, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উক্ত আমল শরী'আত সম্মত নয়। দৈহিক ইবাদত অন্যকে বখশানো যায় না। যেমন একজনের ছালাত অন্যজনের হয় না। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'একজনের ছওম অন্যজনে বা একজনের ছালাত অন্যজনে আদায় করতে পারে না' *(মুওয়াত্ত্বা, বায়হাক্বী সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২০৩৫ 'ছওম' অধ্যায় ৫ অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মানুষ ততটুকুই পাবে যার জন্য সে চেষ্টা করবে' *(নাজম ৩৯)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৯৪)ঃ মরণোত্তর চক্ষুদান বা দেহ দান করা যাবে কি?

-আল-আমীন
আলোকছত্র, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইসলামে মুমিন ব্যক্তির মৃত দেহকে অতীব সম্মান দান করা হয়েছে *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭০৩)*। তার মৃত দেহকে সযত্নে সাবান-পানি দিয়ে গোসল করিয়ে সুগন্ধি মাখিয়ে পরিষ্কার কাপড়ে কাফন পরিয়ে তার পরকালীন মুক্তির জন্য সমবেত ভাবে জানাযার ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নামে সসম্মানে কবরে শুইয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার কবরকে ও তার দেহকে অসম্মান করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'মৃতের হাড্ডি ভাঙ্গা জীবিতের হাড্ডি ভাঙ্গার ন্যায়' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৭১৪)*। এমতাবস্থায় মৃত্যুর তিন ঘণ্টার মধ্যে তার চোখ তুলে নেওয়া, ছয় ঘণ্টার মধ্যে কিডনী কেটে নেওয়া বা এমনিভাবে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটা-ছেঁড়া করা মৃতের প্রতি সম্মানের পরিপন্থী। তাছাড়া মানবদেহের মূল মালিক আল্লাহ। অতএব কোন ব্যক্তির অধিকার নেই যে, আল্লাহ্র তৈরী দেহকে সে যথেচ্ছ ব্যবহারে দান করে দেবে। এক্ষণে যরূরী কোন রোগজীবাণু পরীক্ষা বা মানবতার কল্যাণে শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের স্বার্থে যথাযথ দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সীমিত ক্ষেত্রে এটা করা যেতে পারে *(লাজনা দায়েমা)*। ঢালাওভাবে কখনোই নয়। নইলে মানবদেহ এক সময় ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত হবে। তখন জীবন্ত মানুষকে হত্যা করে এই নিকৃষ্ট ব্যবসা চালানো হবে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন!

প্রশ্ন (৩৫/১৯৫)ঃ মসজিদের সামনে আরবীতে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা এবং মিম্বরে টাইল্স বসানো যাবে কি?

-জাহাঙ্গীর
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদের মেহরাব বা দেওয়ালে উক্ত বাক্য কিংবা পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত লেখা যাবে না। অনুরূপভাবে কারুকার্য খচিত টাইল্সও বসানো যাবে না। এগুলো ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট করে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৫৭-৫৯)*।

প্রশ্ন (৩৬/১৯৬)ঃ মসজিদে জানাযার খাটলি রাখা যাবে কি?

-আকরাম
নাটোর সদর, নাটোর।

উত্তরঃ সামাজিক স্বার্থে মসজিদে খাটিয়া রাখা যায়। এর দ্বারা মৃত্যুকে স্মরণ হয়। যেহেতু মসজিদে খাওয়া-দাওয়া, অবস্থান করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত সেহেতু খাটিয়া রাখা যেতে পারে *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৩০০; বুখারী হা/৪৪০)*। তবে মসজিদের পবিত্রতা ও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রশ্ন (৩৭/১৯৭)ঃ মসজিদ নির্মাণের জন্য জনৈক ব্যক্তি মসজিদে জমি দান করেছেন। কিন্তু জমির দলীলের শেষে লিখা আছে, আল্লাহ না করুন যদি মসজিদ ঘরটি ভেঙ্গে যায় বা অন্যত্রে স্থানান্তরিত করা হয় তাহ'লে উক্ত জমি মালিকের নামে বর্তাবে। এভাবে জমি দান করা কি শরী'আত সম্মত?

-একডালা জামে মসজিদ কমিটি
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এভাবে জমি ওয়াকফ্ হবে না। ওয়াকফকারীর শুধু অভিভাকত্ব চলবে। এছাড়া আর কোন শর্ত চলবে না। বিশেষভাবে মসজিদের নামে যা ওয়াকফ্ করা হয় তা শুধু মসজিদের কাজেই ব্যয় করতে হবে। কোন মসজিদ অনাবাদ হলে বা মসজিদের সম্পদ ব্যয় করার খাত না থাকলে অন্য মসজিদে নিয়ে যেতে হবে *(ফিক্হ সুন্নাহ 'ওয়াক্ফ' অধ্যায় ৩/৩৮৫)*। কাজেই ওয়াক্ফ কৃত সম্পদ মালিকের কাছে ফিরে যাবে না।

প্রশ্ন (৩৮/১৯৮)ঃ দ্বীনে হানীফ কাকে বলে? ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের নাম কী ছিল? উম্মী বলে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?

-আতীকুর রহমান
বেড়াবাড়ী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ যে ব্যক্তি অন্য সব দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে সত্য দ্বীনের দিকে অগ্রসর হয় তাকেই হানীফ বলে। আবার একনিষ্ঠ এবং এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে এমন ব্যক্তিকেও হানীফ বলে। এছাড়া আল্লাহর নির্দেশাবলী মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে যে নিজেকে সমর্পণ করে তাকেইও হানীফ বলা হয়। অতএব সহজ সরল সত্য দ্বীনই হচ্ছে দ্বীনে হানীফ। আল্লাহ্ বলেন, 'তিনি (ইবরাহীম) ছিলেন হানীফ মুসলিম' *(আলে ইমরান ৬৭)*। অর্থাৎ একনিষ্ঠ ও আত্মসমর্পিত। অতএব তাঁরও দ্বীনের নাম ছিল ইসলাম। তবে কুরাইশদের মধ্যে এটা 'দ্বীনে হানীফ' নামে পরিচিত ছিল। কুরাইশরা নিজেদেরকে 'বনু ইবরাহীম' বলত *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৩৯)*।

'উম্মী' অর্থ নিরক্ষর। এ শব্দের দ্বারা যদি উম্মী নবী উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে এর অর্থ হবে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। কারণ তিনি লিখতে বা পড়তে পারতেন না। এ ছিল এক মু'জিযা। কারণ তাঁকেই আল্লাহ্ আয়াত পাঠকারী এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র শিক্ষা দানকারী বানিয়ে দেন *(আলে ইমরান ১৬৪; জুম'আহ্ ২)*। আর যদি 'উম্মীঈন' বুঝানো হয়, তাহ'লে এর দ্বারা তৎকালীন আরবদেরকে ও বিশেষ করে কুরায়েশদেরকে বুঝানো হয়েছে *(জুম'আ ২)*।

প্রশ্ন (৩৯/১৯৯)ঃ ভাগ্য পরিবর্তনের দো'আ হিসাবে 'আল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন জাহ্দিল বালা-য়ে ওয়া দারকিশ শাক্বা-য়ে ওয়া সূইল ক্বাযা-য়ে' পড়া যাবে কি?

-আমীনা খাতুন
ধুনট, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত দো'আটি ৪ প্রকার সংকট থেকে মুক্তি চেয়ে আল্লাহ্র নিকটে আশ্রয় ভিক্ষার জন্য বলা হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৫৭)*। তন্মধ্যে একটি হ'ল 'সূইল ক্বাযায়ে' যার অর্থ 'মন্দভাগ্য'। ভাগ্য বিধাতা আল্লাহ ইচ্ছা করলে ভাগ্যে যেকোন পরিবর্তন আনতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ভাগ্য পরিবর্তন হয় না দো'আ ব্যতীত' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৯২৫ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় ১৪ অনুচ্ছেদ)*।

***প্রশ্ন (৪০/২০০)ঃ* জনৈক আলেম বলেন, টিকটিকি মারলে নেকী হয়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? তার অপরাধ কী?**

-যিয়া
পাতাড়ী, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রথম আঘাতে টিকটিকি মারতে পারলে ১০০ নেকী, দ্বিতীয় আঘাতে তার চেয়ে কম, তৃতীয় আঘাতে মারতে পারলে তার চেয়েও কম নেকী পাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১২১)*। এর কারণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, টিকটিকি ইবরাহীম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে আগুনে ফুঁক দিয়েছিল *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১১৯)*। উল্লেখ্য, অনেকেই গিরগিটি (কোন কোন এলাকায় কাঁকলাস, ডাহিন, রক্তচোষা বলে) মারতে বলেন। এটা ঠিক নয়। কারণ হাদীছে وزغ শব্দ এসেছে। যার অর্থ টিকটিকি। আর গিরগিটির আরবী হ'ল حرباء *(আল-মুনজিদ, পৃঃ ১২৫; আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব দ্রঃ)*।

সংশোধনী

জানুয়ারী '১০ প্রশ্নোত্তর (১৪):

জবাব : হিন্দুদের বা কোন অমুসলিমকে 'সালাম' দেওয়া যাবে না। তবে শিষ্টাচারমূলক সম্ভাষণ করা যাবে। যেমন 'আদাব' ইত্যাদি। 'সালাম' অর্থ শান্তি। মুসলমান পরস্পরকে সালাম দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তার উপরে শান্তি বর্ষণের দো'আ করেন। হিন্দুগণ ঈমানদার নন বিধায় তাদেরকে ইসলামী তরীকায় সালাম দেওয়া যাবে না বা ইসলামী আক্বীদা বিরোধী কোন শব্দ, বাক্য বা ইঙ্গিত করা যাবে না। যেমন *'নমস্কার'* করা অর্থ 'আমি আপনার প্রতি মাথা ঝুঁকালাম। আপনি কবুল করুন'। অনুরূপভাবে *'নমস্তে'* বলা যাবে না। যার অর্থ 'আমি আপনার প্রতি মাথা ঝুঁকালাম'। একইভাবে কারুপ্রতি সম্মানার্থে মাথা হেঁট করা কিংবা পিঠ ঝুঁকানো যাবে না' *(বিস্তারিত দ্রঃ যাদুল মা'আদ ২/৩৮৮; মাজমূ'আ ফাতাওয়া উছায়মীন ৩/৩৩; আল-মওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ২৫/১৬৮ প্রভৃতি)*।